মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদের শীর্ষ পাপীদের অনুমতি দেই যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না' *(সূরা আন'আম ৬/১২৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২৫

ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ হৌক!

প্রভুত্ব নয়! চাই ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ২৮، عدد : ٤، جُمادى الآخرة ورجب ١٤٤٦ هـ/ يناير ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

৩৫তম বার্ষিক
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫
আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।
১৩ ও ১৪ ই ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান : এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান, বায়া, রাজশাহী।
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর
ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম
LIVE :Monthly At Tahreek
YouTube: Ahlehadeeth Andolon Bangladesh
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩; ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (মার্চেন্ট) : ০১৩১৯৬৭৬৫৬৭
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ 	৪র্থ সংখ্যা

জুমঃ আখেরাহ-রজব ১৪৪৬ হি.
পৌষ-মাঘ ১৪৩১ বাং
জানুয়ারী ২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ *(বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - মযলূমের বিজয় ও যালেমের পরাজয় অবধারিত ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ *(২য় কিস্তি)* *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ০৩
  - আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় *(৪র্থ কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ০৮
  - তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার স্বরূপ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১২
  - টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানের শাস্তি *-আব্দুল মালেক বিন ইদরীস* ১৮
- **দিশারী :**
  - মোযার উপর মাসাহ : একটি পর্যালোচনা *-আব্দুর রহীম* ২১
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ হৌক : প্রভুত্ব নয়! চাই ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২৫
- **করণীয়-বর্জনীয় :**
  - অধিক ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ শীতকাল *-ড. ইহসান ইলাহী যহীর* ২৭
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - মুচি থেকে শিক্ষক *-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম* ৩০
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - সন্তান প্রতিপালনে ঘরোয়া সিলেবাস *-গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ* ৩১
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - টাইম পাস *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৩
- **সাহিত্যাঙ্গন :**
  - বর্ষশেষে শব্দে আঁকা দু'টি দিনলিপি *-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম* ৩৬
- **চিকিৎসা :**
  - ব্লাডপ্রেসার সম্পর্কে যরূরী জ্ঞাতব্য *-ডা. মহিদুল হাসান মারূফ* ৪০
- **কবিতা :** ৪২
  - চাই কল্যাণ
  - আল্লাহ্র ওপর ভরসা
  - মুসলিমের হক
  - কুরআনের মর্যাদা
  - পড়াশোনার প্রয়োজন
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মযলূমের বিজয় ও যালেমের পরাজয় অবধারিত

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের ২৪ বছরের শাসনের পতন ঘটেছে। তিনি পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। দীর্ঘ ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের আপাত অবসান ঘটেছে ইসলামপন্থীদের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। বাশার আল-আসাদের পতনের সাথে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার পতনের অনেকটা মিল দেখা যায়। উভয়ে পালিয়ে স্ব স্ব মদদদাতা দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দু'জনের স্বৈরাচারী শাসনের মূলে ছিল তাদের আশ্রয়দাতা দু'টি দেশ। যদিও তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রী দেশ হিসাবে পরিচিত। সিরিয়ায় সরকার পতনের পরই খুলে দেওয়া হয়েছে ৫০টিরও অধিক কারাগার ও টর্চার সেল। ফলে ছাড়া পেয়েছেন বছরের পর বছর ধরে বন্দী হয়ে থাকা বিরোধী মতের মযলূম কারাবন্দীরা। রাজধানী দামেশকের কাছে অবস্থিত 'সেদনায়া' কারাগারকে বলা হ'ত 'মানব কসাইখানা'। এখানে প্রতিদিন বন্দীদের উপর চালানো হ'ত এমন অমানবিক অত্যাচার, যা কল্পনাতেও আনা যায় না। ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে আসাদ সরকারের খুন গুমের শিকার হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। ফলে কেবল ১ টি গণকবরেই লক্ষাধিক মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

যালেম ও মযলূমের এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' *(মুসলিম)*। যালেম শত পূণ্যের কাজ করলেও মযলূমের দাবী পরিশোধ করতে করতে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে *(মুসলিম)*। তাই যুলুমের মন্দ পরিণতি থেকে কোন যালেমই রক্ষা পায় না। যালেম তার সকল অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে মযলূম জীবন বাজি রেখে তার প্রতিবাদ করে। কখনো সে দুনিয়াবী বিজয় লাভ করে। কখনো পরকালীন বিজয় লাভে ধন্য হয়।

এটাই বাস্তব যে, প্রকৃত মুমিন সর্বাবস্থায় বিজয়ী থাকে। কেননা তার লক্ষ্য কেবল জান্নাত। তাই নিজেকে সে আল্লাহ্র পথে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তার হায়াত-মউত, রুটি-রূযী, আনন্দ-বেদনা, সম্মান ও অসম্মান সবই থাকে আল্লাহ্র হাতে। ফলে সে মনের দিক দিয়ে সর্বদা সুখী ও বিজয়ী। ইহকালে বা পরকালে তার কোন পরাজয় নেই। তাদের বিরোধীরা সর্বদা পরাজিত এবং অসুখী। তবে এজন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাঁরই দেখানো পথে অটুট ধৈর্যের সাথে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হয়। পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন ও নূহকে বিজয়ী করেছেন। নমরূদ চূড়ান্ত নির্যাতন চালিয়েছিল ইব্রাহীমের উপর। কিন্তু অবশেষে সেই-ই ধ্বংস হয়েছে এবং ইব্রাহীম (আঃ) বিজয়ী হয়েছেন। ফেরাঊন অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপর। কিন্তু অবশেষে সে তার দলবল সহ আল্লাহ্র হুকুমে সাগরে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বগোত্রীয় শত্রুদের অত্যাচারে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মাত্র ৮ বছরের মাথায় তিনি বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে আসেন।

(১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের সন্ধান পেয়ে মুক্তিকামী 'ইয়াসির পরিবার' যখন যালেম আবু জাহলের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন সে দৃশ্য দেখে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। (২) কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন বেলাল। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাকে তার মনিব দুঃসহ নির্যাতন করে। তার গলায় দড়ি বেঁধে গরু-ছাগলের মত ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে পাহাড়ে-প্রান্তরে টেনে-হিঁচড়ে ঘুরানো হ'ত। তাতে তার গলার চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেত। খানাপিনা বন্ধ রেখে তাকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দেওয়া হ'ত। কখনো উত্তপ্ত কংকর-বালুর উপরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে ইসলাম ত্যাগের শর্তে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হ'ত। কিন্তু বেলাল শুধুই বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ'। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে বললেন 'আহাদ' অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন'। পরে আবুবকর (রাঃ) তাকে খরীদ করে মুক্ত করে দেন। (৩) উম্মে উবাইস, যিন্নীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার কন্যা এবং বনু মুআম্মাল-এর জনৈকা দাসী ইসলাম কবুল করলে তারা সবাই বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হন। যিন্নীরাহকে যখন আবুবকর মুক্ত করেন, তখন সে ছিল অন্ধ। কুরায়েশরা বলল, লাত-'ওয্যার অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে গেছে। তখন যিন্নীরাহ বলে উঠেন, আল্লাহ্র ঘরের কসম! লাত-'ওয্যা কারু কোন ক্ষতি করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা'। তখনই আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন'। (৪) খাব্বাব ইবনুল আরাত ছিলেন ষষ্ঠ মুসলমান। মুশরিক নেতারা তার উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। তাকে জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়। তাতে তার পিঠের চামড়া ও মাংস গলে লোহার আগুন নিভে যায়। অকথ্য নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যান ও তাঁকে কাফেরদের বিরুদ্ধে দো'আ করার আবেদন জানান। তখন রাগতঃস্বরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের লোকদের দ্বীনের কারণে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। অতঃপর তাতে নিক্ষেপ করে তাদের মাথার মাঝখানে করাত রেখে দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে মাংস ও শিরাসমূহ হাড্ডি থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। তথাপি এগুলি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তিনি এই ইসলামী শাসনকে এমনভাবে পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই ব্যস্ততা দেখাচ্ছ'। এ হাদীছ শোনার পর তিনি আশ্বস্ত হন ও তার ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।

ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে খাব্বাব (রাঃ)-এর জন্য বড় অংকের রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণ করা হয়। এসময় তিনি বাড়ীর একটি কক্ষে অর্থ জমা রাখতেন। যা তার সাথীদের জানিয়ে দিতেন। অতঃপর অভাবগ্রস্তরা সেখানে যেত এবং প্রয়োজনমত নিয়ে নিত।

www.at-tahreek.com

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

৯. কুরআন অনুসারে জীবন পরিচালনা করা :

কুরআন তেলাওয়াত করা, অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। কুরআন দ্বীনের উপরে দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে সংশয়ের অসুখ থেকে রক্ষা করে। মানবিক ও জৈবিক চাহিদার রোগ যা দ্বীনের উপরে দৃঢ়তাকে নিষিদ্ধ করে সেই রোগ প্রতিরোধ করে। কুরআন হচ্ছে শক্ত রশি ও সুস্পষ্ট নূর (জ্যোতি)। যে ব্যক্তি কুরআন আঁকড়ে ধরে রাখে এবং যে কুরআনের অনুসরণ করে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। রক্ষা করেন যাবতীয় বিপদ-মুছীবত ও সমস্যা থেকে। জুবাইর বিন মুত'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জুহফা নামক স্থানে একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ 'তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, আর কুরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَهْلِكُوا وَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا 'অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, এই কুরআনের একাংশ আল্লাহ্র হাতে, আরেকাংশ তোমাদের হাতে। তোমরা উহাকে আঁকড়ে ধর। তাহ'লে তোমরা এর পরে কখনই ধ্বংস হবে না, কখনই বিভ্রান্ত হবে না'।[১]

১০. দো'আ করা :

যাবতীয় বিপদাপদ, বালা-মুছীবত, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, অশান্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য দো'আ এক অনন্য মাধ্যম। অনুরূপভাবে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে কিংবা গোনাহ মাফের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করলে তিনি মাফ করে দেন। সুতরাং পাপমুক্ত নির্মল জীবন গঠন করতে মহান আল্লাহ্র নিকটে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বান্দার দো'আ কবুল করেন ও তাকে প্রার্থিত বস্তু দান করে থাকেন। তাই গোনাহ বর্জন এবং পবিত্র জীবন গঠন করতে প্রয়োজন কাকুতি-মিনতি সহকারে মহান আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করা। রাতের গভীরে আরামের শয্যা ত্যাগ করে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে করুণাময় মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করা। তাহ'লে আল্লাহ দো'আ কবুল করবেন এবং বান্দাকে কলুষমুক্ত করবেন। তিনি বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬০)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখনই সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে ডাকে এবং আমার উপরে বিশ্বাস রাখে, যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। সুতরাং মহান আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রেখে একান্তভাবে তাঁর নিকটে দো'আ করলে তিনি কবুল করেন। এমনকি হেদায়াত লাভ ও নেক আমল বেশী বেশী করার জন্য মহান আল্লাহ্র তাওফীক একান্ত যরূরী। যেমন আমরা ছালাতে সূরা ফাতিহায় বলে থাকি, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৪)*। আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)- কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، 'তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ্র নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'লে আল্লাহ্র নিকটেই কর'।[২]

স্মর্তব্য যে, নির্জনে ও চোখের দ্বারাই পাপকাজ বেশী হয়। তাই নির্জনে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে। এটা যেমন বিশেষ তেমনি এর পুরস্কারও বিশেষ। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، 'আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ আবার স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না'।[৩]

পাপের কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর এর চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল, জাহান্নাম। সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে অশ্রুসিক্ত নয়নে মহান রবের শাহী দরবারে দো'আ করতে পারলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

উল্লেখ্য, নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন? কেন আল্লাহ আমাদেরকে একাকীত্ব দান করেন? আল্লাহ বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 'আর তোমরা তোমাদের রবকে ডাক ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র

১. *ত্বাবরানী কাবীর; ছহীহুত তারগীব হা/৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৪।*

২. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৭।*

৩. *তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮; মিশকাত হা/৩৮২৮।*

রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*। সুতরাং নির্জন মুহূর্তগুলো আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন, যেন আমরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি। এজন্য রাত যখন গভীর হয় তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ডাক আসে, مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ 'কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে দো'আ করবে এবং আমি তার দো'আ কবুল করবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো'?[৪]

১১. আল্লাহকে লজ্জা করা :

মানুষ স্বীয় শিক্ষক-গুরুজন, পিতা-মাতা, সমাজনেতা কিংবা সৎমানুষের সামনে গোনাহ করতে লজ্জা করে। কিন্তু আল্লাহকে প্রকৃত পক্ষে লজ্জা করে না। তাই মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপ করলেও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، 'তারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে চায় না। তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রিতে তারা (আল্লাহ্র) অপ্রিয় বাক্যে শলা-পরামর্শ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মকে বেষ্টন করে আছেন' *(নিসা ৪/১০৮)*। অথচ আল্লাহ সবকিছু দেখেন। এজন্য তাঁকে সর্বাধিক লজ্জা করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِي رَجُلًا مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ 'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে এমনভাবে লজ্জা করার, যেরূপ তুমি তোমার কওমের সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে লজ্জা করে থাকো'।[৫] সুতরাং মানুষ আল্লাহকে ভয় ও লজ্জা করলে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারবে। পারবে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। কবি বলেন,

فَاستَحْيِ مِن نَظرِ الإِلَهِ وَقُل لَهَا

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

'লজ্জা কর রবের দৃষ্টিকে। নফসকে বল, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখেন'। সুতরাং আল্লাহকে ও তাঁর দৃষ্টিকে লজ্জা করে পাপ পরিহারের চেষ্টা করা কর্তব্য।

১২. আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহিতার ভয় করা :

মহান আল্লাহ্র কাছে মানুষের কোন কিছু গোপন থাকে না। তিনি পৃথিবীর সবকিছুর সদা খবর রাখেন। তাঁর অজ্ঞাতে কোন গাছের পাতাও পতিত হয় না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، 'আল্লাহ্র নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকে না' *(আলে ইমরান ৩/৫)*। তিনি আরো বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، 'তিনি মানুষের চোখের চোরা চাহনি এবং তাদের বুকে যা লুকিয়ে থাকে, সবই জানেন' *(মুমিন ৪০/১৯)*। আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না। স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও সেটা তিনি জানেন। মাটির নীচে অন্ধকারে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যবীজ নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা নীরস বস্তু নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আর তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

বান্দার ভাল-মন্দ কাজ-কর্ম তার আমলনামায় সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই আমলনামা অনুযায়ী তার হিসাব হবে। কোন কিছু গোপন করার সুযোগ কোন মানুষের থাকবে না। বান্দার সাথে মহান আল্লাহ সরাসরি কথা বলবেন। বান্দাকে স্বীয় আমলনামা পড়ার জন্য বলা হবে। আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا– 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্তুতঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৫)*।

৪. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৭৩৮; ছহীহাহ হা/৭৪১; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪১।

কোন পাপী ব্যক্তি যদি চিন্তা করে, আমি যে পাপাচারে লিপ্ত, ক্বিয়ামতের দিন তো আল্লাহ আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন যে, বান্দা! এগুলো কেন করলে? নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে পাপগুলো করেছিলে। তুমি কি ভেবেছিলে যে, তোমাকে কেউ দেখিনি? তোমার স্রষ্টা ও রব সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমিও কি দেখিনি? হাশরে বান্দার সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْكُم أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ، 'তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীঘ্রই তার রব কথা বলবেন, তখন রব ও তার মাঝে কোন অনুবাদক থাকবে না এবং আড়াল করে এমন কোন পর্দা থাকবে না'।[৬] অতএব সেদিন আমরা কি উত্তর দিবো? সেদিন যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, বান্দা! গভীর রাতে কেন তুমি অশ্লীলতায় ডুবে গিয়েছিলে? কেন তুমি পৌত্তলিকতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অবৈধ প্রেম ও নগ্নতাসহ হাযারো অপরাধে লিপ্ত হয়েছিলে? এটা কি আমার ও আমার রাসূলের শিক্ষা ছিল? তখন আমরা কি উত্তর দিবো? পাপী এভাবে ভাবলে যাবতীয় পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে।

১৩. গোনাহের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা :

গোনাহের পরিণতি সম্পর্কে যত চিন্তা-ভাবনা করা হবে, তা হ'তে বেঁচে থাকা তত সহজ হবে। আর গোনাহের পার্থিব পরিণতি হ'ল দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, সংকট, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব তৈরি হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।

হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দ্রুত দুনিয়াতে তাকে বিপদে ফেলেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণ চান তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হ'তে বিরত থাকেন। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন'।[৭]

মানুষ স্বীয় নাফরমানীর স্বাদ বিস্মৃত হয় কিন্তু পাপের বোঝা ও নিন্দা-মন্দ অবশিষ্ট থাকে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة، وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر: لما قرب منه، ولو أعطي الدنيا، غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك 'জ্ঞানী ব্যক্তি যদি স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করা ও সেই মনোবাসনা পূরণের কারণে সমগ্র জীবন আফসোসের সাথে অতিবাহিত করার ব্যাপারে ক্ষণকাল চিন্তা করত, তাহ'লে সে এর নিকটবর্তী হ'ত না যদিও তাকে দুনিয়ার (সব সম্পদ) দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির মদমত্ততা চিন্তা ও বাসনার মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়'।[৮] মানুষ এক ঘণ্টায় কতই না পাপ করে, যেন কিছুই হয়নি। আর এর প্রভাব বহুদিন ধরে অবশিষ্ট থাকে। খুব কম সংখ্যক মানুষই এতে লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়। পাপাচার থেকে দূরে থাকার সর্বোত্তম উপায় হ'ল তাতে নিমজ্জিত হওয়ার উপকরণ হ'তে দূরে থাকা এবং পাপের নিকটবর্তী না হওয়া। যে ব্যক্তি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং এই অপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চায় তার পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، 'মহান আল্লাহ বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর মতো অন্য কাউকে দুনিয়াতে অতি দ্রুত আযাব দেয়ার পরও আখিরাতের আযাবও তার জন্য জমা করে রাখেননি'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত প্রতিদান দেওয়া হয়, রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখার। এমনকি কোন পরিবারের লোক যদি পাপীও হয়, কিন্তু তারা যদি রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে তাদের সম্পদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কোন পরিবার এমন হ'তে পারে না যে, তারা রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে অতঃপর অভাবী হবে'।[১০]

মহান আল্লাহ বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، 'অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৩)*।

---

৬. বুখারী হা/৭৪৪৩; মিশকাত হা/৫৫৫০।
৭. তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫।
৮. ইবনুল জাওযী, ছয়দুল খাত্বের, পৃঃ ২১৮।
৯. আবু দাউদ হা/৪৯০২; তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; আদাবুল মুফরাদ হা/২৯; ছহীহাহ হা/৯১৮।
১০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৭; ছহীহাহ হা/৯১৮।

১৪. পাপকে বড় মনে করা :

গোনাহ বা পাপাচার হ'ল মানুষের শত্রুতুল্য। আর শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখতে হয় না। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِى بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ. 'তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। কেননা ছোট ও তুচ্ছ গোনাহসমূহের উপমা হ'ল এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যকায় (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দ্বারা তারা তাদের রুটি পয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[১১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا، 'হে আয়েশা! তুমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাপ হ'তেও সাবধান থেকো। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাও (লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা) নিযুক্ত আছেন'।[১২] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ. 'ঈমানদার ব্যক্তি তার গোনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গোনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়'।[১৩] অতএব প্রকৃত মুমিন ছগীরা গোনাহকেও কবীরা গোনাহ মনে করে তা পরিত্যাগে সচেষ্ট হয়। কবি বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً * إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى 'গোনাহকে ছোট মনে করো না। বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়েই তৈরি হয়'।

গুনাহগার যদি চিন্তা করে যে, তার নাম-যশ কত উঁচু অথচ কর্মকাণ্ড কত নীচু; সে সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র বন্ধু, কিন্তু কাজ করে আল্লাহ্র দুশমনের মত; বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঈমানদার অথচ ভিতরে ভিতরে পাক্কা দুরাচার। লেবাসে-পোষাকে, আকারে-আকৃতিতে তাক্বওয়াশীল, কিন্তু ভিতরে তাক্বওয়াহীন, উদ্ধত। জনসম্মুখে আল্লাহ্র বান্দা, অন্দরমহলে শয়তানের গোলাম। তার যবান আল্লাহ্র রেযামন্দীর প্রত্যাশী, চোখে পরনারীর প্রতি আসক্তি। সে সকলের কাছে সাধাসিধে ছূফী কিন্তু স্রষ্টার দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। তার উপরটা সুন্নাতসমৃদ্ধ, অথচ ভেতরটা অশ্লীলতাপূর্ণ। মাখলূকের কাছে তার স্বভাবচরিত্র গোপন, কিন্তু স্রষ্টার কাছে সবই দৃশ্যমান। সে দৃশ্যত জান্নাত প্রত্যাশী, বাস্তবে জাহান্নাম খরিদকারী। তার জন্য এই ক্ষতিকর কর্ম থেকে ফিরে আসাটাই শ্রেয়। আল্লাহ তার জন্য তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। এটাই হয়তো সুযোগ লুফে নেয়ার আখেরী দিন। পরে আক্ষেপ-অনুশোচনা করে কোন ফায়দা নেই। কবি বলেন,

اب پچھتائے کیا ہوت ہے + جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

'এখন আফসোস করে কী হবে! যখন চড়ুইরা ক্ষেত বিরাণ করে দিয়েছে'। এভাবে সে বার বার চিন্তা করলে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করলে বিশেষত তার গোপন পাপের প্রবণতা কমে আসবে।

প্রতিটি গোনাহের নেপথ্যে এমন উপকরণ অবশ্যই থাকে, যা ব্যক্তিকে পাপের প্রতি উদ্দীপ্ত করে এবং ঐ পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং পাপের উদ্রেককারী সব উপকরণ থেকে দূরে থাকা যরূরী। সেই সাথে যেসব ছিদ্রপথে গোনাহ প্রবেশ করে সেই ছিদ্রপথ বা দরজা বন্ধ করা উচিত। কারণ ঘরের দরজা বন্ধ না করলে যেমন চোর ঢুকবে, তেমনি গোনাহের দরজা বন্ধ না করলে অনিচ্ছায় গোনাহে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। তাই গোনাহের দরজা বন্ধ করতে পারলে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হবে। আর যে সকল পথে গোনাহ হয়ে যায় সে বিষয়ে ভাবলে তালিকার প্রথমেই আসবে আধুনিক ডিভাইস; মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার। এসবে ইন্টারনেট সংযোগ করে পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এগুলো ভাল-মন্দ সকল কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনের তাকীদে এগুলো হাতে আসে, পরে তা দিয়ে প্রয়োজন মিটানো অপেক্ষা গোনাহই অধিক প্রবেশ করে। সুতরাং প্রয়োজন হ'লে এগুলোর সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহ্র বিধান মানা বা না মানার ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- (১) ইবাদত করে, গোনাহও করে। অর্থাৎ কিছু ইবাদত করে, কিছু গোনাহ করে। (২) ইবাদতও করে না, গোনাহও করে না। অর্থাৎ ইবাদত করে না অলসতার কারণে। গোনাহ করে না অজ্ঞতায়। এদের সংখ্যা সমাজে নিতান্তই কম। (৩) যারা কেবল গোনাহ করে, গোনাহের মাঝে আকণ্ঠ ডুবে থাকে, নেক আমল করার তাওফীক এদের আদৌ হয় না। (৪) আল্লাহ্র কিছু বান্দা নেক আমল করেন এবং গোনাহ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। তারাই আল্লাহ্র খাছ বান্দা।

১৫. গোনাহ পরিত্যাগের উপকারিতার কথা চিন্তা করা :

পাপ পরিত্যাগের চিন্তা বান্দাকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগাবে। আর গোনাহ ত্যাগ করার উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হ'ল, অন্তর পরিষ্কার হয়ে ওঠে, আল্লাহ্র মুহাব্বত বাড়তে থাকে এবং জান্নাত লাভে সে ধন্য হয় ইত্যাদি।

---

১১. *আহমাদ হা/২২৮০৮; ত্বাবারানী হা/৫৭৩৯, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; ছহীহাহ হা/৩৮৯; ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৬।*
১২. *আহমাদ হা/২৪৪৬০; দারেমী হা/২৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; ছহীহাহ হা/৫১৩, ২৭৩১; মিশকাত হা/৫৩৫৬।*
১৩. *বুখারী হা/৬৩০৮; তিরমিযী হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/২৩৫৮।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، 'আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হ'তে বিরত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৭৯/৪০-৪১)*।

১৬. দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বান্দার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে :

যেকোন গোনাহ করার আগে স্মরণ করা প্রয়োজন যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে গোনাহ করা হচ্ছে, সেগুলো ক্বিয়ামতের দিন পাপীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। ময়দানে মাহশারে জগতের সকল মানুষ ও জিনের সামনে পাপীকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، 'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আর আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম বিষয়ে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

এমনকি সেদিন শরীরের চামড়াও সাক্ষী দিবে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকটে এসে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকটে এসে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না ভেবেই তোমরা তাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে না। বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না' *(হা-মীম আস-সাজদাহ ৩১/২১-২২)*।

মানবদেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সাধারণত গোনাহ হয়ে থাকে, সেগুলো প্রধানত চারটি। যথা- ১. চোখ ২. যবান ৩. কান ৪. মস্তিষ্ক। এই চারটি অঙ্গের হেফাযত করতে পারলে ব্যভিচার ও গীবত কিংবা হারাম খাদ্য গ্রহণ করা থেকে শুরু করে কুফরী পর্যন্ত সকল গোনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، 'আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*। অতএব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা পাপ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম। *[ক্রমশঃ]*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

তিনি বলতেন, 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমি একটি দীনার বা দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর এখন আমার সিন্দুকের কোণায় চল্লিশ হাযার দীনার রয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি আল্লাহ আমার সকল নেক আমলের ছওয়াব আমার জীবদ্দশায় আমার ঘরেই দিয়ে দেন কি-না!'। মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'তোমরা আমাকে এমন ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যারা তাদের সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। দুনিয়ার কিছুই তারা পাননি'। আর আমরা তাঁদের পরে বেঁচে আছি। অবশেষে দুনিয়ার অনেক কিছু পেয়েছি। অথচ তাঁদের জন্য আমরা মাটি ব্যতীত কিছুই পাইনি।

মদীনায় প্রথম দাঈ ও ওহোদ যুদ্ধের পতাকাবাহী মুছ'আব বিন 'ওমায়ের শহীদ হওয়ার পর কিছুই ছেড়ে যায়নি একটি চাদর ব্যতীত। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযার জন্য কাফনও জুটেনি। মাথা ঢাকলে পা ঢাকেনি। পা ঢাকলে মাথা ঢাকেনি। অতঃপর সেখানে 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছিল' *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*। এভাবে কেবলমাত্র জান্নাত লাভের স্বার্থে ছাহাবীগণ হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

নির্যাতিত মুসলমানদের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দো'আ কবুল করলেন যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করবনা। তোমরা পরস্পরে (কর্মফলে) সমান। অতঃপর যারা হিজরত করেছে ও স্ব স্ব বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং আমার রাস্তায় নির্যাতিত হয়েছে। যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করব এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটি আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রতিদান। বস্তুত আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ : (১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় থাকার কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম লোমহর্ষক নির্যাতনসমূহ বরণ করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ নির্যাতনকারীরাও এসবে বিশ্বাসী ছিল বলে দাবী করত। প্রকৃত অর্থে তারা ছিল কপট বিশ্বাসী অথবা দুর্বল বিশ্বাসী। এ যুগেও ঐরূপ মুসলমানেরা দৃঢ় বিশ্বাসী খাঁটি মুসলমানদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে অনুরূপ নির্যাতন করে থাকে। (২) প্রকৃত ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। কপট, দুর্বল বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীদের মাধ্যমে নয়। তাদের দুনিয়াবী জৌলুস যতই থাক না কেন। (৩) বিশ্বাস ও কর্মের পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। (৪) শুধু নেতা নয়, সাথে সাথে কর্মীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমেই একটি মহতী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। (৫) যুলুম প্রতিরোধের বৈধ কোন পথ খোলা না থাকলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র রহমত কামনা করাই হ'ল মুক্তির একমাত্র পথ।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সিরিয়ায় ইসলামী শাসনের সুবাতাস বইয়ে দিন। নবীদের স্মৃতিধন্য ও মে'রাজের পবিত্র ভূমি শামের রক্তাক্ত ও বেদনাময় অধ্যায়ের ইতি হৌক! ইমাম শাফেঈ, ইবনু কুদামাহ, নববী, ত্বাবারাণী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু কাছীর, যাহাবী, আলবানী, আরনাঊত্বসহ বহু মনীষীর পদচারণায় ধন্য দামেশক, হাল্‌ব, হিম্‌ছের মত শামের ইতিহাসখ্যাত শহরগুলো পুনরায় আপন ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক!- একান্তভাবে সেই প্রার্থনা করি।- আমীন! *(স.স.)*।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৪র্থ কিস্তি)

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ়করণে মুসলিম হিসাবে করণীয়

মুসলিম হিসাবে আমরা যদি নিম্নের কাজগুলো একক ও সম্মিলিতভাবে করতে পারি তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ঈমান ও আমল মযবূত হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা উন্নতি ও সফলতা লাভে সক্ষম হব।

১. ঈমানের ফিকির ২. আল্লাহ্র কাছে ধরণা বা দো'আ ৩. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া ৪. অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ ৫. ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য জানা ও মানা ৬. পারিবারিক তাকীদ ৭. কুরআন-হাদীছ-ফিক্বহ ও ইসলাম সংক্রান্ত বই-পুস্তক অধ্যয়ন ৮. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের জ্ঞানার্জন ৯. যুগোপযোগী মানসম্মত শিক্ষাগ্রহণ ১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি অর্জন ১১. বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ মোকাবেলা ১২. ইসলামী সমাজ গঠন ১৩. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রচেষ্টা ১৪. যোগ্য নেতৃত্ব ১৫. শত্রু-মিত্র জানা এবং হুঁশিয়ার হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ১৬. চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও দোষ-ত্রুটি পরিহার ১৭. ন্যায় বিচার বা আদল প্রতিষ্ঠা ১৮. অমুসলিমদের মাঝে দরদমাখা মন নিয়ে দ্বীন প্রচার ১৯. পরোপকার সাধন ২০. বিবিধ।

ঈমানের ফিকির : নবী করীম (ছাঃ) তো সমাজের মানুষের মুমিন হওয়া নিয়ে এতো চিন্তা-ফিকির করতেন যে, তাঁর জীবননাশের কথা খোদ আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا 'তারা যদি এই বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহ'লে তাদের পিছনে ঘুরে মনে হয় তুমি দুঃখে তোমার জীবন শেষ করে ফেলবে' *(কাহফ ১৮/৬)*। তাদের অবস্থার প্রতি আক্ষেপ করে যেন তোমার প্রাণ ধ্বংস হয়ে না যায়। ইসলাম প্রচারের এমন ফিকিরই তো নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরও থাকা বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কাছে ধরণা বা দো'আ : যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে ধরণা অত্যন্ত যরূরী। কাজের তত্ত্বাবধায়ক তো তিনি। আমাদের ঈমানী দুর্বলতা কাটাতে যেমন একক ও জোটবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে, তেমনি আল্লাহ্র নিকট অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দো'আ করতে হবে। 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী আলা দীনিক'। অর্থ: 'হে আল্লাহ! অন্তর পরিবর্তনকারী, তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো'।[১] দ্বীনের পথে সমাজের উন্নতি সাধনে নিরন্তর চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করা এবং তা বাস্তবায়নের অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আর সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট হামেশা দো'আ করতে হবে।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া : দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও কল্যাণ অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। শুধু দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ভাবনা কোন মুসলিমকে পেয়ে বসা ঈমান বরবাদির অন্যতম কারণ। আজকের অধিকাংশ মুসলিম কিন্তু এ রোগের শিকার। আখেরাতে অনন্ত জীবনে যাতে জাহান্নামে যেতে না হয়, সেজন্য আখেরাত কেন্দ্রিক চেতনার আলোকে দুনিয়ার জীবন গড়তে হবে।

অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : একদিন মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্য ছিল। তাদেরকে এশিয়া-ইউরোপের বড় বড় জাতি-গোষ্ঠী সমীহ করে চলত। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি উল্টে গেছে। এখন অনেকগুলো মুসলিম দেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আজ অমুসলিম পরাশক্তির দয়ার ভিখারী। শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামরিক, অর্থনৈতিক, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি নানা সূচকে তাদের বৈশ্বিক কোন ভূমিকা নেই।

আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া, জাপান, ভারত ইত্যাদি অমুসলিম রাষ্ট্রের তল্পিবাহক হয়ে তাদের দিন গুযরান করতে হয়। কেন মুসলিমদের পতন ঘটল, আর কী করে অমুসলিমদের উত্থান ঘটল, কেন মুসলিমরা হেরে গেল, তার কারণ উদঘাটন করে হারানো শক্তি পুনরুদ্ধারে সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য জানা ও মানা : প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইসলামের নিরিখে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য জানা ও মানা ফরয। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য দায়বদ্ধ *(আম্বিয়া ২১/২৩; হিজর ১৪/৯২-৯৩)*। প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিদ্যা অন্বেষণ ফরয। প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলে সম্মিলিতভাবে তার উন্নত প্রভাব চোখে পড়বে। অলসতা করলে কিংবা দায়িত্বহীন আচরণ করলে সৃষ্টিশীলতার স্থলে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

পারিবারিক তাকীদ : পরিবারের সদস্যদের বিশেষত সন্তানদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়া এবং তারা ইসলামের বিধি-বিধান মানছে কি-না তার সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পরিবার প্রধান তথা মাতা-পিতার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২] এ হাদীছে পরিবারের পুরুষ ও নারীকে তাদের সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার কথা বলা হয়েছে।

আরেকটি হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে কম হোক বা বেশী হোক, কিছু জনগণের উপর শাসন ক্ষমতা দিলে তাদের মাঝে সে আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়ন করেছিল, নাকি তা নস্যাৎ করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করবেন। এমনকি লোকটিকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।[৩] সন্তানদের উপর মাতা-পিতার

১. *তিরমিযী হা/২১৪০; মিশকাত হা/১০২।*

২. *বুখারী হা/৮৯৩।*
৩. *ছহীহাহ হা/১৬৩৬।*

প্রভাব যে অপরিসীম তা একটি স্বীকৃত বিষয়। হাদীছও সে কথা বলে। জন্মলাভকারী এমন কেউ নেই, যে ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে না। তারপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী করে গড়ে তোলে।[৪] যদি পরিবার প্রধান হিসাবে মাতা-পিতা সন্তানদের ইহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজারী ইত্যাদি বানাতে পারে তাহ'লে তারা চাইলে তাদের খাঁটি মুসলিম কেন বানাতে পারবে না?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো বুঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম পরিহার করে ইহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের ইহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী করে তোলে। তিনি চেয়েছেন, মাতা-পিতা যেন তাদের সন্তানদের ইহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী না বানিয়ে ইসলামের উপর অবিচল রাখে। সুতরাং যে মাতা-পিতা মুসলিম তারা সচেতন মনে সন্তানদের সাথে মিশবে, তাদের ইসলাম মানার আবশ্যকতা বুঝাবে, ইসলামের শত্রু-মিত্র কারা তাদের বিষয়ে জানাবে, তাদের থেকে আত্মরক্ষার উপায় জানাবে, ইসলাম প্রচারে তারা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার কৌশল শিখাবে তাহ'লে সেই মাতা-পিতার সন্তান ইসলামের অগ্রসেনানী হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন-হাদীছ, ফিক্বহ ও ইসলাম সংক্রান্ত বই-পুস্তক অধ্যয়ন : পুঁজি ছাড়া যেমন ব্যবসা হয় না, তেমনি বিদ্যা ছাড়া আমল-আক্বীদা যথার্থ হয় না। ইসলামের আমল-আক্বীদা, বিধি-বিধান জানার পুঁজি কুরআন-হাদীছ-ফিক্বহ ও ইসলাম সংক্রান্ত বই-পুস্তক। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইহ-পরকালে মুক্তির বার্তা দিয়েছেন। সে বার্তা ব্যাখ্যা ও হাতে-কলমে বাস্তবায়নের মডেল হিসাবে কাজ করেছেন তাঁর রাসূল (ছাঃ)। তাঁর কাজ কথা ও চরিতাদর্শ সংরক্ষিত আছে হাদীছে। সহজভাবে মানুষ যাতে তা বুঝতে ও আমলে নিতে পারে সেজন্য ফিক্বহ। ছাহাবীগণ ছিলেন রাসূলের সংস্পর্শে থেকে হাতে-কলমে ইসলাম শিক্ষা অর্জনকারী। এজন্য তাদের রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী, চরিত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা যরূরী এবং তা জানা যায় ইসলাম সংক্রান্ত বই-পুস্তক পড়ে। যুগে যুগে মুসলিম মনীষীগণ ইসলামের পক্ষে-বিপক্ষে উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধানে বই লিখেছেন। ইসলামের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের উপরেও তারা বই লিখেছেন। বই লিখেছেন মুসলিম মনীষীদের জীবন ও কার্যাবলীর উপরে, বই লিখেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে। এসব বই-পুস্তক পড়লে ইসলাম মানার প্রয়োজনীয় পুঁজি যে কেউ অর্জন করতে পারে। ফলে ইসলামের উপর তার অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের জ্ঞানার্জন : আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন ইসলাম হ'লেও পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা অনেক এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মকে সঠিক মনে করে। এছাড়া নানা দর্শন ও মতবাদে মানব জাতি আজ দীক্ষিত। ইসলাম, খৃষ্টান, ইহূদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মসহ যেমন জানা-অজানা অনেক ধর্ম আছে, তেমনি আছে ভাববাদ, বস্তুবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, প্রাচ্যবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, আধুনিক রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি ইত্যাদি। মুসলিম দেশগুলোতে এখন ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় ধর্মে রূপ নিয়েছে। প্রশাসন, আইন, বিচার, অর্থ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দর্শন ও ইজম আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এখানে সহাবস্থান সূত্রে হোক, আর আত্মরক্ষার্থেই হোক পরস্পরকে জানার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। প্রতিপক্ষ যখন নানা অভিযোগ ও ত্রুটি তুলে ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের ঘায়েল করে তখন শুধু কুরআন-হাদীছ দিয়ে উত্তর দিলে হয় না। কারণ তারা তো কুরআন-হাদীছকে স্বীকারই করে না। তাদের উত্তর যথাসম্ভব তাদের ধর্মগ্রন্থ ও দর্শন বা মতবাদ থেকে দিলে তবেই তারা কাবু হয়।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভি, মুনশী মেহেরুল্লাহ, শায়েখ আহমাদ দীদাত, ডা. যাকির নায়েক, ইউসুফ এস্টেস প্রমুখ এভাবে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের জ্ঞান দ্বারা প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে হক-নাহক প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ সম্পর্কে না জেনে মাঠে নামলে কপালে পরাজয়ের গ্লানি জোটা অসম্ভব নয়। আবার নীরব থাকলে নিজেদের ভাবা হবে নাহক ও দুর্বল।

যুগোপযোগী মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ : আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্যনতুন নানা শাখার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। পুঁথিগত, কারিগরি, প্রকৌশল, প্রযুক্তি নানা বিষয়ের এখন ছড়াছড়ি। ব্যক্তির পক্ষে তা আয়ত্ব করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কিন্তু জাতিগতভাবে তা আয়ত্ব করা একান্ত প্রয়োজন। দুর্বল জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এবং বৈষয়িক উন্নতি নিশ্চিত করতে এসব শিক্ষার বিকল্প নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি অর্জন : আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, এ যুগ তথ্য-উপাত্তের যুগ। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিমুখ জাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। শিক্ষাব্যবস্থায় এ দিকটা যত নিশ্চিত হবে ততই কল্যাণ। যদিও বলা হয় বিজ্ঞান ও আবিষ্কার কারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ধনী দেশগুলোর বিপুল অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের পিছনে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের হাত রয়েছে। আবিষ্কারের হাত ধরে তারা টেকনোলজিতে এগিয়ে গেছে। আবিষ্কার ও টেকনোলজির পেটেন্ট রয়েছে। কাজেই টাকা ছাড়া দরিদ্র দেশগুলোর তা আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। এখানে মূল ভরসা দেশীয় কায়দায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং তার ব্যবহার ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বীন বিরোধী নয়, বরং সহায়ক। এ কথা প্রমাণ করতে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হবে তেমনি কুরআন-সুন্নাহ্র মৌলিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। তাতে উভয় ধারার মধ্যে সখ্য তৈরি হবে। আধুনিক ইরান, তুরস্ক ও আফগানিস্তান এ পথে হাঁটছে বলে অনুমিত হয়।

৪. *বুখারী হা/১৩৫৮।*

বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ মোকাবেলা : ইতিপূর্বে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টেড মিডিয়ার অক্লান্ত ও অব্যাহত ধারায় মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যার ফলে অমুসলিমদের মধ্যে তো বটেই মুসলিমদের মধ্যেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ বেড়ে চলছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া মানে আত্মঘাতী হওয়া। কাজেই তাদের মিডিয়া আগ্রাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের মোকাবেলায় মুসলিমদের পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য ইসলাম ও মুসলিমদের অনুকূলে এবং অমুসলিমদের উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগের জবাবে বই-পুস্তক লেখা, তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা, সংবাদপত্র প্রকাশ করা, রেডিও, টিভি স্টেশন স্থাপন ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা, ফেইসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, শায়েখ আহমাদ দীদাত, ডাঃ যাকির নায়েকের মতো প্রোপাগেশন সেন্টার তৈরি করে প্রচারের ব্যবস্থা করা, জনগণের মাঝে আলোচনা-বক্তৃতা রাখা একান্ত প্রয়োজন। শুধু আত্মরক্ষামূলক প্রোগ্রাম নয়, বরং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণও সমানে চালাতে হবে।

ইসলামী সমাজ গঠন : পরিবারের মতো সমাজেরও ইসলামীকরণ যরূরী। ইসলামী সমাজে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে নিরাপদে বাস করতে পারে। তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ঘটে। এটি মুখের কথা নয়। মদীনা থেকে আফ্রিকার মরক্কো ও মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিরাট এলাকা ইসলামের পতাকাতলে আসার পর স্থানীয় বাসিন্দারা যে কোন বাধা ছাড়া ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল তা মুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সদাচরণের কারণে সম্ভব হয়েছিল। তাদের পূর্বেকার ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার-অনাচার, যুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় তারা মুসলিম শাসনকে আশীর্বাদ হিসাবে পেয়েছিল। শান্তি ও নিরাপত্তা না পেলে তারা আর যাই হোক গণহারে ইসলাম গ্রহণ করত না। ইসলামী সমাজ মানে এই নয় যে, সেখানে কোন অপরাধ সংগঠিত হবে না এবং লোকেদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঘটবে।

ইসলামী সমাজে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে পারবে। তারা স্বেচ্ছায়-স্বাচ্ছন্দ্যে নিরাপদে রাসূলের তরীকায় আল্লাহ্র আদেশ মানতে পারবে। এখানে মদ-জুয়া, ব্যভিচার-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, আত্মসাৎ, জমি-যিরাত দখল, সূদ-ঘুষ, সংঘর্ষ, মারামারি, বিদ্রোহ ইত্যাদি ন্যূনতম পর্যায়ে থাকবে। অপরাধ যাতে সংগঠিত না হয় সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর থাকবে। অতীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে ফি দিতে হ'ত না। খোদ অপরাধীও অনুশোচনায় নিজে বিচারকের কাছে উপস্থিত হ'ত। বিচারকার্যও দ্রুতই সম্পন্ন হ'ত। ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা থাকবে তারা জনগণের মাঝে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবে। তারা নিজেরা আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির চিন্তায় জনগণের খেদমত ও দেশের উন্নয়নে কাজ করবে। ফলে ইসলামী সমাজে আজও শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনছাফ লাভ সম্ভব।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রচেষ্টা : জামা'আতবদ্ধ জীবন আর ইসলামী সমাজ মূলতঃ একই কথা। সমাজের মধ্যে জামা'আতবদ্ধতার যে রূপের কথা ইসলাম বলে সেটা কোন সমাজে উপস্থিত থাকলে তা হবে জামা'আতবদ্ধ সমাজ। ইসলাম মুসলিমদের ঐক্যের উপর ভীষণ রকম জোর দেয়। কোনরূপ অনৈক্য যাতে না দেখা দেয়, সে বিষয়ে তৎপর থাকার কথা বলে। দ্বন্দ্ব দেখা দিলে আপসে মীমাংসার কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিমদের জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আদেশ দিয়েছেন। জামা'আত থেকে আলাদা হওয়াকে নিজ থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলা বলে ঠাওরিয়েছেন। নির্জন প্রান্তরে তিনজন লোক থাকলেও তাদের একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে।

নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আওস, খাযরাজ, আনছার, মুহাজির প্রভৃতি বিশেষ জামা'আত ছিল এবং তাদের আলাদা আলাদা সাইয়েদ বা নেতাও ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রভিত্তিক জামা'আত হ'লে তো তার থেকে উত্তম কিছু নেই। কিন্তু সে জামা'আত না থাকলেও ইসলামকে পূর্ণভাবে পালনের স্বার্থে বিশেষ জামা'আতে শরীক থাকা যরূরী। কিন্তু সমাজে মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, দণ্ডবিধি বা ফৌজদারী মামলার আওতায় পড়ে না এমন ছোট-বড় সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার মতো ফরযে কিফায়া আমলে নিতে বিশেষ জামা'আতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এরূপ জামা'আত থাকলে তাদের চেষ্টায় ইসলামী ধারায় জীবন যাপন অনেক সহজ হবে।

যোগ্য নেতৃত্ব : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ চাইলে যোগ্য নেতৃত্ব সমাজের সার্বিক অবস্থা আমূল বদলে দিতে পারে। যুগে যুগে এর বহু নযীর রয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময় একটা দেশের আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে বহু ঐতিহাসিক ইউরোপে মধ্য যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের শুরু বলে মন্তব্য করেছেন। হাল আমলে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক শাসক পার্ক চুং হি দক্ষিণ কোরিয়াকে দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে ধনী রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে আসেন। একইভাবে ড. মাহাথির মুহাম্মাদ মালয়েশিয়ার ও লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের দারিদ্র্য মুছে দিয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। এসব নেতার উক্ত নেতৃত্বের সাথে দ্বীন-ধর্মের কোন যোগ নেই। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা এখানে কেউ অস্বীকার করবে না। বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সঊদ সঊদী আরবকে শিরক-বিদ'আতমুক্ত একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে ভূমিকা রেখেছিলেন। কামাল পাশার প্রবর্তিত কঠোর সেক্যুলারিজম ও ইসলাম উৎখাতের নীতি থেকে তুরস্ককে বের করে আনতে তুর্কি নেতা রজব তাইয়্যেব এরদোগানের কথা ভুলে গেলে চলবে কি?

সমাজে দ্বীনের নবজাগরণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কথাও সমানভাবে উচ্চারণযোগ্য। দূর অতীতে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব নজদী এবং নিকট অতীতের শাহ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশেষ জামা'আতের যেসব নেতা ইসলামের জাগরণে ভূমিকা রাখছেন তাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় ১৯১২ সালে মুহাম্মাদিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠিতা আহমাদ দাহলান, মালয়েশিয়ার লেম্বাগা তাবুং হাজীর উদ্যোক্তা প্রফেসর উংকু আব্দুল আযীয, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রচারক হিসাবে আফ্রিকায় কুয়েতের ডাঃ আব্দুর রহমান আল-সুমাইত ও ইন্ডিয়ার কালিম ছিদ্দীকীর কর্মতৎপরতা কারও অজানা থাকার কথা নয়।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচক হিসাবে শায়েখ আহমাদ দীদাত, ডাঃ যাকির নায়েক প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশী কথা বলা থেকে একটি উদাহরণ অনেক বেশী কার্যকর। কাজেই যোগ্য নেতৃত্বের সাফল্য নিয়ে সংশয়ের কিছু নেই। কিন্তু অদক্ষ নেতৃত্বের সমস্যাই বরং বেশী। আমাদের পরিবারে সমাজে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের নেতৃত্বে ইসলামের গতানুগতিক ধারার বাইরে তেমন কোন অগ্রগতি চোখে পড়ে না। এটি দিবালোকের মতো সত্য। নেতৃত্বের ইতিবাচক পরিবর্তন হ'লে হয়তো তার ফল আমরা পাব ইনশাআল্লাহ।

[ক্রমশঃ]

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২৪-জানুয়ারী ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:২৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ আখেরাহ	১৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ আখেরাহ	২০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৭	০৬:২৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ আখেরাহ	২২ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ আখেরাহ	২৪ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ আখেরাহ	২৬ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১০	০৬:৩১	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ আখেরাহ	২৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১২	০৬:৩২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ আখেরাহ	৩০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৭ ডিসেম্বর	১৫ জুমাঃ আখেরাহ	০২ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৪	০৬:৩৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৯ ডিসেম্বর	১৭ জুমাঃ আখেরাহ	০৪ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:১৫	০৬:৩৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৩৬
২১ ডিসেম্বর	১৯ জুমাঃ আখেরাহ	০৬ পৌষ	শনিবার	০৫:১৬	০৬:৩৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৩ ডিসেম্বর	২১ জুমাঃ আখেরাহ	০৮ পৌষ	সোমবার	০৫:১৭	০৬:৩৭	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৯	০৬:৩৮
২৫ ডিসেম্বর	২৩ জুমাঃ আখেরাহ	১০ পৌষ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৭ ডিসেম্বর	২৫ জুমাঃ আখেরাহ	১২ পৌষ	শুক্রবার	০৫:১৯	০৬:৩৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৪১
২৯ ডিসেম্বর	২৭ জুমাঃ আখেরাহ	১৪ পৌষ	রবিবার	০৫:১৯	০৬:৪০	১২:০১	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
৩১ ডিসেম্বর	২৯ জুমাঃ আখেরাহ	১৬ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৪৩
০১ জানুয়ারী	৩০ জুমাঃ আখেরাহ	১৭ পৌষ	বুধবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২২	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	০২ রজব	১৯ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৫	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	০৪ রজব	২১ পৌষ	রবিবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	০৬ রজব	২৩ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	০৮ রজব	২৫ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	১০ রজব	২৭ পৌষ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	১২ রজব	২৯ পৌষ	সোমবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	১৪ রজব	০১ মাঘ	বুধবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩২	০৬:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-২	-২	-২
গাযীপুর	০	০	০	-১	-১
শরীয়তপুর	-১	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	০	+১
কিশোরগঞ্জ	-১	-২	-৩	-৩	-৩
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০	-১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৪	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	-১	-২	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-২	-৩	-২
জামালপুর	+৩	+২	০	-১	০
নেত্রকোণা	০	-২	-৩	-৪	-৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৫	+৫
বাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	-১	+১	+৩	+৩	+২
পটুয়াখালী	-২	০	+৩	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+১	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	-২	০	+২	+২	+১
ভোলা	-৩	-১	+১	+১	০
বরগুনা	-১	+১	+৪	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+১	+২
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৫	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+২	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৭	+৬	+৭
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৩	+২	+৩
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+২	+৪
লালমণিরহাট	+৭	+৪	০	-১	০
নীলফামারী	+৯	+৬	+২	+১	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	-১	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৭	+৪	+২	+৪
রংপুর	+৭	+৪	+১	০	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	-১	-২	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-৩	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৪	-৩
রাঙ্গামাটি	-৯	-৭	-৫	-৫	-৬
নোয়াখালী	-৪	-৩	-১	-১	-২
চাঁদপুর	-২	-১	০	-১	০
লক্ষীপুর	-৩	-২	০	০	-১
চট্টগ্রাম	-৮	-৬	-৩	-৩	-৪
কক্সবাজার	-১০	-৭	-২	-১	-৩
খাগড়াছড়ি	-৮	-৭	-৫	-৬	-৬
বান্দরবান	-১০	-৮	-৫	-৪	-৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৪	-৬	-৮	-৯	-৮
মৌলভীবাযার	-৫	-৬	-৭	-৮	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৬	-৫
সুনামগঞ্জ	-২	-৪	-৬	-৭	-৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

তাক্বদীর বিশ্বজগতের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। মানবজীবনের সকল কার্যক্রম ও ঘটনাবলী আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তাক্বদীরের ফায়ছালা ছাড়া গাছের একটা পাতাও পড়ে না। তাক্বদীরে যা নির্ধারিত আছে, সেটা ঘটবেই। চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি যার বিশ্বাস যত দৃঢ় হয়, তার জীবন ততটাই প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে। বক্ষমান নিবন্ধে তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তাক্বদীরের পরিচয় :

তাক্বদীর (التَّقْدِيْرُ) আরবী শব্দ। যার অর্থ ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট। ঈমানের ছয়টি রুকনের মধ্যে অন্যতম হ'ল- তাক্বদীরের ভাল ও মন্দ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার তাক্বদীরে যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে নির্দ্বিধায় তা মেনে নেওয়া।[১] এটা আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের অংশ। সুতরাং তাক্বদীরকে না মানলে বা এর ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করলে বান্দার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরযে আইন।

ক্বদর ও ক্বাযার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য :

তাক্বদীরের আরো দু'টি প্রতিশব্দ হ'ল ক্বদর (اَلقَدْرُ) ও ক্বাযা (اَلقَضَاءُ)। তাক্বদীর সম্পর্কিত আলোচনা করার আগে এ দু'টি শব্দের পরিচয়, সম্পর্ক ও পার্থক্য জেনে নেওয়া খুবই যরূরী।

(ক) ক্বদর (اَلقَدْرُ) শব্দের অর্থ হ'ল ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, পরিমাণ, পরিমাপ ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*। একই মর্মে অন্যত্র তিনি বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ 'তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، 'আল্লাহ আকাশ-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টিকূলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ- 'প্রত্যেক বস্তুই তাক্বদীর মোতাবেক হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা'।[৩]

(খ) আর ক্বাযা (اَلقَضَاءُ) শব্দের অর্থ হ'ল বিচার (اَلحُكْمُ), ফায়ছালা (اَلفَصْلُ), রায়, সম্পাদন, পরিসমাপ্তি ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মতভেদের বিষয়গুলিতে তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন' *(সাজদাহ ৩২/২৫)*।

ইবনু বাত্তাল বলেন, القضاء هو المَقْضِيُّ 'ক্বাযা হচ্ছে ফায়ছালাকৃত বা সম্পাদিত'।[৪] ড. সুলায়মান আল-আশক্বার বলেন, مراده بالمقضي المخلوق 'মাক্বযিউন অর্থ হ'ল সৃষ্ট'।[৫] রাগেব ইছফাহানী (মৃ. ৫০২হি.) বলেন, القدر هو التّقدير، والقضاء هو الفصل والقطع، 'ক্বদর হচ্ছে তাক্বদীর, আর ক্বাযা হ'ল ফায়ছালা, সুনিশ্চিত ব্যাপার'।[৬] আল্লাহ বলেন, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، 'আর এ বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত' *(মারিয়াম ১৯/২১)*। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ 'আর আল্লাহ যথার্থভাবে ফায়ছালা করেন' *(মুমিন ৪০/২০)*। আল্লাহ বলেন, لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً، 'আল্লাহ (উভয় দলকে যুদ্ধে সমবেত করার) এমন একটি কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল' *(আনফাল ৮/৪২)*।

এখন প্রশ্ন হ'ল- ক্বদর ও ক্বাযা কি একই বিষয়, নাকি ভিন্ন বিষয়। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে, أن القدر: هو تقدير لشيء قبل قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء 'তাক্বদীর হ'ল কোন কিছুর নির্দেশ বা ফায়ছালা দেওয়ার আগে যা নির্ধারণ করা হয় সেটা। আর ক্বাযা বা ফায়ছালা হ'ল- সে কাজ শেষ করা'।[৭]

শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه

---

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মুসলিম/৮; মিশকাত হা/২।

২. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।

৩. মুসলিম হা/২৬৫৫; মিশকাত হা/৮০।

৪. ইবনু বাত্তাল, ফাৎহুল বারী, ১১/১৪৯।

৫. ড. সুলায়মান আল-আশক্বার (জর্ডান : দারুন নাফাইস, ১৩তম সংস্করণ, ১৪২৫হি./২০০৫খৃ.) পৃ. ২৫।

৬. আগেব ইছফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (দামেশক্ব : দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ, ১৪১২হি.) পৃ. ৬৭৫।

৭. উছূলুল ঈমান ফী যুইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (সঊদী আরব : ওয়াযারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি.) পৃ. ২৪৩।

(بناء على علمه السابق). وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقًا– ‘অনাদিকালে আল্লাহ কর্তৃক (তাঁর পূর্ব জ্ঞানানুসারে) তাঁর সৃষ্টিজগতে যা হবে, তা নির্ধারণ করা হ’ল তাক্বদীর। আর ক্বাযা বা ফায়ছালা হ’ল মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব দেওয়া, বিলীন করা অথবা পরিবর্তন করা। এর ভিত্তিতেই তাক্বদীরের অবস্থান (ফায়ছালার) পূর্বে হয়ে থাকে’।[৮] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) আরো বলেন, فالقدر تقدير الله تعالى الشيء في الأزل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه، ‘তাক্বদীর হ’ল- অনাদিকালে কোন কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। আর ক্বাযা বা ফায়ছালা হ’ল কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন’।[৯]

বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- মনে করুন! কোন এক ছাত্র পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করবে, এটা মহান আল্লাহ আকাশ-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাযার বছর আগেই নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক এই নির্ধারণকে বলা হয় ‘তাক্বদীর’ বা ক্বদর। আর যখন সেই তাক্বদীর অনুযায়ী আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ সেই ছাত্রের পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন হবে, তখন সেটা বলা হবে ‘ক্বাযা’ বা ফায়ছালা (আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন)।

ইমাম ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, القَضاء والقَدَر أَمْرَانِ مُتَلازِمان لَا يَنْفَك أحدُهما عَنِ الآخَر، لِأَنَّ أحدَهُما بِمَنْزِلة الْأَسَاسِ وَهُوَ القَدَر، والآخَرَ بِمَنْزِلَةِ البناء وَهُوَ القَضاء، فَمَنْ رَامَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ رَامَ هَدْمَ البناء ونَقْضَه، ‘ক্বাযা ও ক্বদর দু’টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয়, যার একটি আরেকটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। কেননা তার একটি হ’ল ভিত্তি তুল্য, যাকে বলা হয় ক্বদর বা তাক্বদীর। আর আরেকটি হ’ল ভবন তুল্য, যাকে বলা হয়, ক্বাযা বা ফায়ছালা। সুতরাং যে কেউ এ দু’টির মধ্যে পার্থক্য করতে চাইবে, সে অবশ্যই ভবন ভাঙ্গার ও নষ্ট করার ইচ্ছাই করবে’।[১০]

ইমাম ইবনু বায (রহঃ) সহ অনেকের মতে, ক্বদর ও ক্বাযা শব্দদ্বয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[১১] কেউ কেউ বলেন, তাক্বদীর ও ফায়ছালার মধ্যকার এই অর্থগত পার্থক্য কেবল তখনই ধর্তব্য হবে, যখন শব্দ দু’টি একসাথে উল্লেখ করা হবে। তখন প্রত্যেকটি তার নিজস্ব বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এ শব্দদ্বয়কে যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন ক্বদর বলতে ক্বাযাকেও বুঝাবে এবং ক্বাযা বলতে ক্বদরকেও বুঝাবে।[১২] যেমন শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, القضاء إذا أطلق شمل القدر، والقدر إذا أطلق شمل القضاء، ولكن إذا قيل: القضاء والقدر صار بينهما فرق، ‘ক্বাযা যখন পৃথকভবে বর্ণিত হবে, তখন ক্বদরকেও শামিল করবে। আর যখন ক্বদর পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন ক্বাযাকেও শামিল করবে। কিন্তু যখন ক্বাযা ও ক্বদর একসাথে বলা হবে, তখন শব্দ দু’টির মাঝে (মর্মগত) পার্থক্য সূচিত হবে’।[১৩]

শায়খ আব্দুল আযীয আলে শায়েখ (হাফি.) বলেন, القدر أعم، والقضاء أخص، فالقدر عمومًا والقضاء جزء من القدر ‘ক্বদর হচ্ছে আম। আর ক্বাযা হ’ল খাছ। অতএব তাক্বদীর ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, আর ক্বাযা বা ফায়ছালা তাক্বদীরের একটি অংশ’। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

তাক্বদীরের ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ :

তাক্বদীর অনুযায়ী যখন কোন কিছু সংঘটিত হয়, তখন তাকে বলা হয় তাক্বদীরের ফায়ছালা। তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করাকে শারঈ ভাষায় ‘রিযা’ (الرِّضَا) বলে। জুরজানী বলেন, الرضا: سرور القلب بمُرِّ القضاء ‘(তাক্বদীরের) কাষ্টদায়ক ফায়ছালার প্রতি অন্তরের আনন্দকে সন্তুষ্টি বা ‘রেযা’ বলা হয়’।[১৪]

ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, الرِّضا (بقضاء الله) معناه أن يكونَ مطمئنًّا منشرحَ الصَّدرِ بما قضى اللهُ عزَّ وجَلَّ، لا يتألَّمُ نفسيًّا، رغم أنَّه يكرَهُ هذا الشَّيءَ الذي أصابه ولا شَكَّ؛ ‘আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হ’ল মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ব্যাপারে অন্তরকে প্রশান্ত রাখা, প্রফুল্লচিত্ত থাকা এবং মানসিকভাবে ব্যথিত না হওয়া। যদিও আপতিত বিপদকে সে অপসন্দ করে’।[১৫]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, الرضا سكون النفس إلى القضاء، ‘তাক্বদীরের প্রতি অন্তরের সুস্থিরতাকে

---

৮. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিত্বিয়া (সঊদী আরব: ওয়াযারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিয়্যাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২১হি.) ২/১৮৮।*

৯. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, সংকলন: ফাহাদ বিন নাছের আস-সুলায়মান (রিয়াদ: দারুছ ছুরাইয়া, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৪১৩হি.) ২/৭৯।*

১০. *ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিইয়াহ, ১৩৯৯হি./১৯৯৭খৃ.) ৪/৭৮।*

১১. *ইবনু বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব ৪/১৯১।*

১২. *উছূলুল ঈমান, পৃ. ২৪৪।*

১৩. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ২/৭৯; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব লিল ওছায়মীন ২/৪।*

১৪. *জুরজানী, আত-তা‘রীফাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খৃ.) পৃ. ১১১।*

১৫. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল আক্বীদাহ আস-সাফারীনিয়াহ (রিয়াদ : দারুল ওয়াত্বান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬হি.) পৃ. ৩৭০-৩৭১।*

www.at-tahreek.com

রিযা বা সন্তুষ্টি বলে'।[১৬]

মোটকথা 'তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকা' (الرِّضَا بِالقَضَاء) -এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, সেটা ভাল হোক বা মন্দ হোক, পসন্দনীয় হোক বা অপসন্দনীয় হোক- সে ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন অভিযোগ না রাখা এবং অস্থির না হয়ে সেটাকে নির্দ্বিধায় ও প্রশান্তচিত্তে মেনে নেওয়া। আর এটা বিশ্বাস করা যে, আমাদের সার্বিক জীবনে আগত আনন্দ-বেদনা, রোগ-শোক, বিপদাপদ এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সব কিছুই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর ও ইনছাফপূর্ণ।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার জন্য এটা শর্ত নয় যে, ব্যথা অনুভূত হবে না এবং খারাপ লাগবে না। বরং এর জন্য শর্ত হ'ল আল্লাহ্র ফায়ছালার বিরুদ্ধে আপত্তি না করা এবং বিরক্তি প্রকাশ না করা। কিছু মানুষের কাছে অপসন্দনীয় ও কষ্টকর বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব মনে হয়। তারা বিষয়টি না বুঝে আপত্তি করে বলে, কষ্টকর বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ অসম্ভব ব্যাপার; বরং এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'ল ধৈর্য ধারণ করা। সন্তুষ্টি ও অপসন্দ যেখানে বিপরীতমুখী বিষয়, সেখানে এ দু'টি বিষয় একত্রিত হবে কিভাবে?

সঠিক কথা হ'ল, এ দু'টি বিষয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কষ্ট অনুভব করা এবং কোন কিছু অপসন্দ করা সন্তুষ্ট থাকাকে নাকচ করে দেয় না। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও ঔষধ সেবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, ছিয়াম পালনকারী তীব্র গরমের দিনেও ক্ষুত-পিপাসার কষ্টে সন্তুষ্ট থাকে, মুজাহিদ ব্যক্তি আহত হওয়ার পরেও শারীরিক ব্যথা-বেদনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে'।[১৭] সুতরাং বোঝা গেল, অপসন্দনীয় ও কষ্টকর ব্যাপারেও সন্তুষ্ট থাকা যায়। আর এটাই 'আর রিযা বিল-কাযা' বা তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি।

তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার স্তর ও বিধান

তাক্বদীরে ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার বিধান অবস্থা ভেদে মোটাদাগে তিন স্তরে বিভক্ত। যথা-

(১) ওয়াজিব বা ফরয সন্তুষ্টি। (২) মুস্তাহাব সন্তুষ্টি। (৩) হারাম সন্তুষ্টি।[১৮]

(১) ফরয সন্তুষ্টি :

মহান আল্লাহ কর্তৃক তাক্বদীরের ভাল-মন্দ নির্ধারণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ঈমানের অপরিহার্য রুকন। এটা ফরয সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে, সন্দেহ পোষণ করলে এবং অস্বীকার করলে বান্দার ঈমান বিনষ্ট হয় এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। হাদীছে জিবরীলে ঈমানের যে ছয়টি রুকনের কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ রুকন হ'ল وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، 'আর তুমি তাক্বদীর বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে'।[১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، 'কোন বান্দাই মু'মিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তাক্বদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটেনি তা কখনোই সংঘটিত হওয়ার ছিল না'।[২০]

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، 'সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে, যে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে এবং রাসূলকে 'নবী' হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে'।[২১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 'হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'নবী' হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[২২]

এখানে এমন তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যে তিনটি বিষয়ে প্রত্যেক বান্দা কবরে জিজ্ঞাসিত হবে। অর্থাৎ তাঁর রব সম্পর্কে, দ্বীন সম্পর্কে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে। মূলতঃ এই তিনটি বিষয়ের উত্তর তৈরি করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ(أَشْهَدُ) أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনকে (আযান শুনে) বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।

---

১৬. *ফাৎহুল বারী ১১/১৮৭।*
১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১৭৩।*
১৮. *ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৪৮২-৪৮৩; জামে'উর রাসায়েল ২/১০৬; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ২/৯২।*
১৯. *মুসলিম/৮; আবূদাঊদ হা/৪৬৯৫; মিশকাত হা/২।*
২০. *তিরমিযী হা/২১৪৪; ছহীহাহ হা/২৪৩৯, সনদ ছহীহ।*
২১. *মুসলিম হা/৩৪; তিরমিযী হা/৯; মিশকতা হা/২৬২৩।*
২২. *মুসলিম হা/১৮৮৪।*

তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[২৩]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের উপরেই দ্বীনের সকল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেগুলো হ'ল- (১) আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি। (২) তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্টি ও আনুগত্য। (৩) তাঁর দ্বীনকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার প্রতি সন্তুষ্টি।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো বলেন, 'এই বিষয়গুলো যার মধ্যে একত্রিত হয়, সে-ই প্রকৃত ছিদ্দীক্ব। এটা মুখে মুখে বলা ও দাবী করা সহজ; কিন্তু বাস্তবতা ও পরীক্ষার সময় তা মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে যখন এমন কোন বিষয় আসে, যা প্রবৃত্তির বিপরীত ও নিজ চাওয়া-পাওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। আর তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার সন্তুষ্টি ছিল মুখে মুখে, আর বাস্তব আবস্থা ছিল এর বিপরীত।[২৪]

(ক) আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হ'ল তাওহীদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র যাবতীয় কাজে তাঁকে এককভাবে সুনির্দিষ্ট করা এবং তাঁর সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা। একে তাওহীদে রবূবিয়াত বলা হয়।

অনুরূপভাবে সকল ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সম্পাদন করা। তাঁকে একামাত্র উপাস্য হিসাবে পেয়ে খুশি হওয়া। তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করা এবং শিরকের প্রতি চরমভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা। সর্বোপরি দো'আ, প্রার্থনা, কুরবানী, মান্নত, ছালাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়, সাহায্য প্রার্থনা, ভরসা প্রভৃতি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করা। একে তাওহীদে উলূহিয়াত বা তাওহীদে ইবাদত বলা হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর সত্তার জন্য যে নাম ও গুণাবলী স্বীয় কিতাব আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (ছাঃ) ছহীহ হাদীছ সমূহে যেভাবে তা বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেভাবেই তা গ্রহণ করা। আল্লাহ্র ছিফাতের কোনরূপ অপব্যাখ্যা (التأويل), তুলনা দেওয়া (التشبيه), সাদৃশ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা (التمثيل), তাঁকে তাঁর গুণ থেকে নিষ্ক্রিয় করা (التعطيل) এবং অর্থের বিকৃতি ঘটানো (التكييف) প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নাম ও গুণাবলীকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া। যাকে বলা হয় তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত।

(খ) তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হ'ল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালবাসা। তাঁর নবুঅতের প্রতি ঈমান আনা এবং তাতে আন্তরিকভাবে খুশি থাকা। মনে প্রাণে সার্বিক জীবনে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। বিদ'আতকে পরিহার করে তাঁর সুন্নাতের ভিত্তিতে এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ করা। তাঁর কোন সুন্নাত বা আদর্শের প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বণ্টন তথা ছাদাক্বার সম্পদ, ফাইয়ের সম্পদ, গণীমতের সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো বণ্টন পদ্ধতির উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(গ) তাঁর দ্বীন ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হ'ল ইসলামকে একমাত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হিসাবে পেয়ে খুশি হওয়া। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, আইন-কানূন, ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাব, মুবাহ প্রভৃতি বিধানের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। মানব রচিত যাবতীত বিধান পরিহার করে সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা। এগুলো তাক্বদীরের ফরয সন্তুষ্টির উদাহরণ। যার প্রতি মনে প্রাণে খুশি না থাকা পর্যন্ত মুসলিম হওয়া যায় না এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা যায় না।

(২) হারাম সন্তুষ্টি :

তাক্বদীরের সকল ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে বান্দাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তাক্বদীরের কিছু ফায়ছালা আছে যার প্রতি খুশি না থাকাই শরী'আতের বিধান। ইমাম ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী (৭৩১-৭৯২হি./১৩৩১-১৩৯০খৃ.) বলেন, نَحْنُ غَيْرُ مَأْمُورِينَ بِالرِّضَا بِكُلِّ مَا يَقْضِيهِ اللهُ وَيُقَدِّرُهُ، وَلَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ، 'আল্লাহ তাক্বদীরে যা কিছু ফায়ছালা করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন, তার সবকিছুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে আমরা আদিষ্ট নই। কুরআন ও হাদীছে এ ব্যাপারে কোনকিছু বর্ণিত হয়নি'।[২৫]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'কুফরী, ফাসেক্বী এবং পাপের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া হারাম। কেননা মানুষ এগুলোর প্রতি সন্তুষ্টি পোষণের জন্য আদিষ্ট নয়; বরং এগুলোর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণের জন্য মানুষ আদিষ্ট। কারণ আল্লাহ এগুলো পসন্দ করেন না এবং এগুলোর প্রতি সন্তুষ্টও হন না'।[২৬]

---

২৩. মুসলিম হা/৩৮৬; আবূদাঊদ হা/৫২৫; মিশকাত হা/৬৬১।
২৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১৭১।
২৫. ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী, শারহুল আক্বীদা আত-তাহাবিয়াহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকির (সঊদী আরব : ওযারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮হি.) ১/৩৩৬।
২৬. ইবনু তায়মিয়াহ, জামে'উর রাসায়েল, মুহাক্কিক্ব : ড. মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : দারুল আত্বা, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২হি./২০০১খৃ.) ২/১০৬।

শায়খ উছায়মীন বলেন, পাপ ও গুনাহ সংঘটিত হওয়া তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত। তবে গুনাহের ওপর সন্তুষ্ট হওয়া হারাম। যদিও সেটা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে। সুতরাং এমন বলা উচিত নয় যে, তাক্বদীরে নির্ধারণ করা আছে বলেই এ পাপ সংঘটিত হয়েছে। ফলে এখানে আমার করার কিছু নেই। বরং নিজের মাধ্যমে হোক বা অপরের মাধ্যমে হোক যে কোন পাপের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ করা ওয়াজিব।[২৭] আল্লাহ বলেন, يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، 'তারা এজন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। এক্ষণে তোমরা যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না' *(তওবা ৯/৯৬)*।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِخْبَارِ اللهِ سُبْحَانَهُ بِعَدَمِ رِضَاهُ عَنْهُمْ: نَهْيُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الرِّضَا عَلَى مَنْ لَا يَرْضَى اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ مُؤْمِنٌ، 'আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা জানান দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল- মুমিনদের এমন সন্তুষ্টি থেকে নিষেধ করা। কেননা যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না, তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া মমিনের কাজ নয়'।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا، كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا، 'কোন স্থানে পাপ সংঘটিত হ'লে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয় বা অপসন্দ করে, তবে সে অনুপস্থিতদের মতই গণ্য হবে (তার গুনাহ হবে না)। অপরদিকে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থেকেও উক্ত কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে উক্ত পাপ কাজে উপস্থিত আছে বলে গণ্য হবে।[২৯] শুমাইত্ব ইবনে আজলান (রহঃ) বলেন, مَنْ رَضِيَ بِالْفِسْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَمَنْ رَضِيَ أَنْ يُعْصَى اللهُ لَمْ يُرْفَعْ لَهُ عَمَلٌ، 'যে ব্যক্তি পাপের প্রতি সন্তুষ্ট হ'ল, সে পাপীদের মধ্যেই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতার প্রতি সন্তুষ্ট হবে, তার আমল উপরে উঠানো হবে না (বা কবুল করা হবে না)'।[৩০] ইমাম কুরতুবী বলেন, الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ... الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ 'কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া কুফরী। আর পাপের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া পাপ'।[৩১] শিরক-বিদ'আত, পাপাচার, কুফরী, নেফাক্বী এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি মূলক বিষয়াবলী তাক্বদীরের অংশ হ'লেও এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জায়েয নয়; বরং এগুলোর প্রতি মন থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ফরয। এটাই শরী'আতের নির্দেশ।

(৩) মুস্তাহাব সন্তুষ্টি :

তাক্বদীরের এমন কিছু ফায়ছালা আছে, যার উপর সন্তুষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তাক্বদীরের প্রতি মুস্তাহাব সন্তুষ্টি হ'ল আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন, অভাব-অনটনে থাকবেন, কোন সংকটে বা বিপদাপদে পড়বেন, দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হবেন, কোন সমস্যায় পড়বেন তখন বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধরবেন এবং মনকে সুস্থির রাখবেন এবং আল্লাহ্র ফায়ছালাকে খুশি মনে মেনে নিবেন। মনে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না।

আপনি যে স্ত্রী পেয়েছেন সে যদি কম সুন্দরী হয়, তার সন্তানদের সংখ্যা যদি কমও হয়, আপনার কাঙ্খিত পুত্র সন্তান না হয়ে যদি কন্যা সন্তান হয় বা এর বিপরীত হয়, অথবা কোন সন্তান-সন্ততিই না হয়, তবে সকল ক্ষেত্রে আপনি নাখোশ বা অখুশি হবেন না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকেই কল্যাণকর মনে করবেন।

হয়ত আপনার বেতন কম, আয়-রোযগার খুবই সামান্য, বংশগত বা সমাজিকভাবে হয়ত আপনি অন্যদের চেয়ে দুর্বল, হয়ত অন্যদের চেয়ে আপনার সম্মান কম, আপনারা পরিচিতি-প্রসিদ্ধি কম তবুও আপনি খুশি, আপনার মনে এজন্য কোন দুঃখ-পরিতাপ নেই, আল্লাহ্র প্রতি কোন অভিযোগ নেই। নেই হাপিত্যেশ ও না পাওয়ার আক্ষেপ, জীবনের দুর্বিষহ সংকটে আত্মহত্যার মনোবৃত্তি আপনার মাঝে জাগ্রত হয় না; বরং সবকিছুকে আপনি তাক্বদীরের অংশ হিসাবে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন। সকল অবস্থায় রাযী-খুশি থাকতে পারেন। যদি আপনি এমন অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন, তবে আপনি আল্লাহ কর্তৃক তাক্বদীরের ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট বান্দা।

মুস্তাহাব স্তর হচ্ছে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ও তাক্বদীরের নির্ধারণের ওপর সন্তুষ্ট থাকার উচ্চ স্তর। বালা-মুছীবতে এ স্তরের মুমিনদের অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করে। তারা যেমন আনন্দ ও সুখানুভূতির সময় আল্লাহ্র প্রশংসা করেন, ঠিক তেমনি দুঃখ-দুর্দশার সময়ও আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন। এটি উন্নত ও সম্মানিত একটি স্তর। মহান আল্লাহ্র অসীম দয়া ও রহমত যে, তিনি আমাদের প্রতি এই স্তরের সন্তুষ্টিকে ওয়াজিব করেননি। কেননা অধিকাংশ মানুষই এই স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না এবং হবে না।

সন্তুষ্টির এ স্তরে যারা উপনীত হ'তে পারেন, তারা আল্লাহ্র প্রতিটি সিদ্ধান্তের মাঝে কল্যাণ দেখতে পান- সেটা তার জন্য কষ্টদায়ক হোক বা স্বস্তিদায়ক হোক। তারা সন্তুষ্টির প্রতিদানের চিন্তা তাদেরকে বিপদের দঃখ-কষ্ট অনুভব করতে দেয় না। তাক্বদীরের প্রতিটি ফায়ছালাতে তাদের অন্তর প্রশান্তিতে ভরপুর থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ، لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، 'মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। আল্লাহ তার জন্য যে

২৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া ও রাসায়েল ২/৯২ (ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)।*
২৮. *শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ২/৪৫০।*
২৯. *আবূদাঊদ হা/৪৩৪৫, সনদ হাসান, রাবী উরস ইবনে আমীরাহ আল-কিন্দী (রাঃ)।*
৩০. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৮৬; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২০২।*
৩১. *তাফসীরে কুরতুবী ৫/৪১৮।*

ফায়ছালাই করেন, সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৩২] রাসূল (ছাঃ) সৎ কর্মশীল বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، 'তাদের কেউ বিপদে এত প্রফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হয়'।[৩৩]

ফাতহ আল-মুছেলী (রহঃ)-এর স্ত্রী একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। এতে তার পায়ের নখ উপড়ে যায়। কিন্তু তার মাঝে ব্যথার কোন অনুভূতি দেখা গেল না; বরং তিনি হাসছিলেন। তাকে একজন জিজ্ঞেস করল, আপনার নখ উপড়ে যাওয়াতে ব্যথা পাননি? জবাবে তিনি বলেন, بلى، ولكن ثواب ذلك ألهاني عن وجود الاشتغال بالألم 'হ্যাঁ! (ব্যথা পেয়েছি) কিন্তু এর মাধ্যমে আমি যে ছওয়াব লাভ করেছি, তা আমাকে বেদনার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে'।[৩৪] আহনাফ ইবনে ক্বায়েস একবার তার চাচার কাছে মাড়ির দাঁতে ব্যথার অভিযোগ করলেন। চাচা বললেন, আহনাফ! তুমি দেখছি এক রাত ব্যথা পেয়েই অভিযোগ করা শুরু করেছ। আল্লাহ্র কসম! আমি ত্রিশ বছর যাবৎ এরূপ দাঁতের ব্যথায় ভুগছি, এটা কেউ জানত না, তবে আজকে তুমি জেনে গেলে'।[৩৫]

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, বিপদাপদ ও বালা-মুছীবতে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তবে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। ছবর (ধৈর্য) ও রেযা (সন্তুষ্টি)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে গিয়ে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع، لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر، والرضا: لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع، وما لم يقع عنده سواء، فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر؛ ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجب، والرضا مستحب، '(কোন বিপদে) ধৈর্য ধারণ করা এমন বিষয় যা সংঘটিত হওয়াকে মানুষ অপসন্দ করে। কিন্তু এর জন্য শরী'আত বহির্ভূত ও ধৈর্যের পরিপন্থী কোন কিছু সে করে না। আর সন্তুষ্টি হ'ল সংঘটিত বিষয়কে সে অপসন্দ করে না। বরং সেই বিপদ ঘটা বা না ঘটা উভয়ই তার কাছে সমান। ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য এটাই। এজন্য জমহূর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব আর সন্তুষ্ট থাকা মুস্তাহাব'।[৩৬]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নিকটে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন যে, أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَى وَإِلَّا فَاصْبِرْ، 'অতঃপর (মনে রেখ!) সকল কল্যাণ নিহিত আছে সন্তুষ্ট থাকার মাঝে। সুতরাং যদি পার সন্তুষ্ট থাক, অন্যথায় ধৈর্যধারণ কর'।[৩৭]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বদীরের সকল ফায়ছালায় পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২০২৮২; মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছীলী হা/৪২১৭; ছহীহাহ হা/১৪৮, সনদ ছহীহ।*
৩৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; ছহীহাহ হা/১৪৪, সনদ ছহীহ।*
৩৪. *আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতারীন, পৃ. ১৮৯; হাসান বিন আলী আল-ফায়ূমী, ফাতহুল ক্বারীবিল মুজীব ৬/৬১৭।*
৩৫. *আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতারীন, পৃ. ১৯০।*
৩৬. *উছায়মীন, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ও রাসায়েল ২/৯২-৯৩; আল-ক্বাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/১১।*
৩৭. *আব্দুল ক্বাদের জীলানী, গুনয়াতুত ত্বালিবীন, মুহাক্কিক্ব : আবূ আব্দুর রহমান ছালাহ ইবনে মুহাম্মাদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল আল-ইলমিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.) পৃ. ২/৩২৯; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৩৯৭।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানের শাস্তি

*-আব্দুল মালেক বিন ইদরীস**

ভূমিকা : মানুষ কিছু কিছু বড় পাপকে হালকা করে দেখে। এটা মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস। এর মধ্যে একটি পাপ রয়েছে, যা আমাদের মাঝে মহামারী আকার ধারণ করেছে। ছোট থেকে বড়, অশিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত সবাই এটি অনায়াসেই করে থাকে। তা হ'ল পুরুষের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা। সেটা প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি, জুব্বা বা যেকোন পোষাক হোক না কেন। এ বিষয়ে কেউ উপদেশ দিলে তাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে এড়িয়ে যায়। অনেকে বলে, 'তুমি এখনও সেকেলে রয়ে গেলে, আধুনিকতার কিছুই বুঝ না'।

প্রিয় ভাই! আমরা মসজিদে কাতারবন্দী অবস্থায় সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে ছালাত আদায় করি। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি। এই দৃশ্য সত্যিই অন্তরে প্রশান্তি দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখি, ছালাত শেষ করে মসজিদ হ'তে বের হয়ে, আবার কেউবা মসজিদের ভিতরেই প্যান্ট বা পায়জামা টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, তখন সেই বুকভরা আনন্দটা ম্লান হয়ে আফসোসে রূপান্তরিত হয়।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আমরা কি ছালাতে আল্লাহকে বলি না যে, আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি। আমরা আরো বলি, 'আমাদের ইহুদী-নাছারাদের পথে পরিচালিত করবেন না' *(ফাতিহা ১/৭)*। যেখানে আমি ইহুদী-নাছারাদের পথ থেকে দূরে থাকতে চাইলাম, সেখানে কীভাবে আমি ছালাত শেষ হ'তে না হ'তেই ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ শুরু করে দিলাম? আমি কি কখনও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে চিন্তা করেছি? মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সমূহকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আলে-ইমরান ৩/৭৭)*।

দেখুন! যে নিয়মে পোষাক পরাকে আপনি আধুনিকতা মনে করছেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর দেওয়া পদ্ধতিকে হেয় করছেন এটি জাহালাত বা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। নবী করীম (ছাঃ) যখন এর ভয়াবহতা উল্লেখ করলেন তখন আবূ যার (রাঃ) বললেন, তারা কারা? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'এরা হ'ল (ক) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (খ) যে ব্যক্তি পণ্যের বেশী কাটতির চেষ্টায় মিথ্যা কসম করে ও (গ) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয়'।[১]

প্রিয় ভাই! আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় একশত দয়া সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে একটি দয়া পুরো সৃষ্টিজগতের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন, বাকী ৯৯টি দয়া তিনি নিজের কাছে রেখেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বিচারের মাঠে তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করবেন।[২] যার একেকটা দয়ার পরিধি হচ্ছে আসমান-যমীন সমতুল্য।[৩] এরপরও যদি বিচারের মাঠে আল্লাহ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানের কারণে তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে না তাকান, তাহ'লে ঐ ব্যক্তি কত বড় হতভাগা! অথচ সামান্য এই পাপের কারণে হাশরে পাপীকে আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে জাহান্নামে যেতে হবে' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৮)*।

এ ছোট পাপের পরিণতি কত ভয়াবহ! অথচ মানুষ এটাকে খুব হালকাভাবে দেখে। একবার টাখনুর উপরে কাপড় উঠাতে শতবার চিন্তা করতে হয় লোকেরা কি বলবে? মানুষ বলবে, শিক্ষিত হয়ে আজও সেকেলে রয়ে গেলে?

আপনি লোকের কথা আর আত্মীয়-স্বজনের কথা চিন্তা করছেন, অথচ জাহান্নামের শাস্তির ভয় করছেন না! হাশরের ময়দানে এরা কেউ আপনার উপকারে আসবে না। কেউ সহযোগিতা করবে না। সবাই আপনাকে দেখে পালিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، 'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাপ থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে' *(আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*।

মনে রাখতে হবে যে, প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও পাগড়ি সবগুলোর ক্ষেত্রে একই বিধান। সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কোন পোষাক হেঁচড়িয়ে চলবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লুঙ্গি সম্পর্কে যা বলেছেন, জামা সম্পর্কেও তাই বলেছেন'।[৫]

আপনি হয়ত মনে করছেন, হাদীছে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। আমি তো অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরছি না! আমরা স্টাইল হিসাবে এমনিতেই পরে থাকি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তো আপনার কথা ঠিক। তবে আপনার এই যুক্তি কুরআন হাদীছের সামনে অচল। কেননা অহংকার সেটা নয়

* খত্বীব, বিশ্বনাথপুর জামে মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. *মুসলিম হা/১০৬; আবূদাঊদ হা/৪০৮৭; তিরমিযী হা/১২১১; নাসাঈ হা/৪৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/২২০৮; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
২. *বুখারী হা/৬০০০; মুসলিম হা/২৭৫২; মিশকাত হা/২৩৬৫।*
৩. *মুসলিম হা/২৭৫৩, ইফা. ৬৭২৪।*
৪. *আবূদাঊদ হা/৪০৯৪; নাসাঈ হা/৫৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭৬; ছহীহ তারগীব হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৪৩৩২, সনদ ছহীহ।*
৫. *আবূদাঊদ হা/৪০৯৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৩০, সনদ ছহীহ।*

যেটা আপনি ভাবছেন। বরং ইসলামের বিধি-বিধান অবজ্ঞা করা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই মূলতঃ অহংকার। তাছাড়াও সরাসারি হাদীছে এসেছে, 'টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা মানেই অহংকার করা'।[৬]

কাজের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) অনেক হুঁশিয়ারী বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করত। তাই তাকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের মধ্যে ধসতে থাকবে।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ তো পসন্দ করে যে তার পোষাক ভাল হোক, তার জুতা সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকার)? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। অহংকার হ'ল হক্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা'।[৮] এজন্য কোন মুসলিম পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা সর্বাবস্থায় হারাম।

টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম :

প্রিয় ভাই! কোন নোংরা, ময়লা বা কাদাযুক্ত পানি পার হওয়ার সময় আপনি ঠিকই প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর উপরে উঠিয়ে নেন। দুনিয়ার পানি-কাদা থেকে বাঁচতে এ কাজ করেছেন অথচ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এরূপ কিছুই করেন না। জেনে রাখুন, যারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ- يَقُولُ ثَلاَثًا، 'কাপড় টাখনুর নীচে যে পরিমাণ ঝুলবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন'।[৯] তিনি আরো বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- الْمُسْبِلُ (وَفِي رِوَايَةٍ إِزَارَهُ) وَالْمَنَّانُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِىْ لاَ يُعْطِىْ شَيْئًا إِلاَّ مِنَّهُ) وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ- 'তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হ'ল- টাখনুর নীচে কাপড় (অন্য বর্ণনায় লুঙ্গী) পরিধানকারী, খোঁটাদানকারী (অন্যত্র এসেছে, যে খোঁটা না দিয়ে কোন কিছু দান করে না) ও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী'।[১০]

এখানে আপনি ভাবতে পারেন যে, 'টাখনুর নীচের অংশ জাহান্নামে যাবে' বাকী অংশ তো আর যাবে না, সুতরাং 'কুচ পরওয়া নেহি'। তাহ'লে এ বিষয়টা বুঝাতে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। ধরুন, আপনি বিদ্যুতের বোর্ডের সকেটের দুই ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এখন কি শুধু আপনার আঙ্গুলেই শক লাগবে নাকি, পুরো শরীরে শক লাগবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে দীর্ঘ চিন্তা করতে হবে না। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আরেকটি হাদীছ পেশ করি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব হবে ঐ লোকের, যাকে আগুনের ফিতাসহ একজোড়া জুতা পরানো হবে। তাতে তার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনভাবে তামার পাত্রে পানি ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সবচেয়ে কম ও সহজ শাস্তিপ্রাপ্ত লোক'।[১১]

ছালাতে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী থেকে আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত : টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারীকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন না। ঐ ব্যক্তির ছালাতও ত্রুটিপূর্ণ। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ، 'যে ব্যক্তি ছালাত অবস্থায় স্বীয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, সে হালাল অবস্থায় থাকুক অথবা হারাম অবস্থায় থাকুক তাতে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না'।[১২]

সুতরাং কোন ব্যক্তি ছালাত অবস্থায়ও টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে মহান আল্লাহ্র দায়িত্ব তার উপর থেকে উঠে যায়। সুতরাং সে হালাল অবস্থায় নাকি হারাম অবস্থায় আছে, সেটা আল্লাহ্র নিকটে বিবেচ্য বিষয় নয়। যেহেতু তার দায়িত্ব আল্লাহ নিবেন না। সুতরাং তার ছালাতও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এ অবস্থায় মারা গেলে তাকে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নিবেন না। বিধায় এরূপ কাজ পরিহার করা যরূরী।

প্রিয় ভাই! আপনি ছালাতে যাওয়ার আগে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করেছিলেন, এখন যখন ছালাতে যাচ্ছেন তখন কাপড় উঠিয়ে নিলেন, এটা কেন করেন? জেনে রাখুন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে কাপড় গুটাতে নিষেধ করেছেন।[১৩] সুতরাং সর্বাবস্থায় কাপড় টাখনুর উপরে রাখতে প্যান্ট-পায়জামা পরিমাণমত কেটে সেলাই করে নিতে হবে। যেন স্বাভাবিকভাবেই তা সর্বদা টাখনুর ওপরে থাকে।

পুরুষ কতটুকু কাপড় ঝুলিয়ে পরতে পারবে?

পুরুষরা তাদের পরিধেয় কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরতে পারবে তাও ইসলামে বলে দেওয়া হয়েছে। হুযায়ফাহ (রাঃ)

৬. *আবূ দাঊদ হা/৪০৮৪; আহমাদ হা/২০৬৫৫; ছহীহাহ হা/১১০৯; মিশকাত হা/১৯১৮, সনদ ছহীহ।*
৭. *বুখারী হা/৫৭৯০; মুসলিম হা/২০৮৮; নাসাঈ হা/৫৩২৬; মিশকাত হা/৪৩১৩।*
৮. *মুসলিম হা/১৪৭; আবূ দাঊদ হা/৪০৯২; মিশকাত হা/৫১০৮।*
৯. *আবূ দাঊদ হা/৪০৯৩; ইবনে মাজাহ হা/৩৫৭৩; মিশকাত হা/৪৩৩১, সনদ ছহীহ; রাবী : আবূ হুরায়রা (রাঃ)।*
১০. *মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
১১. *বুখারী হা/৬৫৬১; মুসলিম হা/৩৬১-৬২; তিরমিযী হা/২৬০৪; মিশকাত হা/৫৬৬৭, রাবী : নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ)।*
১২. *আবূ দাঊদ হা/৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৬০১২, সনদ ছহীহ।*
১৩. *বুখারী হা/৮০৯-১০; আবূদাঊদ হা/৮৮৯-৯০; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৩-৮৪।*

বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার অথবা তাঁর নিজের নলার পিছনভাগ ধরে বললেন, هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. 'এটা হ'ল লুঙ্গি বা পায়জামার (পরিধানের) জায়গা। তুমি না মানতে চাইলে আরেকটু নীচে নামাতে পার। তুমি না মানতে চাইলে আরেকটু নীচে নামাতে পার। যদি তাও মানতে রাযী না হও তবে জেনে রাখ, লুঙ্গি-পায়জামার পায়ের গোড়ালী স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই'।[১৪]

সুতরাং পুরুষ তার পরিধেয় কাপড় টাখনুর উপর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারবে। টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরার কোন সুযোগ নেই। তবে বেখেয়ালে কোন সময় কাপড় টাখনুর নীচে নেমে গেলে এবং সাথে সাথে উঠিয়ে নিলে কোন গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ।[১৫]

মহিলারা কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে?

মুসলিম মহিলারা তাদের পরিধেয় বস্ত্র কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোন বিষয়ে ইসলামে অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। উম্মে সালামাহ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'মেয়েরা স্বীয় কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, تُرْخِي شِبْرًا '(নলা থেকে) এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেবে'। আমি বললাম, এতে তো তার পা উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ 'তাহ'লে সে একহাত পরিমাণ নীচে ঝুলিয়ে রাখবে। তথা তারা পদতালু বরাবর ঝুলিয়ে পরবে তার চেয়ে বেশী নয়'।[১৬]

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, তাহ'লে তো পোষাকের নীচের অংশে নাপাকী লেগে যাবে। এরও সমাধান আছে। 'এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, আমাদের মাসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি আবর্জনাপূর্ণ। সুতরাং বৃষ্টি হ'লে আমরা কি করবো? তিনি বললেন, এর পরের রাস্তাটা কি এর চাইতে ভালো নয়? তখন মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে এটা ওটার পরিপূরক (এ রাস্তার ময়লা ঐ ভালো রাস্তা দূর করে দিবে)'।[১৭]

উপরের হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, মুসলিম মহিলাদের কাপড় পদতালু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে হবে। কেননা চলাফেরা করার সময় যেন তাদের পায়ের সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুসলিম মহিলাগণ ঠিক সেভাবেই কাপড় পরিধান করতেন। তাদের কাপড় মাটি হেঁচড়িয়ে চলতো। যার দরুন অনেক সময় রাস্তার আবর্জনা লেগে যেত। যা হাদীছে স্পষ্ট হয়েছে। সাথে সাথে এটা প্রমাণিত হ'ল যে, তাদের কাপড় টাখনুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। বিধায় মুসলিম মহিলাদের উচিত পদতালু পর্যন্ত কাপড়ে আবৃত হয়ে চলাফেরা করা।

সুধী পাঠক! বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ টাখনুর নীচে কাপড় তথা প্যান্ট-পায়জামা বা লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরার পাশাপাশি জুব্বাও টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরে। এটা আরো পরিতাপের বিষয়। আমরা তাদের জুব্বার দীর্ঘতা দেখে ধারণা করি, জুব্বা বা আলখেল্লা হয়ত টাখনুর নিচে পরা যায়। তবে মূলকথা হল, এ সবই অপরাধের দিক দিয়ে সমান।

মনে রাখতে হবে, পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মূল সতর। যা ঢেকে রাখা ফরয। কিন্তু আজকাল পুরুষেরা নাভি উন্মুক্ত করে টাখনু ঢাকা শুরু করেছে। আর মেয়েদের টাখনুর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করা আবশ্যক। অথচ অনেকে পায়ের নলা পর্যন্ত কাপড় পরিধান করছে। নারী-পুরুষ উভয়েই ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে। এরা অভিশপ্ত।[১৮]

পরিশেষে একটি হাদীছ উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيدًا، 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন কোন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন শহীদের সমান নেকী পাবে'।[১৯] বর্তমান যুগের প্রত্যেক সুন্নাতী আমলের পাবন্দ ব্যক্তির জন্য এই সুসংবাদ। অতএব কোন বিধানকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং সেগুলো পালনে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে, তেমনি অঢেল নেকীও রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরনের গুনাহ হ'তে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

---

১৪. তিরমিযী হা/১৭৮৩; নাসাঈ হা/৫৩২৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭২, সনদ ছহীহ।
১৫. বুখারী হা/৬০৬২; আবূদাঊদ হা/৪০৮৫; মিশকাত হা/৪৩৬৯।
১৬. আবূদাঊদ হা/৪১১৭; মিশকাত হা/৪৩৩৪, সনদ ছহীহ।
১৭. আবূদাঊদ হা/৩৮৩-৮৪; মিশকাত হা/৫০৪, ৫১২।

১৮. বুখারী হা/৫৮৮৬; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৪২৮।
১৯. মু'জামুল কাবীর হা/১০৩৯৪; ছহীহাহ হা/৪৯৪; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

মোযার উপর মাসাহ : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম মানুষের সুখ-শান্তির জন্য শরী'আতের বিধানগুলো সহজ করে দিয়েছে। ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোর জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন হচ্ছে পবিত্রতা। আর পবিত্রতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ওযূ বা তায়াম্মুম। আর ওযূর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হচ্ছে মোযার উপর মাসাহ করা। শীতকালে ওযূর সময় মোযা খোলা বা পরিবর্তনের জটিলতার কারণে শরী'আত মোযার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছে। আবহমানকাল থেকে সমাজে দুই প্রকারের মোযার প্রচলন রয়েছে। চামড়া ও সুতার মোযা। চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত করেছেন। যদিও এই বিরোধিতার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। শীতকাল আসলেই একশ্রেণীর মানুষ সর্বাধিক ব্যবহার্য সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সেজন্য বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে।

হাদীছ থেকে দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যেমন চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করেছেন তেমনি সুতার মোযার উপরেও মাসাহ করেছেন। তবে তৎকালীন আরবের বুকে চামড়ার মোযার ব্যাপক প্রচলন থাকায় এ সম্পর্কিত বর্ণনা বেশী এসেছে। এর অর্থ এটা নয় যে তারা কাপড়ের বা সুতার মোযা ব্যবহার করেননি এবং ওযূ শেষে এই মোযার উপর মাসাহ করেননি। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিভিন্ন সময় উভয় প্রকারের মোযা ব্যবহার করতে দেখেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ-

মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূর সময় জাওরাবাইন তথা সুতার মোযার উপর এবং উভয় জুতার উপর মাসাহ করেছেন।[১] আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[২]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ-

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা (যাত্রা পথে) ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। অতঃপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে আসলেন তখন তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোযার উপর মাসাহ করার নির্দেশ দিলেন।[৩] আল্লামা ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, (التساخين) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما- 'তাসাখীন হচ্ছে যার মাধ্যমে পা গরম করা হয় সেটা চামড়ার মোযা, সুতার মোযা এবং অনুরূপ কিছু দ্বারা হ'তে পারে।[৪]

ছাহাবায়ে কেরামের বাণী ও আমল থেকে দলীল :

জুলাস বিন আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ عُمَرَ، تَوَضَّأَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ- 'ওমর (রাঃ) জুম'আর দিনে ওযূ করলেন এবং তার দুই (সুতার) মোযা ও জুতার উপর মাসাহ করলেন'।[৫]

কা'ব ইবনু আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي- 'আলী (রাঃ)-কে দেখলাম তিনি পেশাব করার পর (ওযূ শেষে) তার দুই মোযা ও জুতার উপর মাসাহ করলেন অতঃপর ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন'।[৬]

ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ- 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) চামড়ার মোযা এবং সুতার মোযা উভয়ের উপর মাসাহ করতেন'।[৭]

কাতাদা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ: نَعَمْ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مِثْلَ الْخُفَّيْنِ- তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) সুতার মোযার উপর মাসাহ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করার ন্যায় সুতার মোযার উপর মাসাহ করেছেন।[৮]

ইয়াসীর ইবনু আমর হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ 'আমি আবু

১. *আবূদাউদ হা/১৫৯; তিরমিযী হা/৯৯; ইবওয়া হা/১০১; মিশকাত হা/৫২৩।*
২. *শরহু মুশকিলুল আছার হা/৬১৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮।*
৩. *আবূদাউদ হা/১৪৬; আহমাদ হা/২২৪৩৭, সনদ ছহীহ)।*
৪. *আউনুল মা'বূদ ১/১৭১; তোহফাতুল আহওয়াযী ১/২৮৭।*
৫. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৭৪; সনদ যঈফ, আবু জনাব ইয়াহইয়া ইবনু হায়াত নামে একজন যঈফ বর্ণনাকারী রয়েছে। তবে মতন ছহীহ।*
৬. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৩; এর সনদে কা'ব বিন আব্দুল্লাহ নামে একজন সমালোচিত বর্ণনাকারী থাকায় এর সনদকে কতিপয় বিদ্বান যঈফ বলেছেন (আলবানী, ছহীহ আবূদাউদ ১/২৭৮)।*
৭. *মুছান্নাফ আব্দির রাযযাক হা/৭৮১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ছহীহ আবূদাউদ ১/২৭৯।*
৮. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৯; তাবারানী কাবীর হা/৬৮৬; সনদ ছহীহ, তাহকীকুল মাসাহি আলাজ জাওরাবাইন ৫৮ পৃ.; ছহীহ আবূদাউদ ১/২৭৯।*

মাসঊদ আনছারীকে দেখেছি যে, তিনি পেশাব করলেন অতঃপর ওযূ করে মোযার উপর মাসাহ করলেন'।[৯]

খালিদ ইবনু সা'দ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ 'আবু মাসঊদ আনছারী সুতার তৈরি মোযার উপর এবং জুতার উপর মাসাহ করতেন'।[১০]

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'তিনি সুতার মোযা ও জুতার উপর মাসাহ করতেন'।[১১]

ইয়াহইয়া আল বাক্কা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সুতার মোযার উপর মাসাহ করা চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করার ন্যায়'।[১২]

ইসমাঈল বিন রাজা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ– 'আমি বারা ইবনু আযেবকে দেখেছি, তিনি সুতার মোযা ও জুতার উপর মাসাহ করেছেন'।[১৩] ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বলেন, أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ 'বারা ইবনু আযেব (রাঃ) সুতার মোযার উপর মাসাহ করাকে দোষণীয় মনে করতেন না'।[১৪]

এতদ্ব্যতীত ওকবা বিন আমের, সাহল বিন সা'দ, সাঈদ ইবনু যুবায়ের ও আবু উমামাহ (রাঃ) সুতার মোযার উপরে মাসাহ করতেন।[১৫]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ও তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হ'তে বর্ণিত, أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ– 'তারা সুতার দুই মোযার উপর মাসাহ করাকে দোষণীয় মনে করতেন না'।[১৬]

তাবেঈনে ইযামের আমল ও বাণী থেকে দলীল :

হিশাম ইবনে আয়েয হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى 'ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) একদিন পেশাব করলেন যখন আমরা তার পাশেই ছিলাম। অতঃপর ওযূ করে সুতার দুই মোযা ও জুতার উপর মাসাহ করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন'।[১৭]

আত্বা বিন রাবাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুতার দুই মোযার উপর মাসাহ করা চামড়ার দুই মোযার উপর মাসাহ করার সমতুল্য'।[১৮] এছাড়াও তাবেই হাসান বাছরী, নাফে', যাহহাক, সুফিয়ান ছাওরীসহ বহু তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈ সুতার মোযার উপর মাসাহ করাকে জায়েয বলেছেন।[১৯]

সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে চার ইমামের অবস্থান :

হানাফী মাযহাবের অবস্থান : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রাথমিক জীবনে সুতার মোযার উপর মাসাহ করাকে মাকরূহ মনে করতেন। পরবর্তীতে সফরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে আবারো গবেষণা করেন। পরিশেষে পূর্বের মত পরিবর্তন করে জায়েযের পক্ষে ফৎওয়া দেন এবং নিজে সুতার মোযার উপর মাসাহ করেন। অতঃপর বলেন, فَعَلْتُ مَا كُنْتُ أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ 'আমি এমন কাজ করলাম যা থেকে আমি লোকদের নিষেধ করতাম'।[২০] অন্যদিকে তার দুই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী প্রথম থেকেই মনে করেন সুতার মোযা মোটা হ'লে তার উপর মাসাহ করা জায়েয।[২১] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ. 'ছালিহ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তিরমিযীর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মুকাতিল সামারকান্দীকে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানীফার নিকট ঐ অসুখের সময় উপস্থিত হ'লাম যে অসুখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি পানি আনতে বললেন, অতঃপর ওযু করলেন তার পায়ে জাওরাবা ছিল, তিনি তার উপর মাসাহ করলেন আর বললেন, আজ আমি এমন একটি কাজ করলাম, যা আমি পূর্বে করিনি। আমি জাওরাবার উপর মাসাহ করেছি অথচ তার সাথে জুতা ছিল না (সুনানু তিরমিযী হা/৯৯-এর আলোচনা)।

মালেকী মাযহাবের অবস্থান :

মালেকী মাযহাবের বিদ্বানগণ সুতার মোযার উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে তাদের কেউ কেউ মোযার উপর নীচ চামড়ার হওয়াকে শর্ত করেছেন। কিন্তু এই শর্ত যৌক্তিক নয়। মালেকী ফিক্বহের কিতাবে বলা হয়েছে, أنه يباح للرجل والمرأة مسح الجورب في الوضوء، 'নারী ও পুরুষের জন্য ওযূতে সুতার মোযার

---

৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৮৮; সনদ ছহীহ, ছহীহ আবূদাঊদ ১/২৭৯।*
১০. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৪, সনদ ছহীহ, তাহকীকুল মাসহি আলাজ জাওরাবাইন ৫৭ পৃ.।*
১১. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৬; সনদ হাসান, তাহকীকুল মাসহি আলাজ জাওরাবাইন ৫৮ পৃ.।*
১২. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৯৪; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৭৮২, সনদ ছহীহ, তাহকীকুল মাসহি. ৫৮ পৃ.।*
১৩. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৮; সনদ ছহীহ, ছহীহ আবূদাঊদ ১/২৭৯।*
১৪. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৮৩;।*
১৫. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৭৫-৯০।*
১৬. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৮৩, সনদ সমালোচিত।*
১৭. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৫, সনদ ছহীহ।*
১৮. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৭৫, সনদ ছহীহ।*
১৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৭৫, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩।*
২০. *কাসানী, বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ১/১০।*
২১. *কাসানী, বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ১/১০।*

www.at-tahreek.com

উপর মাসাহ করা জায়েয'।[২২]

শাফেঈ মাযহাবের অবস্থান : শাফেঈ মাযহাবের বিদ্বানগণ সুতার মোযার উপর মাসাহ করাকে জায়েয বলেছেন। তবে কোন কোন বিদ্বান দু'টি শর্তারোপ করেছেন। ১. মোযা মোটা কাপড় বা সুতার হ'তে হবে ২. কেবল মোযা পরে হাঁটাহাটি করে সম্ভব হ'তে হবে।[২৩] তবে অন্যান্য বিদ্বানগণ দ্বিতীয় শর্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وَدَاوُد، 'আমাদের সাথীরা ওমর ও আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, সুতার মোযা পাতলা হ'লেও তার উপর মাসাহ করা জায়েয। অনুরূপ বর্ণনা এসেছে- আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, ইসহাক ও দাউদ থেকে'।[২৪]

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান : হাম্বলী মাযহাবের সকল বিদ্বান বিনা শর্তে সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয বলেন। বাহুতী (রহঃ) বলেন, يَصِحُّ الْمَسْحُ أَيْضًا عَلَى جَوْرَبٍ صَفِيقٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ، 'সুতা, তুলা এবং অন্যান্য কাপড়ের তৈরি পাতলা মোযার উপর মাসাহ করা সিদ্ধ।[২৫] ইবনুল মুনযির বলেন, يُرْوَى إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَبِلَالٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نُعِلَا أَوْ لَمْ يُنْعَلَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ 'সুতার মোযার উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে নয়জন ছাহাবী থেকে অভিমত এসেছে সে মোযার সাথে জুতা থাক বা না থাক। যেমন আলী, আম্মার, ইবনু মাসঊদ, আনাস, ইবনু ওমর, বারা, বিলাল, ইবনু আবী আওফা, সাহল বিন সা'দ।[২৬]

সালাফী বিদ্বানগণের অভিমত :

সালাফী বিদ্বানগণের প্রায় সবাই উভয় প্রকার মোযার উপর মাসাহ করাকে জায়েয বলেছেন। যেমন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ، 'একাধিক বিশেষজ্ঞ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, জাওরাবের (সুতার মোযার) উপর মাসাহ করা যাবে, তার সাথে জুতা না পরা হলেও। যখন মোযা মোটা বস্ত্রের হবে।[২৭] ইবনুল মুনযির ও ইবনু হাযম-এর সাথে অনেক তাবেঈর নাম উল্লেখ করে বলেন, 'তাবেঈগণের মধ্যে সাঊদ ইবনুল মুসাইয়িব, আত্বা, ইবরাহীম নাখঈ, খেলাস ইবনু আমর, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইবনু ওমরের দাস নাফে' রয়েছেন এর পক্ষে। এর পক্ষে আরো রয়েছে, সুফিয়ান ছাওরী, হাসান বিন হুহাই, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আবী ছাওর, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাওয়াহা, দাউদ ইবনু আলী প্রমুখ।[২৮]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ، 'জাওরাব তথা সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয যদি তা পরিধান করে হাঁটা যায় তা চামড়ার হৌক বা সুতা-কাপড়ের হৌক'।[২৯]

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'আর মোটা জাওরাবের (সুতার মোযার) উপরেও মাসাহ করা জায়েয যে হাঁটার সময় পা থেকে খুলে পড়ে যাবে না'।[৩০]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অতঃপর এর পক্ষে বর্ণনাকারী ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম ও সালাফী বিদ্বানগণের নাম উল্লেখ করেন এবং যারা বিপক্ষে কথা বলেছেন তাদের দলীল ভিত্তিক জওয়াব প্রদান করেছেন।[৩১]

শায়খ বিন বা'য (রহঃ) বলেন, 'পা আবৃতকারী পবিত্র সুতার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয যেমন চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয। কারণ এ ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সুতার মোযা ও জুতাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছেন। এছাড়া এক জামা'আত ছাহাবী থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা সুতার মোযার উপর মাসাহ করেছেন'।[৩২]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, الراجح من أقوال أهل العلم جواز المسح على الجوربين فإنه قد روي عن النبي صـــ (أنه قد مسح عليهما) ولأن العلة التي من أجلها أبيح المسح على الخفين موجودة في الجوربين، 'বিদ্বানগণের অগ্রগণ্য অভিমত হ'ল যে মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয। কেননা এটি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেগুলোর উপর মাসাহ করেছিলেন এবং যে কারণে চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করাকে জায়েয করা হয়েছে সে কারণ সুতার মোযার মধ্যে বিদ্যমান'।[৩৩]

ফৎওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من

২২. *খারশী, মুখতাছারে খলীল ১/১৭৮; শানক্বীতী, লাওয়ামিউদ দুরার ১/১৯৮।*
২৩. *নববী, আল-মাজমূ' ১/৪৯৯।*
২৪. *নববী, আল-মাজমূ' ১/৫০০।*
২৫. *কাশশাফুল কেনা' ১/১১১।*
২৬. *বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ১/১১১; নববী, আল-মাজমূ' ১/৪৯৯।*
২৭. *তিরমিযী হা/৯৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২৮. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/৩২৪।*
২৯. *মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/২১৪।*
৩০. *ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২১৫।*
৩১. *তাহযীব সুনান আবীদাউদ ১/৮৭-৮৯।*
৩২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১১০।*
৩৩. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/০২।*

www.at-tahreek.com

أجازه، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين، ‘ওযুর সময় মোযার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে ফিক্বহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে, কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন আবার তাদের কেউ কেউ জায়েয বলেছেন। তবে সঠিক মত হ’ল, যদি কেউ তা পবিত্র অবস্থায় পরে এবং পা ও গোড়ালি ঢেকে রাখে তাহ’লে তা জায়েয’।[৩৪]

আলবানী (রহঃ)-এর অভিমত : আলবানী (রহঃ) সুতার মোযার উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন। পাশাপাশি নিষেধকারীদের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ছাহাবায়ে কেরামের কর্তৃত্বে মোযার উপর মাসাহ প্রমাণিত হওয়ার পর যে সুতার মোযার উপর মাসাহ করতে অনিহা প্রকাশ করে ও বলে, এটা চামড়ার মোযার জন্য প্রযোজ্য' তার ব্যাপারে আমাদের জন্য একথা বলা কি জায়েয হবে না যেমন ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তা পরিত্যাগ করে, সে শয়তানের পক্ষ থেকে করে’।[৩৫]

উপসংহার : সমাজে প্রচলিত দুই প্রকারের মোযার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কেননা দুই প্রকারের মোযার মধ্যে মোযা বা খুফ-এর অর্থ পাওয়া যায়। তাই সুতা বা কাপড় কিংবা তুলার তৈরি মোযার উপরে মাসাহ করার শর্ত হ’ল এই যে, সুতা-কার্পাসের তৈরি, মোযা যেন পুরু বা মোটা হয়, ঘন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে উপর থেকে পায়ের চামড়া প্রকাশ না পায় এবং পায়ের উপরে সঠিকভাবে স্থাপিত হয়, বেঁধে রাখার প্রয়োজন না হয়। তাই উক্ত পায়ের মোযা যদি পাতলা হয় পায়ের চামড়া আবৃত না করে, তাহ’লে তার উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা এই অবস্থায় পা যেন মোযামুক্ত রয়েছে, আর অনাবৃত পায়ের উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। সুতা বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি মোযার উপরে মাসাহ করার অন্য একটি শর্ত হ’ল: পরিপূর্ণ পবিত্র অবস্থায় ওযূ অথবা গোসল করার পর মোযার উপর মাসাহ করা। আর এটাই হ’ল অধিকাংশ ইমাম ও বিদ্বানগণের অভিমত। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

৩৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/১০১, ৫/২৬৩।

৩৫. জামালুদ্দীন কাসেমী, তাহকীক আলবানী, তাহকীকুল মাসাহি আলাল জাওরাবাইন ৫৮ পৃ.।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

ATAB MEMBER Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ’তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা‘লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ হৌক!

প্রভুত্ব নয়! চাই ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

তিন দিকে কুফরী শক্তি ও একদিকে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ 'বাংলাদেশ'। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণেই ১৯৪৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তান, অতঃপর ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করি। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জায়গা করে নেয় 'বাংলাদেশ'। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হচ্ছে ইসলাম এবং ইনশাআল্লাহ ইসলামই হচ্ছে এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পর বিগত ৫৩ বছরে এই বাস্তব সত্যটি কোন সরকারই জাতির সামনে তুলে ধরেনি। বরং ইসলামের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বেশী। ইসলাম ও মুসলমানদের কোণঠাসা করার জন্য আন্তর্জাতিক ইহূদী-নাছারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এবং তাদের বশংবদরা হেন চেষ্টা নেই যা করেনি। মুসলমানদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, চরমপন্থী, প্রগতিবিরোধী ইত্যাকার নানা তকমা দিয়ে হেয় করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। মামলা-হামলা, গুম-খুন, যুলম-নির্যাতন তো মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় গিয়েছেন, তারাই নিজেদের আখের গোছানোয় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। দল ও দলনেতার বন্দনা জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন তারা।

৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটলেও ভারতীয় ফ্যাসিবাদ যেন নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় মিডিয়াগুলো বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় মেতে উঠেছে। আওয়ামী সরকারের পতনকে তারা যেন কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। সেদেশের 'রিপাবলিক টিভি'সহ বেশ কিছু টিভি চ্যানেল গোয়েবলসীয় কায়দায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা রিপোর্ট সম্প্রচার করে যাচ্ছে। সংবাদ পাঠকদের ভাব-ভঙ্গি, কথাবার্তা দেখে যে কেউ মনে করবেন যে, তারা হয়ত আওয়ামী রাজনীতির কোন সক্রিয় সদস্য। এতটাই রক্তক্ষরণের প্রকাশ তাদের চেহারায় ও অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। চ্যানেলগুলো সাম্প্রদায়িক উসকানী দিয়ে সেদেশের জনগণকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫৩ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত নযীরবিহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গত ২রা ডিসেম্বর সোমবার দুপুরে ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে সেদেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আক্রমণ চালায়। তারা বাংলাদেশের পতাকাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে বাংলাদেশকে চরমভাবে অপদস্থ করে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হ'লেও ভারতের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বাস্তবে অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি। মন্দির, গির্জা বা প্যাগোডায় হামলা-ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা কোন মুসলমানের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গে'র ন্যায় দু'একটি ঘটনা এদেশে বসবাসকারী ভারতপন্থী হিন্দুত্ববাদীরাই ঘটিয়েছে। সুযোগসন্ধানীরা যেন ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে না পারে সেজন্য বরং এ দেশের সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি কিছু ইসলামী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সংখ্যালঘুদেরকে এবং তাদের উপাসনালয়গুলোকে পাহারা দিয়েছে।

শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবাপন্ন সংগঠন 'ইসকন' (International Society for Krishna Consciousness 'ISKCON')-এর এ দেশীয় নেতা ও 'বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চে'র মুখপত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার দায়ে করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার করার পরদিন ২৬শে নভেম্বর মঙ্গলবার চট্টগ্রামের জনাকীর্ণ আদালত পাড়ায় তার উগ্র অনুসারীদের দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করার পরও এদেশে কোন মন্দিরে হামলা বা ভাঙচুর করা হয়নি। সম্প্রীতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হ'তে পারে। অথচ ভারত প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা বয়ান প্রচার করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করার অপপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ঘটনাটি যদি ভারতে সেদেশের কোন মুসলিম সংগঠন কর্তৃক কোন হিন্দু এডভোকেটের ক্ষেত্রে ঘটত, তাহ'লে সেদেশের কোন মসজিদ আর অবশিষ্ট থাকত কি-না সন্দেহ।

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে ভারতে কিভাবে সংখ্যালঘু (মুসলিম) নির্যাতন করা হয়েছে। সেদেশে মুসলিমদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসও রচনা করেছে তারা। ১৯৬৪ সালে কলকাতা দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলী গণহত্যা, ১৯৮৭ সালে হাশিমপুর গণহত্যা, ১৯৯২ সালের মুম্বাই দাঙ্গা, ২০০২ সালে গুজরাট সহিংসতা, ২০১৩ সালে মুযাফফরনগর সহিংসতা ও ২০২০ সালে দিল্লীর দাঙ্গায় হাযার হাযার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আর মসজিদ ভাঙ্গাতো তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মন চাইলেই শত শত বছরের পুরনো মসজিদ মুহূর্তে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া তাদের কাছে কোন বিষয়ই না। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত ৪৬৫ বছরের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে রামের জন্মস্থান খোঁজার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের জন্ম দেয় ভারত। অথচ রাম কেবল ইতিহাসেই আছে তার কোন বাস্তবতা নেই। উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ১৬৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে সম্প্রতি মন্দির খোঁজা শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশও পাওয়া গেছে। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারীতে নয়াদিল্লির মেহরাউলিতে ৬০০ বছরের পুরনো 'আকঞ্জ মসজিদ' ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই ৮ই ফেব্রুয়ারীতে উত্তরাখণ্ডের একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এতে পুলিশের গুলি ও টিয়ারসেল নিক্ষেপে ৫ জন মুসলিম নিহত হয়। গত ১১ ডিসেম্বর থেকে উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর যেলার ১৮৫ বছরের পুরনো 'নূরী জামে মসজিদটি'রও একাংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়। তাছাড়া গত নভেম্বর মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের সামভালে মোগল আমলের একটি মসজিদকে ঘিরেও চলছে ব্যাপক উত্তেজনা। উগ্র হিন্দুত্ব বাদীরা মসজিদের স্থলে ইতিপূর্বে মন্দির ছিল বলে দাবী করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত তদন্ত পাঠালে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে পুলিশ নাঈম, নো'মান ও

বেলাল নামের তিনজন মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে।

তবে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করার ব্যাপারে মুসলমানদের দায়ী করার এই মাতামাতি দেখে আর.এস.এস. প্রধান মোহন ভগবত বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়ার পর কেউ কেউ মনে করছেন তারা নতুন নতুন জায়গায় একই ধরনের বিষয় সামনে এনে হিন্দুদের নেতা হয়ে উঠবেন, এটা মানা যায় না *(দৈনিক ইনকিলাব, ২১.১২.২০২৪)*।

এখানে ভারতের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের কিছু ছিটেফোঁটা তুলে ধরা হল। এরকম হাযারো ঘটনার লীলাভূমি হচ্ছে ভারত। এছাড়াও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসনের ইতিহাস বহু পুরনো। ভারত কর্তৃক বহুমাত্রিক আগ্রাসনের কবলে এখন বাংলাদেশ। তার দু'একটি যেমন-

পানি আগ্রাসন : ভারত আন্তর্জাতিক পানি হিস্যার নীতিমালা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। অর্থাৎ ফিডার ক্যানেল দিয়ে সেদেশের অভ্যন্তরে অন্য নদীতে পানি সরিয়ে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রথমত শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ চাহিদা মত পানি পাচ্ছে না। আবার বন্যার মৌসুমে ভারত অন্যায়ভাবে বাঁধগুলো খুলে দিয়ে এদেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নদী ভাঙ্গন বেড়ে যাচ্ছে এবং গ্রামের পর গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হাযার হাযার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। হাযার হাযার হেক্টর কৃষি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এককথায় শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে মারা ও বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারার মরণফাঁদ হচ্ছে এই বাঁধগুলো।

ফারাক্কার পাশাপাশি অসংখ্য বাঁধ বা ব্যারেজ এবং জঙ্গিপুরের কাছে নির্মিত ৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি সরিয়ে নিচ্ছে ভারত। ফারাক্কা পয়েন্টের প্রায় ৪০ হাযার কিউসেক পানি চলে যাচ্ছে হুগলী ও ভাগীরথী নদীতে। একযোগে ফারাক্কার উজানে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের প্রায় চারশ' পয়েন্ট থেকে পানি সরিয়ে নিচ্ছে ভারত। এছাড়া ১৩ হাযার ছয়শ' কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি বৃহদাকার ক্যানেল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে দেশটি। এই ক্যানেল তিনটিতেও পানি সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের আগে গঙ্গার তথা বাংলাদেশের পদ্মার ৯০ শতাংশ পানিই অবৈধভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভারত। এভাবে চলতে থাকলে ন্যায্য হিস্যা দূরে থাকুক, বাংলাদেশ এক সময় পানিই পাবে না। পদ্মাও হারিয়ে যাবে ইতিহাসের অন্ধকারে।

সীমান্ত হত্যা : ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশের মানুষকে সীমান্তে গুলি বা নির্যাতন করে হত্যা করছে প্রতিনিয়ত। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী একুশ শতকের প্রথম দশকে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে সহস্রাধিক বাংলাদেশী। বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বিএসএফ-এর গুলিতে ও নির্যাতনে অন্তত ৬০৭ জন বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। অথচ নির্লজ্জের মত তারা বলছে আত্মরক্ষার জন্য তারা গুলি করছে। আত্মরক্ষার জন্য লেকে গোসল করতে থাকা ১৫ বছরের বালককে স্পিড বোটের প্রোপেলার দিয়ে হত্যা করতে হবে? গরু পাচারের অপরাধে ১৫ বছরের দুই ছেলেকে পাথর আর লাঠি ছুড়ে হত্যা করতে হবে? নিজ ক্ষেতে সরিষা তুলতে গেলে ধরে নিয়ে ২০ বছরের যুবককে নির্যাতন করে হত্যা করাও কি আত্মরক্ষা? তাছাড়া বাংলাদেশের চাষীদের নিজেদের জমিতে চাষ করতে না দেওয়া, ফসল কেটে নেওয়া, ফসল নষ্ট করা, ফসলে আগুন দেওয়া ইত্যাদির মত অত্যাচারগুলো তারা নিয়মিতই করে যাচ্ছে।

কাটাতারের বেড়া : ভারত একতরফাভাবে সীমান্তে কাটাতারের বেড়া নির্মাণ করে যাচ্ছে। এটি করতে তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানোর কথা তারা বেশী বলছে। অথচ তাদের দেশের মানুষও দেদারসে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। অনেক ক্ষেত্রে কাটাতারের বেড়া নোম্যান্সল্যান্ডের মধ্যে করা হচ্ছে। আবার বাংলাদেশ সীমান্তের ১০, ১৫, ৩০ ফুট ভিতরে ঢুকেও বেড়া নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও চরম থেকে চরমে পৌঁছেছে। ভারতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের যুবচরিত্র আজ ধ্বংসের কিনারায় ঠেকেছে। আমাদের চ্যানেলগুলো সেদেশে অনেকাংশে নিষিদ্ধ হ'লেও ভারতীয় সকল চ্যানেল এ দেশে চলছে দেদারসে। ফলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় দেশ ছেয়ে গেছে। এমনকি পোষাক-আশাকেও অশালীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। তাদের চ্যানেলগুলো বাংলাদেশ থেকে হাযার হাযার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের দিয়ে যাচ্ছে কিছু বস্তাপচা অনুষ্ঠান।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন : বিগত সরকার ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে প্রচার-প্রচারণা চালালেও বাস্তবে ভারত কখনো বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র নয়। মূলত ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্ব তার মননে বদ্ধমূল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার কর্তৃত্ববাদী আচরণ যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইতিমধ্যেই ট্রানজিটের নামে ভারত করিডোর সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। পণ্য পরিবহনের নামে পাওয়া করিডোর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সংকট ও বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? বাংলাদেশ সরকার ভারতকে স্থলপথ ও রেলপথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, আবার মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুমতিও পেয়েছে তারা। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে 'কোস্টাল সার্ভিল্যান্স' বা উপকূলীয় নযরদারীর জন্য ভারত স্যাটেলাইট চালু করেছে, যা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ সকল ক্ষেত্রে ভারতের অবাধ সুবিধা বাংলাদেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শেষ কথা : ভারত যদি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশর বন্ধু হ'তে চায় তাহ'লে প্রথমতঃ ভারতকে তার সাম্রাজ্যবাদী ও কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা পরিহার করতে হবে। সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সকল নদীর ন্যায্য হিস্যা অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানি সরবরাহ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে সংখ্যালঘু নির্যাতন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সকল মিথ্যাচার বন্ধ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে করা সকল অসম চুক্তি বাতিল করতে হবে। কথায় নয় কর্মে বন্ধুত্বের পরিচয় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বাংলাদেশের মুসলমানরা এক বিন্দুও ছাড় দিবে না।

অধিক ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ শীতকাল

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর*

উপস্থাপনা :

উত্তরের হিমেল হাওয়ায় শীতের কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়। তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় ঠাণ্ডার। প্রত্যুষে ঘুম থেকে সজাগ হয়ে চারদিকে তাকালে যেন মনে হয় শীতল আমেজে চাদরাবৃত হয়ে রয়েছে সবকিছু। বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্যে অপরূপ সৌন্দর্য আছে। যেগুলি আল্লাহ্র অনন্য সৃষ্টি। আর এই শীতকাল মুমিনের আমলী জীবনকে আরও বেশী সৌন্দর্যমণ্ডিত করে থাকে। তাকে প্রস্তুত করে পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে।

শীতকালের পরিচয় :

বাংলাদেশের ষড়ঋতুর মধ্যে শীতকাল অন্যতম। পৌষ-মাঘ এ দু'মাস শীতকাল। এ ঋতু সম্পর্কে হাদীছে এসেছে এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক'।[১]

শীত মওসুম আমলের বসন্তকাল :

শীতকাল মুমিনের জন্য আমলের বসন্ত ঋতু। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مرحبا بالشتاء، فيه تنزل الرحمة، أما ليله فطول للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم، 'শীতকালকে স্বাগতম। এতে রহমত নাযিল হয়। এর রাত্রি ক্বিয়ামকারীর (রাতে নফল ছালাত আদায়কারীর) জন্য দীর্ঘ এবং এর দিন ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছোট'।[২] মুমিন ইবাদতে মশগূল থেকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে এ মৌসুম কাজে লাগায়। যেভাবে বসন্ত মৌসুমে পশু-পাখিরা মাঠে-ময়দানে ঘুরে-ফিরে খাবার সংগ্রহ করে খেয়ে শরীরটা মোটা-তাযা করে থাকে।

ইবাদত, ওয়ায-নছীহত, ইলম অন্বেষণ ও গবেষণার সুযোগ :

ইবাদতের বসন্তকাল হ'ল শীতকাল। শীতে সারা দেশে ওয়ায-নছীহত, তা'লীমী বৈঠক, মাসিক তাবলীগী ইজতেমা, ইসলামী সম্মেলন, বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা প্রভৃতি দাওয়াতী কাজের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য মৌসুম অপেক্ষা শীতে গভীর ইলম অন্বেষণ ও দীর্ঘ গবেষণার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

بقدر الكد تكتسب المعالى + ومن طلب العلا سهر الليالى

'তীব্র কষ্ট স্বীকারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায়। আর যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়, সে যেন রাত্রি জাগরণ করে'।

শীতের দীর্ঘ রাতে তাহাজ্জুদের সুযোগ :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ বছর জুড়ে এই বরকতপূর্ণ সময়ের প্রতি যত্নবান থাকেন। তাদের কাছে রাত ছোট ও বড় হওয়ার মধ্যে তেমন কোন তারতম্য নেই। তারা গ্রীষ্মকালের ছোট রাতেও অল্প সময় ঘুমিয়ে বিছানা ত্যাগ করেন এবং রাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় আল্লাহ্র ইবাদতে মশগূল হয়ে যান। শেষ রাতে ছালাত পড়েন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তওবা করেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মুসলিম উম্মাহ্র জন্য প্রাণভরে কাকুতিভরা কণ্ঠে আল্লাহ্র সমীপে উভয় জগতের সফলতার জন্য দো'আ করেন। রাত ছোট হওয়ায় বরং তাদের ইবাদতের তৃষ্ণা থেকে যায়। ফলে শীতের দীর্ঘ রাতে তারা এই তৃষ্ণা নিবারণ করতে সক্ষম হন এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন। শীতকালে রাত বেশ দীর্ঘ হয়। এশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে সহজে শেষ রাতে ওঠা সম্ভব হয়। সকল মুমিনের চেষ্টা করা উচিত শীতকালে এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه 'কতইনা উত্তম সময় মুমিনের জন্য শীতকাল! এর রাত দীর্ঘ, যাতে সে (ছালাতে) দণ্ডায়মান হয়। এর দিন ছোট, যাতে সে ছিয়াম পালন করে'।[৩] আর যারা রাতে ক্বিয়াম ও দিনে ছিয়াম পালন করেন ঐসকল মুমিনের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, كَانُوْا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- 'তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত'। 'এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ৫১/১৭-১৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ- 'তোমাদের ক্বিয়ামুল লায়ল (রাতের ছালাত) আদায় করা উচিত। কেননা রাতে ইবাদত করা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণের রীতি, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের সুযোগ এবং পাপরাশি মোচনকারী ও পাপ হ'তে বিরত থাকার অন্যতম মাধ্যম'।[৪]

ছিয়াম পালনে শীতল গণীমত লাভ :

শীতকাল এমন গণীমত যা কোন চেষ্টা ও কষ্ট ছাড়াই অর্জিত হয়। সকলেই কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এ গণীমত লাভ করতে এবং কোন প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম ব্যতিরেকে তা ভোগ করতে পারেন। শীতকাল নফল ছিয়াম রাখার জন্য সুবর্ণ সুযোগ। শীতের সময় দিন সংক্ষিপ্ত হয় এবং রাত প্রলম্বিত হয়। শীতকালের দিনের বেলা ছিয়াম রাখলেও ছায়েম ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয় না; তেমন তৃষ্ণা অনুভব করে না। যারা নফল ছিয়াম রাখতে চান, কিন্তু গরমকালে অধিক তৃষ্ণার্ত

---

* *প্রিন্সিপাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

১. *বুখারী হা/৩২৬০; মুসলিম হা/৬১৭; মিশকাত হা/৫৬৭২।*

২. *শামসুদ্দীন আস-সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪০৫হিঃ/১৯৮৫খ্রীঃ), পৃঃ ৪০৩; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, জামেউল আহাদীছ, ১৯/৪১৩।*

৩. *ইবনু আবীদ দুনিয়া, আত-তাহাজ্জুদ ওয়া ক্বিয়ামুল লায়ল, পৃঃ ৪৩২।*

৪. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭।*

হওয়া এবং দিন বড় হওয়ায় রাখতে পারেন না, শীতকাল তাদের জন্য এক অমূল্য সুযোগ। তাই আমরা এসময় অধিক পরিমাণে ছিয়াম রাখতে পারি। বিশেষতঃ সোমবার, বৃহস্পতিবার ও আইয়ামে বীযের ছিয়াম সমূহ এবং ছাওমে দাঊদ (একদিন পরপর ছিয়াম)। মা-বোনদের অবশিষ্ট ক্বাযা ছিয়াম সমূহ শীতকালে আদায় করাটা সহজতর। শীতকালে যেন এই সুযোগ হাতছাড়া না হয়, সেদিকে আমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। অল্প কষ্টে ছিয়ামের পূর্ণ নেকী অর্জনকে রাসূল (ছাঃ) গণীমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ– 'শীতল গণীমত হচ্ছে শীতকালের ছিয়াম'।[৫] সেকারণ আমরা যেন শীতের ছোট দিনে অধিক পরিমাণে ছিয়াম রাখতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

ফজর ছালাত আদায়ের সুযোগ :

পার্থিব জীবনের ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত করে অনেকে গভীর রাতে ঘুমাতে যান। ফলে তাদের পক্ষে ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের স্বল্পদৈর্ঘ্য রাতে ফজর ছালাত অনেকেই জামা'আতে আদায় করতে পারে না। কিন্তু শীতের দীর্ঘ রাতে বিলম্বে শয্যা গ্রহণ করলেও ফজরে উঠতে ও জামা'আতে শরীক হ'তে কষ্ট হয় না। ফলে অধিক ছওয়াব হাছিলের এই অবারিত সুযোগ লাভ করে সকলে ধন্য হ'তে পারেন। ফজর ছালাতের অনন্য ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল সে মহান আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে। আর আল্লাহ তোমাদের কারো কাছে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে কোন অধিকার দাবী করেন না। যদি করেন তাহ'লে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করবেন যে, উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন'।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يُتْبِعَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ، 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করে, সে আল্লাহ্র হেফাযতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে যেন তাঁর দায়িত্ব প্রসঙ্গে অভিযুক্ত না করেন'।[৭]

ফজর ছালাত জামা'আতে আদায়ের ফযীলত অত্যধিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জমা'আতে আদায় করেছে, সে যেন পুরো রাত ছালাত আদায় করেছে'।[৮] ফজরের ছালাত সময়মত আদায়ের সবচেয়ে বড় ফযীলত হ'ল আদায়কারী জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পায় এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، 'সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আছরের) ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[৯] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি দু'ঠাণ্ডা সময় (ফজর ও আছরের) ছালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০]

কষ্টকর ওযূতে অধিকতর ছওয়াব :

গ্রীষ্মকালে ওযূ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু শীতকালের ঠাণ্ডা পানিতে ওযূ করতে কষ্ট হয়। কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যারা পূর্ণরূপে ওযূ করেন, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ– 'আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গোনাহ সমূহ মোচন করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আরেক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে 'রিবাত' বা প্রস্তুতি'।[১১] অর্থাৎ কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আরেক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকার কারণে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত সৈনিকদের জিহাদের সমপরিমাণ ছওয়াব তারা অর্জন করবে'।[১২]

অধিক কুরআন তিলাওয়াত ও মুখস্থ করার অপার সুযোগ :

শীতকালের রাত অনেক লম্বা হয়। আর রাত যেকোন কিছু মুখস্থ করার জন্য উপযুক্ত সময়। সেকারণ শীত এলে বেশী বেশী ইলম অন্বেষণে সময় ব্যয় করা উচিৎ। পাশাপাশি কুরআন মাজীদ তারতীল সহকারে তিলাওয়াতের চেষ্টা করা অতীব যরূরী। শীতকাল আসলে ওবায়দ ইবনু উমায়র বলতেন, يا أهل القرآن! طال ليلكم طويل لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا 'হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমাদের জন্য রাতকে দীর্ঘ করা হয়েছে তেলাওয়াত করার জন্য, সুতরাং তোমরা তেলাওয়াত কর। দিনকে ছোট করা হয়েছে। ছিয়াম পালনের জন্য, সুতরাং তোমরা ছিয়াম রাখ'।[১৩]

---

৫. তিরমিযী হা/৭৯৭; ছহীহাহ হা/১৯২২।
৬. মুসলিম হা/৬৫৭।
৭. তিরমিযী হা/২১৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৩৮।
৮. মুসলিম হা/৬৫৬; তিরমিযী হা/২২১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২০৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৪১; মিশকাত হা/৬৩০।
৯. মুসলিম হা/৬৩৪; আবূদাঊদ হা/৪২৭; ছহীহুল জামে' হা/৫২২৮।
১০. বুখারী হা/৫৭৪; মুসলিম হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬২৫।
১১. মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২।
১২. শরহ নববী ৩/১৪১ পৃ.।
১৩. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বাইফুল মা'আরিফ, (দারু ইবনু হাযম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪হিঃ/২০০৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৩২৭।

অতএব হে কুরআনের পাখিরা! রাতে বেশী বেশী তিলাওয়াত করুন। আর দিনে ছিয়াম পালনে ব্রতী হৌন!

শীতার্ত অসহায় মানুষের সহযোগিতা করা :

অসহায় শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটা মহা সুযোগ চলে আসে এই শীতকালে। প্রচণ্ড শীতে অসংখ্য আশ্রয়হীন মানুষ কষ্ট পায় শীতবস্ত্রের অভাবে। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের সুমহান আদর্শ সমূহের অন্যতম। তাই মানবিক ও ইসলামিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এসব অসহায় মানুষের পাশে সাধ্যমত দাঁড়ানো উচিত। কারণ আল্লাহ্র দয়া-ভালোবাসা পেতে হ'লে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ– 'দয়াশীলদের উপর দয়াময় আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া করো, তাহ'লে আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ– 'আল্লাহ অনুগ্রহ করেন না ঐ ব্যক্তির উপর, যে মানুষের উপর দয়া করে না'।[১৫] সুতরাং শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ালে আল্লাহ বান্দাকে পরকালে সাহায্য করবেন।

শীতের তীব্রতায় তায়াম্মুম করার বিধান :

তীব্র শীতে কষ্ট হ'লে কুসুম গরম পানি দিয়ে ওযূ করতে শারঈ কোন বাধা নেই। ওযূর পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গামছা-তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললেও কোন সমস্যা নেই। শীতের তীব্রতা যদি কারও সহ্যের বাইরে চলে যায়, পানি গরম করে ব্যবহার করার সুযোগ না থাকে এবং ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহ'লে তিনি ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، 'যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও; তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। এ আয়াতে দলীল রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করার ফলে যদি তার রোগ বৃদ্ধি বা জীবননাশের আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুম করবেন। কারণ আল্লাহ তার বান্দার উপর কোনরূপ কাঠিন্য করতে চান না; বরং তিনি পবিত্র করতে চান।

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যাতুস সালাসিল-এর অভিযানে তীব্র শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। আমি আশঙ্কা করলাম যে, আমি যদি গোসল করি তাহ'লে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। আমার সফর সাথীরা বিষয়টি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হে 'আমর! তুমি কোন অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত পড়েছ? তখন আমি তাঁকে জানালাম কি কারণে গোসল করিনি এবং আরও বললাম যে, আমি শুনেছি যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا– 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু' *(নিসা ৪/২৯)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন এবং আমাকে কোন কিছু বললেন না'।[১৬] তবে যদি কারো পক্ষে গরম পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কিংবা গরম করার ব্যবস্থা থাকে, তাহ'লে সেটা করা তার জন্য আবশ্যক।

শীতকালে ওযূর সময় মোযার উপর মাসাহ করার বিধান :

শীতের মৌসুমে অধিকাংশ সময় মোযা পরিহিত অবস্থায় থাকার প্রয়োজন হয়। ওযূর সময় পা ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করা বান্দার জন্য আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। তাই চামড়ার বা কাপড়ের মোযার ওপরে মাসাহ করা যাবে *(বুখারী হা/২০৬)*। ছাহাবীগণ অনেকেই কাপড়ের তৈরী মোযা পরিধান করতেন আর তার উপর তাঁরা মাসাহ করতেন। মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে, যতক্ষণ না গোসল ফরয হয় অথবা মোযা খুলে ফেলা হয়।[১৭] তবে অবশ্যই ওযূ অবস্থায় মোযা পরতে হবে।

পরিশেষে শীত মওসুম মুমিনের জন্য আমলের বসন্তকাল। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে বলব, বছর বিশেষত শীতকালে অধিকহারে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৪. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯।
১৫. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।
১৬. আবুদাঊদ হা/৩৩৪।
১৭. মুসলিম হা/২৭৬; নাসাঈ হা/১২৭; তিরমিযী হা/৯৬; মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

মুচি থেকে শিক্ষক

-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

গল্পটি মিসরের বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক উসামা গরীবের। তিনি লিখেছেন, লন্ডনে থাকা অবস্থায় একদিন আমার জুতার হিল ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় আমি হাঁটতে কষ্ট পাচ্ছিলাম। তখন আমার বন্ধু আমাকে একটি ছোট্ট দোকানে নিয়ে গেল, যেখানে একজন মুচি কাজ করছিল। আমি সেই যুবকের সাথে পরিচিত হ'লাম। তার নাম ছিল প্যাট্রিক। সে আমার দেশ মিসরকে খুব ভালোবাসত।

এর কিছুদিন পর আমি মিসরে ফিরে আসি। কয়েক বছর পর ঘটনাচক্রে একদিন আমার সেই মুচির সাথে এমন এক স্থানে দেখা হয়ে গেল, যা আমি কল্পনাও করিনি। আমার এক বন্ধুর ছেলে কায়রোর এক বিদেশী স্কুলে পড়াশোনা করত। আমি তার সাথে একদিন সেই স্কুলে গেলাম। স্কুলের প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখি একজন শিক্ষক এক কোণে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে ধূমপান করছেন। একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে ধূমপান করতে পারেন! বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই বিব্রতকর মনে হ'ল। আমরা তাকে তিরস্কার করার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটির কাছে গিয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কারণ লোকটি আর কেউ নয়। সেই লন্ডনের প্যাট্রিক, যে একদিন আমার জুতা ঠিক করেছিল।

আমি তার কাছে গিয়ে তিরস্কারের পরিবর্তে শুভেচ্ছা জানালাম। শুরুতে আমাকে চিনতে না পারলেও যখন আমি তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমার জুতা মেরামতের কথা স্মরণ করালাম, তখন সে আমাকে চিনল এবং জড়িয়ে ধরল। অতঃপর সে তার মিসর ভ্রমণের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের কাহিনী বলল। আর শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার বিস্ময়কর ঘটনাও জানালো।

প্যাট্রিক নিজের অতীতকে অস্বীকার করেনি। সে অকপটে স্বীকার করল যে সে 'মোজলি' স্ট্রিটের পাশে সেই ছোট্ট দোকানের মুচি। সে মিসরে ভ্রমণের জন্য আসলে স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে শিক্ষক হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। প্রথমে সে বিষয়টি অস্বীকার করে এবং বোঝায় যে, সে তার দেশে যথেষ্ট শিক্ষার্জন করেনি এবং শিক্ষাদানের জন্য কোন প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্বস্ত করে যে, আরব দেশগুলোতে শিক্ষকতার জন্য এসব প্রয়োজন হয় না। বরং তার মাতৃভাষা ইংরেজী এটাই যথেষ্ট, এমনকি সে যদি মুচিও হয়।

শিক্ষকতার শুরুতে সে দ্বিধায় ছিল এবং নিজের ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে উৎসাহিত করে। এমনকি অভিভাবকেরাও তার কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে সেও নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

প্যাট্রিক আরও জানায়, মিসর এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর উচ্চবিত্ত স্কুলগুলো তার মতো মুচি, ট্যাক্সিচালক এবং দারোয়ানদের দিয়ে ভরে গেছে। তার স্ত্রীও কিছুদিন তার সঙ্গে একই স্কুলে কাজ করেছিল। পরবর্তীতে সে আরবের আরেকটি দেশে একটি আন্তর্জাতিক স্কুলে বিপুল বেতনে চাকুরী পায়।

আমি তাকে স্কুলের ভিতরের ধূমপান করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে লজ্জিত হয়ে জানাল যে, শুরুতে সে স্কুলের ভিতরে ধূমপান এড়িয়ে চলত। কিন্তু পরে দেখে যে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরাও ধূমপান করেন। তখন সেও ধূমপান শুরু করে।

প্যাট্রিক মিসরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ভুলল না। সে বলল, তোমাদের এই দেশ প্রতিটি সোনালী চুলওয়ালা ইউরোপীয়কে একেকজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মনে করে। এখানে তাদের কাজের কোন জবাবদিহিতা থাকে না। বরং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সবাই সচেষ্ট থাকে। তাদের নিকট থেকে একটি প্রশংসাপত্র পেলে মনে করে যে, সে একজন ভালো ছাত্র। আমি তাকে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, একজন মুচি থেকে শিক্ষক হওয়া ব্যক্তির কাছ থেকেও সার্টিফিকেট চাওয়া হয়? সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এই তো তোমার দেশ, বন্ধু!

শিক্ষা : গল্পের কাহিনীটি দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। (১) প্যাট্রিকের জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তন, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। কিন্তু পরিশ্রম ও ভাগ্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। (২) মিসরের জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা কেবল মিসর নয়। বরং আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া পরনির্ভরশীল সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা অনেক সময় নিজেদের যোগ্য ও দক্ষ কর্মীদের তুলনায় বিদেশীদের অগ্রাধিকার দেই। নিজেদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করি ও আধো আধো ইংরেজী বলাকেও স্মার্টনেস মনে করি। ইসলামের সুমহান আদর্শে অটল থাকার পরিবর্তে ইংরেজদের নগ্ন সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলাকে আধুনিকতা বলে বিশ্বাস করি। যা আমাদের দক্ষ জনশক্তি ও আত্মমর্যাদাশীল উন্নত রাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধক।

সন্তান প্রতিপালনে ঘরোয়া সিলেবাস

-গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-মাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জীবনের কোন নির্দিষ্ট স্তরের সাথে পিতা-মাতার ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে কৈশোর, যৌবন অতঃপর সেখান থেকে বাকী জীবন বাবা-মায়ের শেখানো পথেই সে চলতে থাকে। সে চিন্তাধারাই লালন করে যা তার মানসপটে এঁকে দিয়েছেন বাবা মা। এজন্য সন্তান প্রতিপালনে প্রত্যেক বাবা-মাকে আরো সচেতন হ'তে হবে। তৈরি করতে হবে নিজের সন্তানের উপযোগী এক রূপরেখা। তার আলোকেই সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে সচেষ্ট হ'তে হবে।

সন্তানের প্রতিপালনের জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার নিজস্ব একটি শিক্ষাক্রম থাকা দরকার। এটিকে ঘরোয়া সিলেবাসও বলা যায়। প্রতিষ্ঠান সবসময় সবকিছু শেখাতে পারে না। অনেক শিক্ষা এমন রয়েছে, যা মানুষকে তার নিজ ঘর থেকেই গ্রহণ করতে হয়। এটাকে আমরা পারিবারিক শিক্ষা বলি। এই সিলেবাসটি শিশুর মানবীয় নানা চাহিদা, তার বিকাশের বিভিন্ন স্তর, তার যোগ্যতা, তার ঝোঁক বা প্রবণতা ও ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হবে। যাতে শিশুর মধ্যে সঠিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। পিতা-মাতার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুকে পরিপক্ক মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা। অতএব পিতা-মাতাকে সন্তানদের লালন-পালনের কিছু মূলনীতি মেনে অগ্রসর হ'তে হবে এবং সেগুলো তাদের মাঝে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হ'তে হবে। আর এই বিশেষ শিক্ষাগুলো সন্তানকে পূর্ণরূপে প্রদান করাই এই সিলেবাসের মূল লক্ষ্য। আমরা এখানে একটি রূপরেখা আঁকতে চেষ্টা করবো, যে গুণগুলো সকল শিশুর মাঝে থাকা একান্ত যরূরী।

(ক) ঈমানের যত্ন নেওয়া : প্রতিটি মানব শিশু ইসলামের উপর জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে সেই শিশু পিতা-মাতার ধর্মের অনুগামী হয়। সেজন্য জীবনের প্রারম্ভেই শিশুর ঈমানের পরিচর্যা করতে হবে। ঈমানের মূলনীতি, ইসলামের ফরয বিধান, হালাল-হারাম, শিরক-কুফর, সুন্নাত-বিদ'আত ইত্যাদি বিধান শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসার পদ্ধতি শেখানো, কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের অর্থ অনুধাবন এবং নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীনের সীরাতের উপর জীবন পরিচালনার তাকীদ প্রদানের মাধ্যমে সন্তানদের ঈমানী দিক সজীব করার গুরু দায়িত্ব পিতা-মাতা পালন করবেন। খেয়াল রাখতে হবে, সন্ত ানকে শেখানো আক্বীদা যেন অবশ্যই সঠিক হয়। তাকে শেখাতে হবে, আল্লাহ সাত আসমানের ওপরে আরশে রয়েছেন। তাকে শেখাতে হবে, আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন ইত্যাদি।

(খ) চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ : চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। চারিত্রিক অধঃপতন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। সেজন্য শিশু অবস্থায় স্বীয় সন্তানদের হৃদয়-মনে উত্তম চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র গেঁথে দেওয়া পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। চারিত্রিক শিক্ষা মূলত নৈতিক, আচরণিক ও আবেগিক গুণাবলীর সমষ্টি। শিশুর বোধ-বুদ্ধি হওয়া থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অবধি তাকে এসব গুণ অবশ্যই আয়ত্ত্ব করতে হবে এবং অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। পিতা-মাতা তার সন্তানদের মিথ্যাচার, চুরি করা, গালিগালাজ করা, বেপরোয়াভাব দেখানো, বাজে ব্যবহার, নেশায় আসক্তি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি নিকৃষ্ট ও কদর্য কাজ থেকে রক্ষা করবেন। তাকে সর্বদা শিক্ষা দিবেন, এসব কাজ আমাদের ধর্মবিরোধী। এসব কাজের পরিণাম জাহান্নাম। তাকে শিক্ষা দিবেন, নমনীয়তা ও কোমলতা। শোনাবেন নবী করীম (ছাঃ)-এর কোমলতার গল্প। সালাফে ছালেহীনের দুনিয়া বিমুখতার দাস্তান। কারণ মহানুভবতা তাদের মাঝেই আসে যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে। যারা হয় দুনিয়াবিমুখ।

(গ) চারপাশের মানুষকে ভালোবাসা : সন্তানদের মধ্যে সদাচরণ, সুসম্পর্ক স্থাপন ও পরোপকারের ন্যায় মানবিক মূল্যবোধ রোপণের মাধ্যমে তাদের চারপাশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, অসহায়জন প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে সদাচরণ, উত্তম সাহচর্য ও ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহারের যে আদেশ দিয়েছেন তা শিখিয়ে দিয়ে অন্যদের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করতে হবে। এই আচার-ব্যবহার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পিতার থেকে মায়ের ভূমিকা বেশী। সন্তানকে শেখাতে হবে, কিভাবে পরোপকার করতে হয়। শেখাতে হবে, কিভাবে মানুষের উপকার করে এর প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে আশা করতে হয়। তাদেরকে দেখাতে হবে আমাদের পূর্বসুরীরা মানুষকে ভালোবাসা ও পরোপকারের ক্ষেত্রে কেমন নমুনা ছিলেন।

(ঘ) শরীরচর্চা শিক্ষা দান : শিক্ষার নানা দিকের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা খুবই গুরুত্ববহ। সন্তান যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ইসলাম তাকে সেভাবে প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিপদ-আপদ ও রোগব্যাধি থেকে শরীর যাতে নিরাপদ থাকে এবং শক্তিশালী দেহ গঠন হয় ইসলাম তা নিশ্চিত করতে বলে। যাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী যুবসমাজ উম্মাহর ক্রান্তিকালে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، 'শক্তিধর ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকটে উত্তম ও অতীব পসন্দনীয়'।[১] হাল যামানায় এই বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা যেভাবে দিন দিন উন্নতির নামে ঘরমুখী হ'তে শুরু করেছি তাতে খুব অল্প দিনেই আমরা দুনিয়ায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠব। আজ আমাদের সন্তানরা ঘরের বাইরে বের হয় না। ঘরে ঘরে থাকতে থাকতে অনেকেরই বাইরের রোদ, গরম, ঠাণ্ডা অসহ্য হ'তে শুরু করেছে। তাই আবহাওয়ার সাথে আমাদের সন্তানদের মানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে

১. *মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৮।*

হবে। তাদের বাইরে যেতে দিতে হবে। খেলাধুলা করতে দিতে হবে। তবেই তারা একটি সুস্থ দেহ নিয়ে বড় হ'তে পারবে।

(ঙ) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন : বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের অর্থ, শারঈ ও জাগতিক যে সকল বিদ্যা সমাজের জন্য উপকারী তা ইসলামী শিক্ষাক্রম অনুসারে অর্জনের চিন্তা শিশুর মনে জাগিয়ে তোলা। ফলে এ শিক্ষা শারঈ আইনের মূল নীতিমালার কোনটির সাথে বিরোধ ঘটাবে না এবং ইসলামের মৌলিক ভিত্তিতে ফাটল ধরাবে না। পিতা-মাতাকে অবশ্যই তার সন্তানদের সামনে ইলম অন্বেষণের গুরুত্ব এবং ইসলামী জ্ঞান ও বিদ্বানদের মর্যাদা তুলে ধরতে হবে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ তালাশ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দিবেন'।[২] তিনি আরও বলেছেন, 'তারকারাজির উপর যেমন চাঁদের মর্যাদা তেমনি একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা।[৩] বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথমত দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের সালাফগণ যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রাখতে হবে। হকপন্থী বিদ্বানদের থেকে ইসলামের সঠিক ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলাম শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব পর্যায় মাড়িয়ে এসেছে এবং মুসলিমদের কি কি পরীক্ষা ও বিপদাপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের গৃহীত প্রাচীন ও আধুনিক পরিকল্পনা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের চলমান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিশুদেরকে সচেতন রাখা পিতা-মাতার মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার আরেকটি অধ্যায়। পিতা-মাতা উম্মাহর সমস্যাগুলো সন্তানদের অন্তরের গভীরে জায়গা করে দিবেন। শত্রুরা যেখানে ধরাবক্ষ থেকে ইসলামী আক্বীদা -বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন করে দিতে মুসলিম প্রজন্মের মনোভূমিতে অবিশ্বাস ও কুফরের বীজ বপনে বদ্ধপরিকর, সেখানে তাদের এসব মারাত্মক চক্রান্ত রুখে দিতে সন্তানদের সেভাবেই প্রস্তুত করতে হবে।

(চ) সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাসের রীতি শিক্ষাদান : কিভাবে সমাজের সদস্য ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বাস করা যায় এবং কিভাবে সমাজের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষা করা যায় সে তত্ত্ব সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে। সমাজের সদস্যদের সাথে সুন্দরভাবে মিলেমিশে থাকা, তাদের কল্যাণ কামনা করা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসার জন্য সন্তানদেরকে; তাদের বেড়ে ওঠা থেকে অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা অর্জনের নানা স্তরের ফাঁকে ফাঁকে পিতা-মাতাকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 'আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে'।[৪]

২. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*
৩. *তিরমিযী হা/২৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; আবুদাউদ হা/৩৬৪১।*
৪. *তাবারাণী কাবীর, ছহীহাহ হা/৯০৬।*

সেই সাথে সৎকাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, বিদ্রোহ, সীমালঙ্ঘন, হস্তক্ষেপ, ঠাট্টা-মশকরা ইত্যাদি অন্যায় থেকে হাত ও মুখ (ভাষা ও আচরণ) নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'প্রকৃত মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[৫] সমাজের সদস্যদের প্রতি যেসব সদাচার করা এবং সদ্ভাব বজায় রাখা আবশ্যক সন্তানদের সেই শিক্ষা দিবেন। যেমন- বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا 'যারা আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৬] অনুরূপভাবে দ্বীন, সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণে তাদের শক্তি ব্যয় করতে সন্তানদের দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

শেষকথা : সন্তান আমাদের জীবনের অর্জন। এটা যেমন ছাদাক্বায়ে জারিয়া হ'তে পারে তেমনই গুনাহে জারিয়াও হ'তে পারে। সুতরাং সন্তানকে ইসলামের ছায়াতলে আল্লাহভীরু করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আমরা নিজেদের স্থান থেকে তাদের সর্বদা মুত্তাক্বী হওয়ার নছীহত করবো এবং তাদের জীবন গঠনের সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। পিতা-মাতা হিসাবে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালনে আমরা সর্বদা সচেষ্ট হব। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫. *বুখারী হা/১০, ৬৪৮৪; আবূদাউদ হা/২৪৮১; তিরমিযী হা/২৬২৭।*
৬. *আহমাদ হা/৬৭৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১০০।*

দারুল ঈমান আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

আল-আমীন ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

আবাসিক-অনাবাসিক, ডে-কেয়ার

মাদ্রাসার বিভাগসমূহ

মক্তব বিভাগ, নাযেরা বিভাগ, হিফযুল কুরআন বিভাগ জেনারেল বিভাগ (১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত)।

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষাদান।
(২) মাসনূন দো'আ ও ছহীহ হাদীছ শিক্ষাদান।
(৩) হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।

সার্বিক যোগাযোগ : গোলাকান্দাইল দক্ষিণপাড়া, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৮৬-৭১৪৯৬৭, ০১৭৫৯-৭৬৫৯০৪, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

টাইম পাস

-সারওয়ার মিছবাহ*

বহুকাল আগের কথা। সে সময় আমরা জানতাম, সময় অটোমেটিক অতিবাহিত হয়। এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই ঘটে যায়। তবে কালের পরিক্রমায় আজ আমাদের জানা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মূলত সময় অতিবাহিত হ'তে চায় না। তাকে কষ্ট করে অতিবাহিত করতে হয়। আজ আমরা জেনেছি, সময় অতিবাহিত করা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটি। অথচ আমরা তা কখনো খেয়াল করতে পারি না। কারণ এই আলোচনা আমাদের মাঝে কখনোই হয় না। তবে আলোচনায় আসুক বা না আসুক, সময় অতিবাহিত করা একটি কঠিন কাজ। এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান দুনিয়ার দিকে তাকালে যার শত শত দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

যুগে যুগে মানুষের সকল কঠিন কাজ সহজ করতে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরণের যন্ত্র ও পদ্ধতি। তেমনই সময় অতিবাহিত করার এই কষ্টসাধ্য কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন করার জন্যও পথ-ঘাট কম আবিষ্কার হয়নি। এখন পর্যন্ত প্রতিটি দেশ এই দুঃসাধ্য কাজটিকে সহজ করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তারা মুখ ফুটে তাদের উদ্দেশ্য বলছে না। কারণ এটা সত্য হ'লেও শুনতে বেশ খারাপ শোনায়। যেমন বলা হ'ল, কয়েক লক্ষ মানুষের দেড় ঘন্টা সময় কাটানোর জন্য শত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সত্যিই বিষয়টা কেমন যেন প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। সুতরাং 'সময় কাটানো' না বলে 'মনোরঞ্জন' বলতে হবে। তাহ'লে আর খারাপ শোনাবে না। মানুষ সময় অতিবাহিত করার জন্য কত কষ্ট করছে এবং এই খাতে কত বড় বড় বাজেট রাখছে তার হিসাব আপনাকে আশ্চর্য করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সেগুলোর দুয়েকটি নমুনা আপনাকে দেখাই।

২০২৪ সালে অফিসিয়ালভাবে ভিডিও গেমস তৈরি হয়েছে প্রায় ১৪ হাযারেরও অধিক। হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতিদিন ৪০টিরও বেশী ভিডিও গেমস তৈরি হয়েছে। কারণ সবার তো সব গেমস ভালো লাগে না। দুই তিন হাযার গেমসের মধ্যে যদি আপনার কোন গেম পসন্দ না হয় তবে আপনার সময় কাটানো তো মুশকিল কি বাত হয়ে পড়বে! এদিকে লক্ষ্য করে আপনার জন্য প্লে স্টোরে রাখা হয়েছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী গেমস। এই বিরাট প্রোজেক্টে আসলে কত মানুষ কাজ করছে বা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার কোন পরিসংখান হয় না বলে আপনাকে সে তথ্য দিতে পারলাম না। এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে আপনার সময় কাটানোর উপকরণ পসন্দ না হয়ে কোন উপায় নেই। আর হ্যাঁ, তারা এর পেছনে যত টাকাই খরচ করুক, আপনি সেগুলো পেয়ে যাবেন একদম বিনামূল্যে।

যে ফেসবুকে আমরা ৫ মিনিটের জন্য ঢুকে দুই ঘন্টা অনায়াসে কাটিয়ে দেই, সেই ফেসবুকের পেছনে রয়েছে অনেক মানুষের একত্রিত পরিশ্রম। ফেসবুক এ্যাপস পরিচালনা করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি মাসে ৫.৮ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। বাংলাদেশী টাকায় যা ৬৩,৮০০ কোটি টাকা। এত টাকা খরচ করে বলেই তো সেখানে এত সহজে মোলায়েমভাবে সময় কাটে! যদিও সেখানে অসাধারণ কিছুই দেখানো হচ্ছে না। সেখানে হয়ত আপনি ময়লা কার্পেট পরিষ্কার করা দেখছেন। নয়ত রঙের বোতল ভাংতে দেখছেন। আর না হয় একজন মানুষ কিভাবে ব্রাশ করে, কিভাবে নাশতা করে এগুলোই দেখছেন। এভাবেই তারা আপনাকে সময় কাটাতে সাহায্য করছে। এই ব্যাপক সেবাটি আপনাকে তারা একদম ফ্রিতে দিচ্ছে। আপনার সময় কাটানো সহজ হোক, এতটুকুই তাদের প্রত্যাশা। সময় কাটানোর কাজে আপনি তাদের দেয়া এই সেবা ব্যবহার করবেন, এটাই তাদের পরম পাওয়া।

সময় কাটানো কতটা কঠিন সেটা হয়ত এখনো আপনি বুঝতে পারেননি। কারণ আপনি শুধু জানেন, পড়াশোনা করাই কঠিন। পড়াশোনাই সহজ করা দরকার। সময় কাটানো সহজ করা দরকার এটা আপনি কখনো ভাবেননি। আসুন আপনাকে আরেকটি হিসাবের লিস্ট দেখাই। ৯০ মিনিটের একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের বেতন, নিরাপত্তা খরচ, স্টাফ ও ভলেন্টিয়ারের পারিশ্রমিক, বিদ্যুৎ বিল, সম্প্রচার খরচ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকারও অধিক খরচ হয়। একবার ভাবুন, মাত্র দেড় ঘন্টা সময় কাটানোর জন্য মানুষকে কতবড় বাজেট করতে হয়! অথচ ১০০ কোটি টাকার বই আছে এমন লাইব্রেরীর সংখ্যা বাংলাদেশে চার থেকে পাঁচটির বেশী নয়।

আচ্ছা বাদ দিন। বাংলাদেশ তো আর এমন আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে না। তবে বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপিএল এর আসর জমে। সেখানে আনুমানিক তিন থেকে চার শ' কোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশের গরীব জনগণ। বিপিএল এর জন্য যেহেতু সরকারী বাজেট হয় না তাই সরকারকে এখানে দোষ দেয়ার মত কিছু দেখি না। তবে আর দশটা দেশের মত আমাদের দেশও সময় কাটানো সহজকরণে পিছিয়ে নেই। উন্নয়ন খাতের বাজেট চলে যায় মনোরঞ্জন খাতে। শিক্ষা খাতের বাজেট চলে যায় শিক্ষার্থীদের বিনোদন অনুষ্ঠানে। এতকিছুর পরেও গত অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বাজেট ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের ১.৭৬ শতাংশ মাত্র! যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশ শতকরা হিসাবে এর চার থেকে ছয়গুণ বেশি বাজেট রাখে। গত ২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে মোট বাজেট ছিল ১৭৪ কোটি টাকা। যা দিয়ে দুইটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা সম্ভব নয়।

গত আইপিএল ২০২৪ আসরে অস্ট্রেলিয়ান একজন খেলোয়াড়ের নিলাম হয় ২৪.৭৫ কোটি রূপিতে। বাংলাদেশী টাকায় যা ৩৩ কোটি প্রায়। যা বেতন কাঠামো হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের ২৫ বছরের বেতনের চেয়েও বেশী। এখন আপনি বলতেই পারেন, আমি এভাবে

*. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কেন হিসাব করছি। দেখুন! আমি আপনাকে বুঝানোর চেষ্টা করছি, খেলাধুলা ও বিনোদন খাতে যে অর্থ খরচ করা হচ্ছে তার ছিটেফোঁটাও বিজ্ঞান, গবেষণা, আবিষ্কারে খরচ করার দরকার হচ্ছে না। কারণ বিনোদন মানুষের জীবনে যতটা প্রয়োজন; গবেষণা, আবিষ্কার এগুলো ততটা প্রয়োজন বোধ হয় না। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে বস্তু, সেটা টাইম পাস। আশাকরি এটা আপনি বুঝতে পেরেছন।

বিরক্তিকর হিসাব কষাকষি রেখে চলুন একটু সন্ধ্যার শহরে পথ-ঘাটের সৌন্দর্য দেখে আসি। আমরা যখন সন্ধ্যার পরে শহরের রাস্তার দিকে তাকাই তখন এক জনকোলাহলপূর্ণ সড়ক দেখতে পাই। রাস্তার ধারে ধারে চেয়ার পেতে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছে হাযার হাযার তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী। মেতে উঠছে বিভিন্ন খোশগল্পে। এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিকেল থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান। নদীর ধারে বা যেকোন নিরিবিলি পরিবেশে মেলা বসছে প্রতিদিন। আপনি জানেন, এরা অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী। প্রাথমিক বা মাধ্যমিকের নয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী। এরা এমন স্তরে লেখাপড়া করে, যে স্তরে একজন শিক্ষার্থীকে অর্ধরাত পর্যন্ত স্টাডি করতে হয়।

এখন চিত্রটা একটু ভিন্ন। অনেক বেশী পড়াশোনা থাকার কারণে তাদের সময় কাটতে চায় না। সন্ধ্যার পরে আড্ডা মেরে, ক্যারাম খেলে অনেক কষ্টে তাদেরকে সময় অতিবাহিত করতে হয়। রাতে কমপক্ষে দুইটা পর্যন্ত মোবাইল টিপতেই হবে। কারণ রাত তিনটায় ঘুমালে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত ঘুমানো সম্ভব হয়। যদি কোনদিন দুর্ঘটনা বশত প্রথম রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তবে পরের দিন সকালে ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়। নতুন করে আবার ঘুম আসতে চায় না। জোর করে ঘুমালেও শরীর ব্যথা করে। সকালে আড্ডা দেয়ার জন্য বন্ধু-বান্ধবও জোটে না। সেদিন সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'তে কত যে কষ্ট হয় তা বলার মত নয়। এত সময় কাটানো কি চাট্টিখানি কথা! তখনই বন্ধু হয়ে পাশে আসে গেমস, ফেসবুক ইত্যাদি। প্রথম রাত থেকে টানা রাত তিনটা পর্যন্ত ব্যবহৃত হওয়া মোবাইলটার ওপরে যুলুম চলে আবার টানা বিকেল পর্যন্ত।

মাদ্রাসা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। তাদেরও সময় অনেক বেশী। কাটতেই চায় না। অপারগ হয়ে তারা লুকিয়ে ফোনে ফেসবুকিং করে। কেউ বা গেমে আসক্ত হয়ে সময় অতিবাহিত করার গুরুদায়িত্ব (?) পালন করে। যারা এগুলো করে না তারা গোল হয়ে আড্ডা মেরে সময় কাটায়। এরা ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ পড়া ছেড়ে খেলা দেখে। যাদের জন্য লাফালাফি করে, ঝগড়া-বিবাদ করে তারা এদেরকে চেনেই না। এরা সাত শ' টাকায় ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার জার্সি কিনতে পারে কিন্তু চার শ' টাকায় একটি আরবী অভিধান কিনতে পারে না। খেলায় খেলায় দিন কাটিয়ে দিনশেষে এরা আবার নিজেদের খেলোয়াড় বা সাপোর্টার পরিচয় না দিয়ে বিশিষ্ট ভাষাবিদ, আলেম, দাঈ হিসাবে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। বড়ই আশ্চর্য!

আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না, এদের কাছে কী পরিমাণ সময় আছে। এদের সময় কাটানোর পদ্ধতি ও পন্থা দেখলে মনে হয়, এরা যেন অনাদী অনন্তকালের জন্য দুনিয়ায় এসেছে। এদের জীবনে না আছে ইবাদত। না আছে ইলম অর্জন। আর জাতির উপকারার্থে কিছু অবদানের কথা না হয় নাই বললাম। আপনি বিশ্বাস করুন! এরা পাগল নয়। তবে এরা আপনাকে পাগল মনে করবে, যদি আপনি তাদেরকে সময়ের মূল্য বুঝাতে চান। তারা মনে করবে, আরে! তারা যদি লেখাপড়া করে, সময়কে কাজে লাগায় তবে আপনার বড়ই লাভ হয়ে যাবে। তারা মনে করবে, তাদেরকে উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে আপনি নিজের জ্ঞান যাহির করছেন। তারা যদি আপনার কথা মানে তবে আপনি বাড়ি গাড়ির মালিক হয়ে যাবেন ইত্যাদি। সত্যি! এক আজব জেনারেশন পেয়েছি আমরা। যাদের কাছে জীবনের একটিই অর্থ, মাস্তি। জ্ঞান গরিমায় উন্নত হওয়ার কোন নাম গন্ধ নেই কিন্তু কিভাবে টাইম পাস করতে হয় তার সবরকম কলাকৌশল এদের রপ্ত করা আছে। কারণ জীবনে কিছু হোক বা না হোক, খেল তামাশায় সময়টা কাটাতেই হবে। এটাই যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।

এরা আপনাকে আর কিছু শোনাতে পারুক বা না পারুক টাইম পাসের গুরুত্ব সম্পর্কে সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবে। অন্তত এতটুকু তো সবারই মুখস্থ রয়েছে যে, বিকেল বেলা বাইরে ঘুরতে যাওয়া মস্তিষ্কের জন্য ভাল। একটানা বেশীক্ষণ পড়ালেখা করলে মাথার ওপরে চাপ পড়ে। আর ঐ আয়াতের অর্থও মুখস্থ আছে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যমীনে সফর কর...। এই কথাগুলো সবই সঠিক। তবে আমি বুঝি না, পড়ালেখায় গণ্ডমূর্খ থেকে এসব বাণী উচ্চারণ করতে তাদের লজ্জা লাগে না! এতকিছু মেইন্টেন করতে গিয়ে অধিকাংশের মগজ যে বছরের পরে বছর নিরেট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেদিকে কোন খেয়াল আছে? সারাদিন যে লেখাপড়াই করে না তার কিসের মাথা ঠাণ্ডা করা! সারা বছর যে পড়ালেখার কোন চাপই নেয়নি তার কিসের আল্লাহর যমীন ঘুরতে শীতকালে কক্সবাজার আর সেন্টমার্টিন যাওয়া!

দেখুন! হঠাৎই আমার কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয়ার জন্য আমি দুঃখিত নই। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই কথাগুলোই আপনাকে বলা। আমি কষ্ট অনুভব করি। কেননা আমার মনে হয়, তারা সময় কাটানোর জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার করে, তার অর্ধেকও যদি পড়াশোনার জন্য করত তবে জাতি তাদের কাছে অনেক কিছুই পেত। এই আফসোস আমাদেরকে কুরে কুরে খায়! অবশ্য সকল দোষ তাদেরও নয়। বরং আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি যেখানে সময় নষ্ট করাই একটি সামাজিকতা হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমাজে যারা টাইম পাস করে না তারা যেন সাধারণদের চোখে একেকটি রোবট। এদেরকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়। নিজেদের মাঝে বলাবলি করে, আরে! এদের জীবনে কি সুখ, শান্তি, ঘোরাঘুরি বলতে কিছুই নেই! এমন রোবটিক জীবন যাপন কেমনে করে এরা! ইত্যাদি!

সামাজিকতার দৃষ্টিতে মানুষের সংজ্ঞা একটু ভিন্ন। তারা মনে করে, মানুষ হয়ে জন্মেছি; মাগরিব পরে তো চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা জমাতেই হবে। মানুষ মানেই প্রতিদিন নিয়ম করে একটু ঘোরাঘুরি করতেই হবে। একটু গপ্পগুজব করতে হবে। সপ্তাহে একদিন পিকনিক করতে হবে। এগুলো না করলে কি জীবন হয়! আপনি আশ্চর্য হবেন, যারা জীবনে কিছুই করেনি তারাও আপনাকে বলবে, জীবনে যদি একটু আয়েশ করতেই না পারি তবে এত কষ্ট করছি কেন! আমি বুঝি না, তারা এত সুন্দর সব ডায়ালগ মুখস্থ করে কোত্থেকে!

হ্যা! আমরাও হালকা বিনোদন, আড্ডা, গল্পগুজব, ঘোরাঘুরির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। একটু ঘুরতে যাওয়া, একটু গল্প করা, একটু ফেসবুক চালানো যেতেই পারে। তবে সেটা জীবন গঠনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তো নয়। একজন মানুষ কখনোই সারাদিন পড়তে পারে না। সারাদিন গবেষণা করতে পারে না। কাজ করতে পারে না। তার একটু বিনোদনের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে একটু ফুরসতের। তবে ফুরসতেই যে জীবন পার করে দিতে হবে এই চিন্তাধারা কখনোই আদর্শ চিন্তাধারা হ'তে পারে না। একজন মুসলিমের চিন্তাধারা হ'তে পারে না।

প্রিয় ছাত্র ভাই! ঘুনে ধরা জীবন আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। তা তো একসময় ভেঙ্গে পড়বেই। তখন এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি আর ভাগ্য পরিবর্তন হবে? একটা কথা মনে রাখবেন! সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া কখনো সফলতা সম্ভব নয়। ছাত্র হিসাবে আপনার কিছু দায়িত্ব আছে। জীবনের একটি লক্ষ্য আছে। শুধু হেসে খেলে ফুর্তি করে কারো জীবন যায় না। ফুর্তিময় জীবন অচিরেই ভারি হয়ে আসে। সুতরাং জীবনে অর্জন ও উপার্জন করতে শিখুন। সময় ব্যয় করার আগে ভেবে দেখবেন, সময় দিয়ে আমি কী পাচ্ছি? অর্জন নাকি উপার্জন! যে বস্তু অর্জনও হয় না উপার্জনও হয় না সে বস্তুর জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করবেন না।

দেখুন! মানুষ ইলম অর্জন করে। ছওয়াব অর্জন করে। টাকা উপার্জন করে। আর ফুর্তি? কোনটাই করে না। বিনোদন বা ফুর্তি; অর্জন বা উপার্জন করার যোগ্য কোন বস্তুও নয়। এটা যতদিন আপনি বুঝতে না পারবেন ততদিন আপনি সময়কে কাজে লাগানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না। আপনার সাথে একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। তখন আমি বিশের কোঠা পাইনি। আমাদের একটি বন্ধু মহল ছিল। আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন 'কাজের লিস্ট' করতে বসতাম। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাগজে লিখতাম, আগামী এক সপ্তাহে আমি কী কী আত্মউন্নয়নমূলক কাজ করব। যেমন, ১০০টি নতুন আরবী শব্দ মুখস্থ করা। ৫০ পৃষ্ঠা আরবী কিতাব পড়া। ৫০ পৃষ্ঠা বাংলা সাহিত্য পাঠ করা। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে একটি হ্যাণ্ডনোট তৈরি করা। সাত পৃষ্ঠা রোজনামচা লেখা। মোটকথা, আত্মউন্নয়নের জন্য যাকিছু দরকার। এরপর এক সপ্তাহে আমরা সে কাজগুলো পূর্ণ করতাম। যেটা হয়ে যেত সেটা টিক দিতাম। যেটা হ'ত না সেটা লিস্টে নিজ অবস্থায় থেকে যেত।

পরের সপ্তাহে আবার যখন কাজের লিস্ট করতে বসা হ'ত তখন আগের সপ্তাহের লিস্ট পর্যালোচনা করা হ'ত। দেখা হ'ত, কে কয়টি বিষয় পূর্ণ করতে পেরেছি। অনেকেই লিস্টের কাজগুলো পূর্ণ করতে সপ্তাহের শেষ দু'দিন এমনভাবে পড়ালেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত যেন তার পরীক্ষা চলছে! অথচ আমরা এই কাজগুলো নিতান্তই ফাঁকা সময়ে করতাম। প্রতি সপ্তাহের কাজের লিস্ট আমাদের পড়ার টেবিলের এক কোনায় আঠা দিয়ে লাগানো থাকত। পড়তে বসলেই আগে লিস্টের দিকে চোখ যেত। মাথায় একটি চাপ অনুভূত হ'ত। এই চাপ আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর তৈরি করে নিতাম। ফলাফলে আমরা পেতাম কিছু অর্জন। কারণ আমরা জানতাম, ফুর্তি, ভালোলাগা, আবেগ-অনুভূতি স্বল্প সময়েই ফুরিয়ে যায়। তবে অর্জন ফুরায় না। থেকে যায় আজীবন।

আমার মনে হয়, যুগে যুগে যারাই কিছু অর্জন করে তারা প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করে। শুধু শুধু টাইম পাস করে কখনো অর্জনের ঝুলি ভারি হয় না। সুতরাং হে ভবিষ্যতের রাহবার! ভবিষ্যৎ আপনাকে যোগ্য হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। তাই এখন থেকেই টার্গেট নিয়ে কাজ করা শিখুন। এখন থেকেই চাপ নিতে শিখুন। প্রেশার নেয়া ছাড়া নিজেকে মেলে ধরা যায় না। সাপ্তাহিক কাজের লিস্ট তৈরি করুন। এতে আপনি কাজে বারাকাহ পাবেন। টার্গেট পূর্ণ করতে না পারলেও জানতে পারবেন, আসলে আপনি এক সপ্তাহে কতটুকু নিজের উন্নতি সাধন করছেন। আপনার সময়-নদীতে যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। সেই স্রোতে গা এলিয়ে দিবেন না। ভবিষ্যৎ মুসলিম জাতির জন্য আপনাকে অবদান রাখতে হবে। সুতরাং স্রোতে গা এলিয়ে দেয়া তো আপনার মানায় না। হেরে যাওয়া, ঝিমিয়ে যাওয়া, দমে যাওয়া কখনো আপনার বিশেষণ হ'তে পারে না। মনে রাখবেন, আপনি ছাত্র! সারা দুনিয়া বিনোদনের উপকরণে তলিয়ে গেলেও এই টাইম পাসের পসরা সাজানো জীবন আপনার জন্য নয়।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

বর্ষশেষে শব্দে আঁকা দু'টি দিনলিপি

-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম*

শুরুর কথা : মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষের চিন্তা-চেতনা ভিন্ন রকম। ব্যক্তির জেনেটিক কোড যেমন ভিন্ন ঠিক তেমনি চিন্তা-চেতনার সাদৃশ্য থাকলেও তা হয়তো পুরোপুরি মেলে না। প্রত্যেক মানুষই, হোক সে শিক্ষিত কিংবা মূর্খ, স্ব স্ব দিনলিপি রচনা করে স্বীয় চেতনায়। ডায়েরী লিখা সেই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। কলম ধরতে শেখার বয়স থেকে কেউ কেউ আমৃত্যু সেই অভ্যাস পালন করে থাকে। কেউ তা করে না। কিন্তু নিজের দৈনিক কার্যাবলী ঠিকই নিজেদের চেতনায় ছাপিয়ে তোলে। একজন কবি ছন্দবদ্ধ ভাষায়, সাহিত্যিক সৌকর্যমণ্ডিত নিপুণ বাক্যশৈলীতে, শিক্ষক গভীর জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে, ব্যবসায়ী লাভ-লোকসানের গাণিতিক হিসাবে আর দিন এনে দিন খাওয়া লোকেরা চকচকে দু'টো দুনিয়াবী নোটের দিনলিপি হৃদয় অঙ্গনে ঠিকই রচনা করে। দিনলিপি কালিবদ্ধ হ'তে হবে এমন নির্দেশনা নয়। একজন মুখলেছ তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির দিনলিপি হয় খানিকটা ভিন্নতর। আদর্শ চিন্তা-চেতনায় তাঁদের হৃদয় যেমন পরিপূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি সমাজ সংস্কারে তাদের পদচিহ্ন বেশ স্পষ্টতই চোখে পড়ে। আজ আমরা দেখব দু'টি দিনলিপি।

আজ আমরা সাহিত্যাঙ্গনের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেখব দু'প্রান্তের দু'জন ব্যক্তির, দু'ধরণের মন-মানসিকতা এবং দু'ধরনর সংস্কৃতির কিছু শব্দচিত্র এবং বাক্যের চলন্ত বিন্যাস। দিন শেষে দু'টি দিনলিপিতে ফুটে উঠবে বর্তমান যামানায় 'নববর্ষ' এবং 'বর্ষবরণ' সংস্কৃতি নিয়ে আমার কিছু চিন্তা-ভাবনা; কিছু বাকস্বাধীন সুষ্ঠু চেতনা। মুক্ত কলামে রচিত হবে অপসংস্কৃতি দূরীকরণের শব্দে আঁকা প্রচেষ্টা।

দৃশ্যপট- ১ : মুনতাহিম ঊনিশের ঘরে পা দেওয়া দেশের স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠের একজন জ্ঞানসন্ধিৎসু ছাত্র। চুল কাটানোর ধরণ দেখে তার ধর্ম ঠাহর করা বেশ মুশকিল। চেহারাবয়ব মরুভূমির মত, নববী সুন্নাত দাঁড়ির ছিটাফোঁটা তাতে নেই। নববর্ষের রঙ্গোৎসবে রং মেখে তার সমগ্র দেহের কি হাল তা বর্ণনা করতে চাই না, কারণ আমাদের কলমের পবিত্র কালি সে বর্ণনা দিতে অপারগ।

ভোর তখন চারটা বেজে সাতাশ মিনিট। ডিসেম্বরের শেষ দিন। বৎসরেরও শেষ দিন বটে। মাত্র নববর্ষের বর্ণাঢ্য রাত্রি শেষ করে সে ঘরে ফিরেছে। স্বভাববশতই টেবিলে বসে তার পেটমোটা ডায়েরীটা বের করেছে। আজ সারাদিন বেশ কেটেছে তার। এমন দিনের রোজনামচা না লিখলেই নয়। অপসংস্কৃতিকে সুশীল সংস্কৃতি জ্ঞান করে তার পেছনে সারাদিন এবং সারা রাত্রি, বিশেষত মহান প্রভুর প্রথম আসমানে নেমে আসার সময় অবধি পাপাচারে লিপ্ত থেকে সে আজ বড্ড ক্লান্ত। কোনমতে ফ্রেশ হয়েই টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসেছে সে আজকের স্মৃতি রোমন্থন করতে। চলুন পাঠক! সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবিষ্কৃত অপসংস্কৃতিতে মত্ত একজন যুবকের রোজনামচায় তবে উঁকি মেরে দেখা যাক, কি লিখছে সে! ডায়েরীর নীল দাগ কাটা সাদা সাদা পৃষ্ঠায় মুনতাহিম দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে চলেছে তার কলম। পৃষ্ঠার সাথে কলমের ঘর্ষণে উৎপন্ন শব্দ ঘড়ির কাটার টিকটিক শব্দ ছাপিয়ে মুনতাহিমের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছ নববর্ষের প্রতি এক মোহনীয় মায়া।

ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪; রাত ৪ : ২৭ মিনিট।

শুভ নববর্ষ। এই দিনের অপেক্ষাতে আমরা চাতকের মতো চেয়ে থাকি দীর্ঘ বয়সের ভারে নুইয়ে যাওয়া বর্ষপঞ্জিকার শেষ পাতায়। অবশেষে তুমি এলে হে প্রিয় নববর্ষ! আজ এ দিনটির কথা বিশেষভাবে না লিখলেই নয়। আয়োজনের বিলাসিতা, খাদ্যের প্রাচুর্য, প্রেয়সীর উপস্থিতি এবং নানাবিধ আয়োজন ও শিল্পীদের মন-মাতানো গান যেন হৃদয়ে দোলা দেয়। একে একে সবই চলবে হে ডায়েরী! চুপচাপ শ্রোতার মতো গল্পের স্বাদে সবটুকু কালি শুষে নাও। ক্যাম্পাসে আজ বেশ আনন্দ হ'ল। সকাল থেকেই সাজানো গোছানোর সমস্তটা সম্পন্ন করতে হয়েছিল। নববর্ষ তুমি আসবে বলে যেন আমরা নতুন উদ্যম পেয়েছিলাম। সাজানো শেষে ক্যাম্পাস চমৎকার দেখাচ্ছিল। বাহারী রকমের ফুল, সুশোভিত মরিচ বাতি এবং দামী সব পারফিউমের ব্যবহারে আয়োজন যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। বিশেষত তিন ফুট দূরে দূরে জ্বালানো লণ্ঠনগুলির বিলাসী আলো রঙিন করে তুলেছিল মায়াময় ক্যাম্পাস। গত বছর সম্ভব না হ'লেও এ বছর দ্বিগুণ খরচে আমরা মোটাফোম বিশিষ্ট গদি-চেয়ার বসার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্যাণ্ডেল ডেকোরেশনের কাজ অত্যন্ত মাধুর্যময় ছিল। বন্ধু রাফিদের হিসাবে প্যাণ্ডেল ডেকোরেশনেই শুধু লাখ টাকার বেশী লেগেছে।

খাবার কথা কি আর বলব? খাবার নয়, যেন অমৃত স্বাদ! কত আয়োজন। গোশত-রুটি, ভাত-পোলাও, সন্দেশ-ক্ষীর তার কোনটাই রাঁধতে বাকী রাখিনি আমরা। ভেজে রান্না করা ইলিশ মাছগুলির রং গোলাপী ছিল। চমৎকার স্বাদের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল শেষেরটুকু। শেষখানে আমরা নিজেরাই কিছু কোল্ড-ড্রিংকস পান করি। সেই অপূর্ব স্বাদ কি ভোলা যায়? লোভে পড়ে আমি শেষবার যদিও দ্বিগুণ গোশত-মাছ প্লেটে নিয়োছিলাম কিন্তু খেতে পারিনি। পরিস্কারকর্মীকে দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। শুধু আমিই নই, আমার অন্যান্য বন্ধুরাও একই কাজ করেছে। তারপর কি হ'ল? কনসার্ট শুরুর পূর্বেই কোথা থেকে দলবেধে সব বস্তির ছোকরাগুলি এসে ডাস্টবিন থেকে খেতে শুরু করল। আয়োজনের মাঝপথে সকলের মনটাই বিষিয়ে দিল। যদিও আমরা ওদেরকে শেষে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যতসব ঝামেলা! একদিন তো এমন হ'তেই পারে, তাই না?

এরপর বাজি পোড়ানো শুরু হ'ল। আমি নিজেই তো হাযার তিনেক টাকার বাজি নববর্ষের শুভকামনায় পোড়ালাম। শুনলাম যারা বাজি পোড়াচ্ছে সেখানে নাকি এমন বাজি আছে

*. শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যেগুলোর প্রতিটি পোড়াতেই গুনতে হবে পাঁচ থেকে সাতশত টাকা। বাজি পোড়ানোর সময় নববর্ষের মঙ্গল কামনায় আমরা প্রার্থনা করছিলাম। নববর্ষকে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত কণ্ঠে পাঠ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'এসো এসো হে...' গানটি। এককথায় বহু স্মৃতি আমার হৃদয়ে জমা হয়েছে। ধীরে ধীরে সবটাই বলছি শোনো। এরপর এলো আরো জানার চুম্বকাংশ। সম্মিলিত নাচ এবং নববর্ষের গান। খোলা আকাশের নীচে শুরু হ'ল সবার কাঙ্খিত কনসার্ট। ক্লাসের ভালো সুরের দু'জন বন্ধু এবং দু'জন বান্ধবী পালা করে গান করছিল এবং আমরাও যেন মত্ত-উন্মাতাল হয়ে নাচছিলাম। সকলেই প্রায় পসন্দমতো জুটি করে নাচছিল, গাইছিল লাফালাফি করছিল। ছেলে-ছেলে, ছেলে-মেয়ে, মেয়ে-মেয়ে একসাথে নাচার দৃশ্যটাই আমাকে অন্যরকম লেগেছিল। বিশেষত বাজারে নতুন আসা পোষাক, যেগুলি বর্তমানে উচ্চতম স্থানে এবং দামে চড়া, প্রায় সবাই সেই ফ্যাশনেবল ড্রেসগুলি ক্রয় করেছিল। একই রকম ড্রেস এবং সাজ-সজ্জা নাচের অন্তর্মিলে বিশিষ্টতা দান করেছিল। বিভিন্ন রকমের প্রেমোচ্ছল এবং মহব্বতপূর্ণ উচ্চ বাজনার সংগীত আমাদেরকে পরস্পর নাচার ও বাহবা দেয়ার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিল। প্রতিটি গানের কথা যেন মন ছুঁয়ে দেয়। হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। গান শেষে মাঠে বসে থেকে আমাদের খোশগল্প শুরু হ'ল। তারপর এইতো বারটা পনের মিনিট অবধি আমরা গোল হয়ে বসে বসে বিভিন্ন প্রকার আড্ডা দিলাম। একসাথে সকলে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা চালাতে পারস্পরিক পরিচিতি এবং নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি জানাশোনা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পাবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়ার কারণে আমাদের শরীরে ক্লান্তি ভর করেছিল। ছেলে-মেয়েরা অনেকে একা ফিরতে সাহস না করায় আমরা একে অপরকে তাদের রুম অবধি এগিয়ে দিলাম এবং নিজেরাও রুমে ফিরলাম।

আয়োজনের সবটাই যে আনন্দময় ছিল তা কিন্তু মোটেও নয়। গানের মাঝখানে কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে দেখা গেল পড়ে যেতে। আমরা ক'জন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিতেই কর্তব্যরত চিকিৎসক জানালেন অতিরিক্ত ড্রিংকস নেবার ফলে এবং উচ্চ আওয়াযে কনসার্ট সহ নাচার কারণে নাকি ওদের দেহে চাপ পড়েছে। এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে এমনটা হওয়া বেদনাময় হ'লেও আমরা মনে প্রাণে এই বিশ্বাস লালন করি যে, ছোটখাট দুর্ঘটনা আয়োজনের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়। সবটা প্রকাশ করা যরূরী নয় হে ডায়েরী! আমরা আজ বিভিন্ন উপায়ে আয়োজনটি উপভোগ করেছি। থাক না কিছু গোপন কথা! যাই হোক, আজকের নববর্ষের আয়োজন অত্যন্ত সুখকর ও প্রীতিকর ছিল। সর্বাঙ্গ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ফলে আমরা এই নবাগত নতুন বছরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আজ নবম-দশম শ্রেণীতে পাঠ করার দিনগুলি বিশেষভাবে হঠাৎ মনে পড়ল। কেন তা কেইবা জানে? হয়তোবা কবীর চৌধুরী রচিত 'পহেলা বৈশাখ' প্রবন্ধের নববর্ষের বোধটুকু চেতনায় জাগ্রত করার জন্যই। ইংরেজ কবির কবিতার নববর্ষের ভাব নিয়েই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো!' এখন সেই বৈশাখ না এলেও আমাদের জীবনে আসছে তো ২০২৫, সেই ২৫-ই ঘুচিয়ে দিক জীবনের জরা। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় শুচি হৌক ধরা। যত প্রকার বাধা-বিপত্তি আছে, যত আনন্দের শেষে দীর্ঘ বেদনা আছে, তার সবটাই ফুরিয়ে যাক। নববর্ষ আমাদের জীবনে আসুক তার উজ্জ্বল মঙ্গল নিয়ে। নববর্ষ আমাদের অগ্নিস্নান করিয়ে এই পৃথিবীকে পবিত্র করে তুলুক। হে ডায়েরী! শেষটাতে তোমাকে আবারও বলে রাখি, নতুন বছর এসেছে ধরায়, অকল্যাণ দূরীভূত হৌক, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক নতুন বছর। শুভ নববর্ষ ২০২৫।

মুনতাহিম ডায়েরী এই পর্যন্ত লিখেই সমাপ্তি টানে। এক বছরের সমাপ্তি শেষে যেন তার দেহ ক্লান্ত কিন্তু নতুন বর্ষের আগমনে হৃদয় প্রাণবন্ত। পেটমোটা ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠা অবধি লিখে সে ডায়েরীও শেষ করেছে। ডায়েরী বন্ধ করে একবার ডায়েরীটা বুকে চেপে ধরে। নতুন বছরে পদার্পণের আনন্দে আর একটি বছরের দুঃখ-সুখ গাঁথা স্মরণ করে তার দু'কপোল অশ্রুসজল হয়। মুনতাহিম বড্ড ক্লান্ত। যেন ঘুম মাত্র চোখ দু'টো বোজার অপেক্ষায় আছে। সারা রাতের আড্ডাক্লান্ত এবং নাচ-পরিশ্রান্ত দেহ যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে চায় এ বেলায়। মুনতাহিম মনে মনে শুভ নববর্ষ পাঠ করে কয়েকবার। আনমনে সে স্মরণ করে নেয় তার পুরনো স্মৃতি। হৃদয়ের অন্তরালে একা একাই রোমন্থন করে যেন। তারপর বুকে চেপে রাখা ডায়েরীটা শেল্ফের উপরে ২০২৩ সালের ডায়েরীর সাথে রেখে দেয়। কাল থেকে নতুন ডায়েরীতে নব উদ্যমে শুরু হবে তার জীবনের পথচলা।

মুনতাহিমের যাবতীয় কর্মকাণ্ড শেষ করে যখন শুতে যাবার প্রাক্কালে টেবিল ল্যাম্পর মৃদু আলো নিভায়, ঘড়ির কাটা জানান দেয় তখন বাজে ভোর পাঁচটা। মুনতাহিম জানে মাত্র কিছুক্ষণ পরেই ফজরের আযান হবে, কিন্তু তার দেহে ও মনে ভর করে শয়তানী ওয়াসওয়াসা। যখন মুওয়াযযিন আযান শুরু করেন 'আল্লাহু আকবর'... তখন মুনতাহিম গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে থাকে। কেইবা জানে? কত মুনতাহিম এমন করেই শেষরাতে বাসায় ফিরেছে আজ! তারপর ডায়েরীতে স্মৃতি রোমন্থন শেষে ফজরের আযানের প্রাক্কালে ঘুমিয়ে গেছে। তারা নববর্ষের মঙ্গল কামনা করে এবং নববর্ষের কাছে মঙ্গল চায়, মহান প্রভুর কথা বেমা'লূম ভুলে গিয়ে তলিয়ে যায় গভীর ঘুমের গহীন প্রান্তরে।

ফযরের আযান শেষ হয়, ইমামের সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত শেষ হয়, নতুন বছরের সূর্য গৎবাঁধা নিয়মেই উদিত হয়। কিন্তু অপসংস্কৃতিতে ক্লান্ত এবং সুশীলদের সেবাদাস মুনতাহিমেরা ঘুমিয়েই থাকে। না তাদের দেহ জাগ্রত হয়, না তাদের চেতনা ও মন মনন জাগ্রত হয়। মুনতাহিমদের যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন দুপুর গড়িয়ে গোধূলি নেমে আসে পৃথিবীতে। চোখ মেলে ওরা গোধূলির সৌন্দর্য দেখায় ব্যস্ত থাকে। প্রভুর স্মরণ ভুলে যায়, মস্তিষ্ক নুয়ে আসে নফসে লাউয়ামার পদতলে।

দৃশ্যপট- ২ : আদীব জীবনের সতেরটি বসন্ত পেরিয়ে তারুণ্যের হেমন্তে পদচারণাকারী একজন খুদে সাহিত্যিক। কোমল, স্নিগ্ধ শান্ত তার মুখাবয়ব। চেহারায় যেন ফুটে উঠে সংস্কারমুখী চেতনার দীপ্তিমান আভা। নিত্যই সমাজের অপকীর্তি এবং অশ্লীল সংস্কৃতিকে শব্দের হাতুড়ীতে বিচূর্ণ করতে যেন তার এই পৃথিবীতে আসা। নিত্যই তার লেখায় ফুটে উঠে অশ্লীল সমাজের নববী সংস্কারের জ্যোৎস্নামাখা শব্দগাঁথা।

তখন নিশুতি রাত। বারটা পেরিয়ে চুয়াল্লিশ মিনিট। ঘুমিয়ে পড়েছিল আদীব। চারিদিকে অশ্লীলতার বাজিময় বিস্ফোরণের বিকট শব্দ তার ঘুম কেড়ে নিল যেন। চারিদিকে শুরু হয়েছে নববর্ষের বাজি পোড়ানো। আদীবের চিত্ত হঠাৎ শব্দের হাতুড়ী পেটানোর সংকল্পে দৃঢ় হ'ল। সে সিদ্ধান্ত নিল আজ নববর্ষের বোধ নিয়ে কিছু লিখা যাক! আদীব সোনালী হলুদ রঙ্গের ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে গেল তার নড়বড়ে টেবিলে। বের করল বহুদিনের পুরনো ও বয়সের ভারে কভার চটে যাওয়া নোটবুক। কত-শত বোধ, কত-শত সাহিত্য আর অযুত-লক্ষ্য শব্দের মযবূত গাঁথুনি দেয়া যার প্রত্যেক পৃষ্ঠার পরতে পরতে।

বাম হাতের তালুতে তার মুখমণ্ডল সমর্পিত করে একদৃষ্টে সোনালী হলুদ বাতির দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। ধীরে ধীরে সোনালী-হলুদ আলো ঝাপসা লাগতে শুরু হ'ল। আদীব তার ডায়েরীর হলদেটে যমীনে ধাবমান অশ্বের মতো দ্রুতগতিতে ঘোরাতে শুরু করেছে তার কলম। রোজনামচা লিখছে সেও। কি লিখছে তাতে?

৩১শে ডিসেম্বর, রাত ১২:৫৬ : আজ আমার অন্তর বড়ই শোকার্ত এবং মস্তিস্ক চিন্তাক্লিষ্ট। বাইরে ক্রমাগত ফুটছে অপসংস্কৃতির রঙিন বাজি। এদিকে ঘরে বসে কেন থাকব চুপ? রাত-বিরাত হৌক, তবু কিছু সংস্কারমুখী চিন্তা-চেতনা তোমার সাথেই আলোচনা হৌক হে ডায়েরী! দুনিয়া যখন মেতেছে কুফুরীর রঙ্গোৎসবে তখন আমার মনোযোগী শ্রোতা পাওয়া দুষ্কর। তবে হয়েই যাক না তোমার সাথেই খানিক বোধগল্প!

দুনিয়াবী আয়োজনে ওদের প্রফুল্ল চিত্তের মত্ততা দেখো, অথচ আখেরাত সাজানোর শ্রেষ্ঠ আয়োজনে ওদের অনুপস্থিতি চরমে। দুনিয়ার অশ্লীল আয়োজনে ওদের উল্লাস দেখে মনে হয় যেন 'মৃত্যু', 'পুরুত্থান', 'কবর' নামক শব্দগুলি ওদের অভিধানে সাজানো নেই। থরে থরে সাজানো আছে কেবল দুনিয়ার জৌলুস এবং উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবনের তৃপ্ত হাস্যোজ্বল বদনের প্রশান্তিটুকু। ওদের জ্বালানো আলো তো দুনিয়ার রঙ মাত্র, কবরের কালো অন্ধকার কি ওদের স্মরণ হয় না? ওদের কি একবার স্মরণ হয় না সেইসব জনপদের কথা, যারা নিজেদের অশ্লীলতায় ধ্বংস হয়েছিল? কিন্তু আমি তো এই নির্লজ্জতার আয়োজনে খুঁজে ফিরি সেই হারানো শ্লীলতা। এহেন অপসংস্কৃতির রঙিন আয়োজনে মত্ত হ'তে চাই না দুনিয়াবী জৌলুসে। আবছা আলো-অন্ধকারে জীবনটুকু কাটাতে চাই রবের সন্তুষ্টিতে! হে পাঠক! তুমিও কি চাও না সেই পথ? তবে আজ ছুটে চলো অভ্রান্ত সত্যের পথে...। যে অভ্রান্ত পথে নেই এরূপ নববর্ষের মতো ঘৃণ্য ত্বাগূতের সূচালো কাঁটা। ওরা দেশের সংস্কৃতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য অযুত-লক্ষ টাকা দিয়ে বর্ণিল আয়োজন করতেই পারে। তবে আমরা নববী সুন্নাত পালন করে যাব যুগ-যুগান্তরে। ওরা এই আয়োজনে পেতে চায় হরেক সুঘ্রাণশোভিত পারফিউম এবং বিশিষ্ট গদিওয়ালা চেয়ার। কিন্তু আমরা তো সেই সৈনিক, যারা জান্নাতপানে ছুটে যেতে চাই অফুরন্ত সুঘ্রাণের পানে।

দুনিয়াবী খাদ্যের আয়োজনে আর সুশীলদের আবিষ্কৃত নববর্ষের প্রয়োজনে ওদের বাহারি রান্না দেখো! স্বাদে ভরপুর, সুগন্ধে ম্রিয়মান এবং দর্শনে জিভে পানি আসা সেসব খাদ্য ওরা কিভাবে মুখে তুলে? যাতে প্রথমত লেগে আছে বর্ষবরণের কলঙ্কিত মশলা এবং যে খাদ্য রাঁধা হয়েছে কেবলি অপ্রয়োজনে!

ভেবে দেখো হে ডায়েরী! আজ প্রিয়ভূমি ফিলিস্তীনের গাযা বিধ্বস্ত, ফুলের মত অযুত নিষ্পাপ শিশুর করুণ চাহনিতে ক্ষুধার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান। ওরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। খাবারের গামলা হাতে দিগ্বিদিক দৌড়ায় ত্রাণের ট্রাকের শব্দ শ্রবণে! অথচ অপসংস্কৃতির অপ্রয়োজনে রেঁধেছে ওরা কত খাদ্য। আজ রাস্তার ধারে দু'খণ্ড পলিথিনের ছাদঘেরা ছেঁড়া গৃহগুলি দেখো! অযুত পথশিশুর নিষ্পাপ করুন চাহনিতে একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখো। ওদের হৃদয় কি গোশতপিণ্ড নাকি প্রস্তরখণ্ড একবার ভেবে দেখো। ওরা খাবার অপচয় করছে, ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে তথাপি ছেড়ে দেয় না কোন আইটেম। ডাস্টবিন থেকে তুলে খেতে থাকা ক্ষুধার্তকে ওরা তাড়িয়ে দেয়। ওরা কি পাষাণ না মানুষ? ভুবনজুড়ে অগণিত আবাল-বৃদ্ধ বণিতার ক্ষুধার্ত উদরের আকুল আর্তচিৎকার কি ওরা শুনতে পায় না?

প্রিয় নবীজি যেখানে খাদ্য খাওয়ানোকে ইসলামের সৌন্দর্য আখ্যা দিলেন সেখানে ওরা কেমন করে মত্ত হয় বর্ষবরণের উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে আসা পথশিশুর দলকে তাড়াতে? হে ডায়েরী, বিবেকের একবিন্দু প্রশ্ন রেখে দিলাম তোমার কাছে সযতনে।

ওরা আজ নাচ-গানে অশ্লীলতায় মগ্ন। উন্মাদের মতো ওরা মদ্যপান করে এবং লাফায়, চিৎকার চেচামেচি করে দিগ্বিদিক নাচের তান্ডব ছড়ায়। হঠাৎ কেন যেন আমার কল্পনায় ওদের ভবিষ্যৎটুকু একঝলক দেখা দিল। বিবেক জাগ্রত হয়, পৃথিবীতে অশ্লীল কর্মসাধনকারীরা যেমন করে উলঙ্গ অবস্থায় জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আগুনের যন্ত্রণায় ঠিক এভাবেই চিৎকার চেচামেচি করবে। উন্মাদ অবস্থায় ছোটাছুটি-লাফালাফি করবে। ঠিক সেই কর্মের যেন অনুশীলন ওরা দুনিয়াতে প্রতি বছর করে আসছে।

যে তরুণ প্রজন্ম আজ এহেন অপসংস্কৃতিতে মত্ত, তাদের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে আগত সন্তানেরা কোন চেতনাধারী হবে? তারাও কি সমচেতনায় বরং অধিক বেশী নোংরা চেতনায় এমন অপকর্মে লিপ্ত হবে না? গানের যতগুলি যৌনসুড়সুড়ি উদ্রেককারী অশ্লীল শব্দ তারা শ্রবণ করছে দীর্ঘ সময় ধরে, সমপরিমাণ সময়ে যদি তারা তাসবীহ-তাহলীল করত তবে কি সমৃদ্ধ হ'ত না ওদের পুণ্যভাণ্ডার? ওদের শোনা বাজনা যেমন শ্রবণেন্দ্রীয়ে প্রবেশ করে। ঠিক তদ্রূপ গরম গলিত সীসা কী তারা সহ্য করতে পারবে?

মহামহিম পরওয়ারদিগার প্রভু যখন রাত্রির শেষ প্রহরে নেমে আসেন দুনিয়ার আসমানে ঠিক ততক্ষণ অবধি এবং পুরো রাত্রি জুড়ে যারা খোলামাঠে আড্ডা দেয় অশ্লীতিকর ও অশ্লীল অবস্থায়, যারা রহমানের উদাত্ত আহ্বানের মর্ম উপলব্ধি না করে মত্ত থাকে গান বাজনায়, তারা কী শেষরাতে একবারের জন্যও প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেয়? নাকি প্রভুর আহ্বান উপেক্ষা করেই নিজেদের মাঝে তোলে হাসির রোল? বর্ষবরণের রাত্রিটা নতুন প্রভাত দেখার জন্য অপেক্ষা করা ঐ মত্ত ছেলে-মেয়েরা কেন বুঝে না যে এই অপেক্ষা তার মৃত্যুরও তো হ'তে পারে!

হে ডায়েরী, আমার দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকু যদি বলি তবে শোন! দিন যেমন মহাদিবসের দিকে ধাবিত হচ্ছে সময়ের বদলে বদলে, ঠিক তেমনিই তো যেন নববর্ষ কেন্দ্রীক অশ্লীলতা ক্রমাগত চূড়ান্ত অপকর্মের পথ ধরে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে! যে প্রজন্ম নারী-পুরুষের পরস্পর পর্দাশীলতা মেনে চলে না, যে প্রজন্মের ছেলেরা অপসংস্কৃতির ঘৃণ্য আয়োজনে মেতে ওঠে, যে প্রজন্মের মেয়েরা নববর্ষের নতুন সাজে নেচে উঠে গানের তালে তালে, যে প্রজন্ম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের অঙ্গনে পা ছুঁইয়েও বিদ্যা-বুদ্ধির শূন্যতায় ভুগে, যে প্রজন্ম মুসলিম হয়েও খ্রীষ্টানদের রীতি মেনে চলে সে প্রজন্ম আর যাই হোক না কেন, আগামীর মুসলিম উম্মাতের জন্য শুধু হুমকিস্বরূপই নয়, বরং ওরা পরোক্ষভাবে ইসলাম নিধনে তৈরী হওয়া গোলাবারুদ।

আদীব তার রোজনামচা লেখা শেষ করেছে। দীর্ঘক্ষণের চিন্তাপ্রসূত লেখা শেষ করে তার চেহারায় একই সাথে ক্লান্তি এবং দীপ্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গোছানো বইপত্রের ফাঁকা ডায়েরীটা গুঁজে দিয়ে আদীব দাঁড়ায় জানালার ধারে। পাল্লা মেলে ধরতেই শীতের একপশলা দমকা হাওয়া তার গায়ে লাগে। জানালার কাছেই বিরাট শিমুল তুলোর গাছের সৌন্দর্য আজ তার চোখে কেন যেন ধরা পড়ছে না। আকাশে তখনো নববর্ষের বাজি ফুটেই চলেছে। ক্ষণিকের জন্য বাজির আলো আলোকিত করে শহর। আবার রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। আদীব সমস্ত চিন্তা-চেতনার ঊর্ধ্বে তখন ভাবতে থাকে কবরের অন্ধকার এবং পুলছিরাতের আলো। আসমানে আলো-অন্ধকারের বিরল ছায়ায় কেবলই তার স্মরণ হ'তে থাকে, কবরের আঁধার সে কিভাবে কাটাবে? পুলছিরাতের ব্রিজ পেরুতে তার কাছে কেমন লাগবে? বাইরে শীতের হিমবাতাস বইছে। জানালা ধরে রেখে আদীবের দশ আঙ্গুল বরফশীতল প্রায়। জানালার বাইরে দুনিয়াবী অবাধ্যতা আর মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে চলমান প্রভুর ভয় তাকে জানালা থেকে সরতে দেয় না যেন। কুঞ্চিত কপালে গভীর রেখাপাতে প্রচণ্ড শীতার্ত হীম বাতাসের জন্য জমে যাওয়া দেহের প্রতি তার আর মনোযোগ দেয়া হয়ে ওঠে না, যেন সে প্রভুর শেষ আসমান থেকে দেয়া উদাত্ত আহ্বান শোনার জন্য ব্যকুল, প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত।

আশা, স্বপ্ন ও চেতনা : সুপ্রিয় পাঠক! আমরা বিশেষভাবে আশা করি যে, দু'জন ভিন্ন চেতনার চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং বর্ষবরণ নিয়ে উভয়ের বোধ নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছেন। যেহেতু মহান প্রভূ মানুষকে বিবেকসহই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, সেহেতু সেই বিবেক যথার্থ প্রয়োগের দায়িত্ব মানুষের। আপনি যদি অপসংস্কৃতিতে মত্ত থেকে প্রভুর অসন্তুষ্টি বিনামূল্যে ক্রয় করতে চান, সিদ্ধান্ত আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম। আর খালেছ মুমিনের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যদি যিন্দেগী কাটাতে চান ও সকল পাপাচার হ'তে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনাকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

আমাদের স্বপ্ন হ'ল মুনতাহিমের মতো চেতনার অধিকারী তরুণ সমাজ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ থেকে সত্য পথের উপলব্ধি করবে এবং তা গ্রহণে শান্তি পাবে এবং আদীবের মতো অযুত-নিযুত সাহিত্যিক তাদের মতাদর্শকে সত্যজ্ঞান করেই তাদের সংস্কারধর্মী কলম দিয়ে পৃথিবীর অন্যায়-অশুচির বিরুদ্ধে কলম চালাবে। একেকজন হয়ে উঠবে বাতিল দূরীকরণে অভেদ্য দূর্গের কলমি পাহারাদার।

আর আমাদের চেতনা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর অভ্রান্ত সত্য পথের চেতনা। 'আমাদের চেতনা আদীবের চেতনা'। আমরণ এই চেতনা আমরা ধরে রাখতে চাই। পদদলিত করতে চাই শির উঁচে দাঁড়ানো ত্বাগূতের পতাকাকে। মিশিয়ে দিতে চাই ধূলির সাগরে। আল্লাহ তুমি কবুল করো- আমীন!

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫

সকলের জন্য উন্মুক্ত *(২০২৪ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)*

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- *(সনদসহ)*
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- *(সনদসহ)*
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- *(সনদসহ)*
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- *(সনদসহ)*

- সময়_____ তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ এর ১ম দিন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে ৭-টা।
- স্থান_____ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
- প্রশ্নপদ্ধতি_____ এম. সি. কিউ. (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা।
- অংশ গ্রহণের আবেদন লিংক____ shorturl.at/3VF87
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান_____ তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ।

ফ্রী রেজিস্ট্রেশন

নির্বাচিত গ্রন্থ

- ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- স্মারকগ্রন্থ-২ *বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৪৬-১৩০৯৬৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ব্লাডপ্রেসার সম্পর্কে যরূরী জ্ঞাতব্য

*-ডা. মহিদুল হাসান মারুফ**

একটা নির্দিষ্ট রক্তচাপ বজায় রাখা প্রত্যেক সুস্থ, সবল মানুষের জন্য অত্যন্ত যরূরী। সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ এভারেজ ১২০/৮০ মি.মি. মার্কারী ধরা হ'লেও সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার (উর্ধ্বসীমার রক্তচাপ) ৯০ থেকে ১৩০ মি.মি. আর ডায়াস্টলিক ব্লাডপ্রেসার (নিম্নসীমার রক্তচাপ) ৬০ থেকে ৮৫ মি.মি. পর্যন্ত স্বাভাবিক ধরা যায়।

দুই হাতের মাঝে ব্লাডপ্রেসারে কিছুটা পার্থক্য হ'তে পারে, সাধারণত ডান হাতে একটু বেশী থাকে। তবে বাংলাদেশের অনেকের এভারেজ ব্লাডপ্রেসার ৯০/৬০ মি.মি. এটাকে তাদের জন্য নরমাল বলা যায়।

৯০/৬০ মি.মি. অপেক্ষা কমে গেলে এবং বেশী মাথা ঘুরলে বা হাঁটাচলা, স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হ'লে এটাকে লো-প্রেসার বলা হয়। তবে এই রক্তচাপ নিয়ে নানান ভুল বুঝাবুঝি, ভ্রান্ত চর্চা, অসতর্কতা প্রচলিত রয়েছে। সেসব বিষয়ে ভালো করে জানাশোনা থাকা যরূরী। রক্তচাপ পরিমাপে কিছু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রক্তচাপ নির্ণয়ের সঠিক নিয়ম শিক্ষিত, সচেতন সকলকে জেনে বুঝে রাখা একান্ত কর্তব্য।

১. রক্তচাপ পরিমাপের পূর্বে কমপক্ষে ৩-৫ মিনিট এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। তারপর ওখানে বসেই প্রেসার মাপা উচিত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শুয়ে থেকেও রক্তচাপ মাপা যাবে।

২. রক্তচাপ পরিমাপের আধা ঘন্টা পূর্বে শারীরিক পরিশ্রম, চা/কফি খাওয়া, ধূমপান থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. রক্তচাপ পরিমাপের সময় কথাবার্তা, অস্থিরতা, উত্তেজনা পরিহার করে রিলাক্সে থাকতে হবে।

৪. ব্লাডপ্রেসার চেক করার সময় বসার সঠিক পদ্ধতি- এ সময় সোজা হয়ে চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসে, হাতটাকে কাছাকাছি টেবিল বা চেয়ারের হাতলের উপর হার্টের বরাবর রাখতে হবে, দুই পা আড়াআড়ি রেখে বসা যাবে না।

৫. টাইট ফিটিং, মোটা কাপড় পরিহিত থাকলে সরিয়ে নেওয়া উচিত, তবে কাপড় শক্তভাবে ভাঁজ করে/গুটিয়ে রেখে মাপলেও কিছুটা ভুল আসতে পারে।

মূলত হাতে কাপড় থাকুক বা অনাবৃত থাকুক হাতের কনুইয়ের ভাজে ব্রাকিয়াল ধমনীর গতিশীলতা অনুভব করে এই নির্দিষ্ট অবস্থানে স্টেথোস্কোপ বসাতে হবে এবং বিপি মেশিনের কাফের তীর-চিহ্নিত অংশ রাখা যরূরী।

৬. বিপি মেশিনের কাফটিকে কনুইয়ের ভাজের ২ সে.মি. উপরে এবং টিউব ২ টিকে বাহুর সামনের দিকে রাখা যরূরী।

৭. এনালগ বিপি মেশিন ব্যবহার করা ভালো। ডিজিটাল মেশিন সঠিক নিয়মে সেট না করলে পরিমাপে বেশ কিছুটা কমবেশী/ভুল আসতে পারে।

৮. এনালগ মেশিনে চেক করার শুরুতে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি. মি. করে বিপি কাফ ফুলাতে হবে, অতঃপর কাফের প্রেসার কমানোর সময় আনুমানিক প্রতি সেকেণ্ডে ২ মি. মি. করে কমিয়ে শব্দ শুনতে হবে। শব্দ শুরুর পয়েন্ট সিস্টোলিক, আর শব্দ শেষ হওয়ার পয়েন্ট ডায়াস্টলিক প্রেসার নির্দেশ করে।

৯. শুধু কাটা নড়াচড়া দেখে সঠিক মাপ ধারণা করা যাবে না, শব্দ শুনেই রক্ত চাপের হিসাব খেয়াল রাখতে হবে।

১০. বাথরুমের বেগ নিয়ে, তাড়াহুড়ো করে এসে, যেনতেনভাবে মেপে অনুমানে করে রক্তচাপ কনফার্ম করা যাবে না। রক্তচাপ অস্বাভাবিক আসলে পুনরায় চেক করতে হবে। অপর হাতেও ব্লাডপ্রেসার মেপে দেখা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ : রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি. মি. মার্কারী বা এর বেশী হ'লে সেটাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়।

উচ্চ রক্তচাপ-এর কিছু কারণ :

প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ জেনেটিক, বংশগত প্রভাবে হয়ে থাকে। তবে এর সাথে কিছু পারিপার্শ্বিক প্রভাব কাজ করে থাকে। যেমন অতিরিক্ত ওযন, ঘুমের মাঝে নাকডাকা, শ্বাস নিতে সমস্যা ও ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া, বেশী লবণ খাওয়া, ধূমপান করা, মাদকদ্রব্য সেবনসহ বিভিন্ন কারণে রিস্ক বেড়ে যায়। আর ৫% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ বিভিন্ন সমস্যার জন্য হ'তে পারে।

যেমন থাইরয়েডসহ বিভিন্ন হরমোনের সমস্যা, কিডনির কিছু রোগে, কিছু রক্তনালীর সমস্যা, কতিপয় ওষুধ অনেকদিন যাবত সেবন, যেমন- স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, ব্যথার ওষুধ, মহিলাদের হরমোণাল পিল সেবন। আর গর্ভবতী অবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ হয়ে যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ-এর জটিলতা/ক্ষতিকর প্রভাব : রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত থাকলে হার্ট এটাকসহ হার্টের বিভিন্ন সমস্যা, ব্রেইন স্ট্রোক, কিডনি, চোখের এবং দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তনালীর বিভিন্ন জটিলতার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যেতে পারে।

হাইপ্রেসার নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু পরামর্শ : ব্লাড প্রেসার ১৩০/৮০ বা এর নীচে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নয়তো কিডনি, হার্ট, ব্রেইন, চক্ষু, রক্তনালী ব্লক হয়ে পায়ে ঘা, পচন প্রভৃতি ক্ষতি হবার মারাত্মক ঝুঁকি বেড়ে যায়।

(১) অবশ্যই লবণ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে, যথাসম্ভব কম লবণে খেতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। সারাদিনে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সব মিলিয়ে ৫ গ্রাম/১ টেবিল চামচ লবণ খেতে পারেন, এর বেশী নয়। লবণ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে ৭-৮ মি.মি. পর্যন্ত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(২) উচ্চ সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবারগুলো অবশ্যই যথাসম্ভব কম খেতে হবে, এতেও হাইপ্রেসার নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। যেমন- গরুর গোশত, কলিজা, বিভিন্ন চিপস, সস, বিস্কুট, বেকিং পাউডার, আচার, চাটনি, পনির, চকলেট, কেক, পাউরুটি, জলপাই ইত্যাদি।

* *মেডিকেল অফিসার (অনারারী), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।*

(৩) যাবতীয় ফাস্টফুড, তেল, চর্বি, ভাজাপোড়া জাতীয় খাবার (গ্রিল, চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা ইত্যাদি) পরিহার করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে শাক, আঁশযুক্ত সবজি, ফলমূল খেতে হবে। এমন করতে পারলে বাড়তি প্রেসার ৮-১৪ মি.মি. পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

(৪) ধূমপান-বিড়ি/সিগারেট, জর্দা, গুল, মাদকসহ যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এগুলো সবই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এগুলো পরিহারেও হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

(৫) যাবতীয় দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, অস্থিরতা সাধ্যমত পরিহার করে প্রশান্তচিত্তে থাকতে চেষ্টা করতে হবে। ৫ ওয়াক্ত ছালাত, কুরআন তেলওয়াত ও যিকর করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। এভাবে ৫ মি.মি. পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(৬) শরীরের অতিরিক্ত ওযন কমাতে হবে। বিএমআই ২২.৫ এর নীচে রাখতে- উচ্চতা অনুসারে ওযন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অতিরিক্ত ১ কেজি ওযন কমালে ০.৫-২ মি.মি. মার্কারী পর্যন্ত রক্তচাপ কমে আসতে পারে।

(৭) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পটাসিয়াম যুক্ত খাবার যেমন- দুধ, দই, কলা, কালোজিরা, ডাবের পানি, শিম, টমেটো, কমলা ইত্যাদি খেলে কিছুটা কাজ করবে।

(৮) প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট মাঝারি গতিতে খোলামেলা পরিবেশে হাঁটাহাঁটি করা প্রয়োজন। এতেও ৫-১০ মিমি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসতে সহায়ক হবে।

(৯) রাতজাগা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। রাতে নিয়মিত ১০/১১টা থেকে ফজর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ৭ ঘণ্টা খুব ভালো ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে।

(১০) নিয়মিতভাবে চেক আপে থাকতে হবে। সপ্তাহে অন্তত ১ দিন। আর শরীর খারাপ লাগলেও সঠিক নিয়মে রক্তচাপ মনিটরিং করে লিখে রাখতে হবে।

(১১) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধের সঠিক ডোজ ঠিক করে নিয়মিত সেবন চালিয়ে যাওয়া একান্ত কর্তব্য।

ব্লাড প্রেসার সংক্রান্ত কিছু ভুল ধারণা/অসতর্কতা :

(১) হঠাৎ করে একবার প্রেসার বেশী পেলেই ওষুধ শুরু করা যাবে না, বরং কয়েকবার সঠিকভাবে মেপে প্রতিবারই বেশী থাকলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উপযুক্ত মেডিসিন এবং এর ডোজ ঠিক করতে হবে।

(২) কিছু দিন মেডিসিন খেয়ে একবার ব্লাডপ্রেসার কন্ট্রোলে এসে গেলে আর মেডিসিন খাওয়ার দরকার নেই- এমন ভুল ধারণার জন্যই হঠাৎ করে আবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে স্ট্রোক, হৃদরোগের সমস্যা বেশী হ'তে দেখা যায়। বরং মেডিসিন খেয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসলেও নিয়মিত মেডিসিন সেবন ও মনিটরিং করতে হবে।

(৩) হঠাৎ স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলেই ব্লাডপ্রেসার বেশী পেলেই কমানোর জন্য অনেকে নিজে থেকে/ফার্মেসী থেকে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন। এভাবে ব্লাডপ্রেসার কমালে হিতে বিপরীত হচ্ছে, স্ট্রোকের মাত্রা, পঙ্গুত্ব/প্যারালাইসিস এর ঝুঁকি আরও বেড়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ MBBS ডাক্তার দেখিয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রেসারের ওষুধ নিতে হবে।

(৪) ডেঙ্গু জ্বর, ডায়রিয়া বা বমি, রক্তক্ষরণ হয়ে বা অন্য কোন সময় হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার কমে ৯০/৬০ বা এর নীচে চলে গেলে নিয়মিত নেওয়া উচ্চ রক্তচাপের মেডিসিন সেবন বন্ধ রেখে অতিসত্বর মেডিসিনের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

(৫) ফার্মেসী থেকে নিয়ে বা ইচ্ছে মতো যে কোন মেডিসিন খাওয়া বা বন্ধ করা একদম উচিত হবে না। মেডিসিনের ডোজ ও ধরন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) গর্ভবতী অবস্থায় ব্লাডপ্রেসার হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে ৫ সপ্তাহের পর থেকে। সে সময় মাঝে মাঝে ব্লাডপ্রেসার চেক করতে হবে, আর বেশী হয়ে গেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক মেডিসিন সেবন করতে হবে।

(৭) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়- উচ্চ রক্তচাপ এর সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ নাও দেখা দিতে পারে। সেজন্য প্রতি মাসে/কয়েক মাস পরপর ব্লাডপ্রেসার চেক করা উচিত। তাহ'লে উচ্চ রক্তচাপ এর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে।

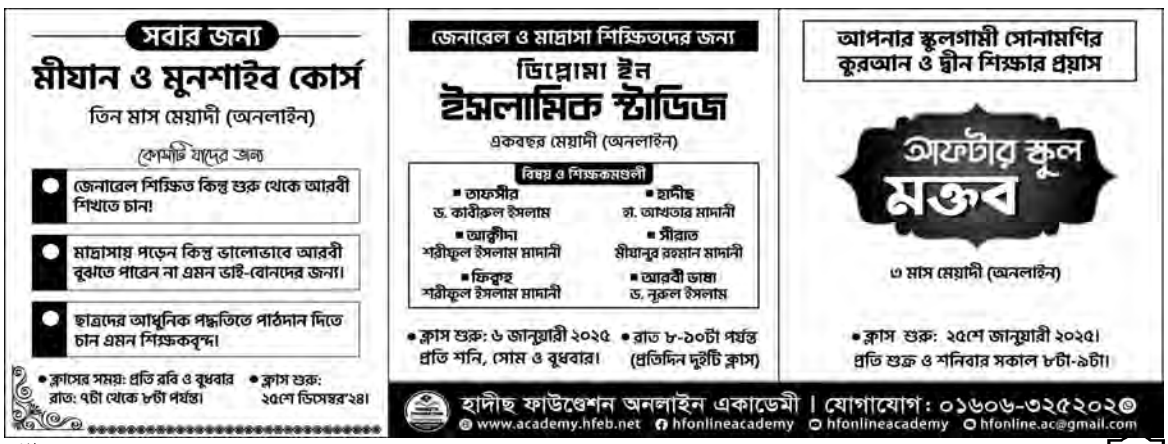

কবিতা

চাই কল্যাণ

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।

নিজের ওপর যুলুম করেছি অগণিত,
হে আল্লাহ! ক্ষমা কর মোরে হই পুলকিত।
জিহ্বার জড়তা মোর করে দাও দূর,
তোমার যিকির করি সুললিত সুমধুর।
হে প্রভু! তোমার কাছে চাই সকল কল্যাণ,
জানি বা নাজানি কিছুই অতীত-বর্তমান।
চাই মঙ্গল যা চেয়েছে নবী-রাসূলগণ,
তোমার কাছে চাই জান্নাতে আলোর ভুবন।
দাও শক্তি তোমার নির্দেশ করি পালন,
তোমার বিধানমতে করি জীবন যাপন।
দাও সুন্দর কল্যাণ যা বাতাস নিয়ে আসে,
সকল নে'মত দাও যা ভাসে নীল আকাশে।
ঈমানের অলঙ্কারে কর মোরে অলংকৃত,
হেদায়াতের উপর রাখ তুমি অবিরত।
তোমার ভাণ্ডার হ'তে কর অফুরন্ত দান,
আমি মিসকীন তোমার কাছে চাই কল্যাণ।
ক্ষমা কর সকল গোনাহ যত বাড়াবাড়ি,
পূর্বাপর সব দোষ মুছে দাও তাড়াতাড়ি।
করি অবনত শির তোমারই পদতলে,
সবাই করে তোমার বন্দনা এ ভূমণ্ডলে।

আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আঁধারে ঢেকে যায় যদি জীবনের আলো,
ভরসার প্রদীপ দূর করবে অন্তরের কালো।
পথের শেষ নেই তবু ছেড়ো না আশা,
সবই সম্ভব যদি করো আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা।
মাঝ দরিয়ায় ঝড় এলে ভয় পেয়ো না বন্ধু,
আল্লাহ্‌র রহমে পার হবে তরী উত্তাল সিন্ধু।
তাকে ডেকো মন থেকে গভীর মুনাজাতে
জরা সব মুছে যাবে রহমতের বারিধারাতে।
মানুষের পরিকল্পনা সবই তো সীমাবদ্ধ,
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই সত্য, চূড়ান্ত, বিশুদ্ধ।
রবের কাছে চায় যে, পায় সে রহমত,
আল্লাহ্‌র অপার কৃপা অবারিত বরকত।

মুসলিমের হক

-প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম

শোনেন সকল মুসলিম ভাই,
মুসলমানদের ছয়টা হকের খবর বলে যাই।
দেখা হ'লে সালাম দিবে
দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবে,
নছীহত চাইলে হক্ব উপদেশ দিবে,
হাঁচির দো'আয় জবাব দিবে।
বিমার হ'লে দেখতে যাবে,
মারা গেলে জানাযায় অংশ নিবে।
বর্ণনাটি মুসলিমের কিতাবুল আদাবে পাবে।

কুরআনের মর্যাদা

-ফায়যুল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম মহাপবিত্র বাণী,
মানব জীবনের জন্য অভ্রান্ত পথ বলে জানি।
পথভ্রষ্ট জাতিকে দেয় সঠিক পথের দিশা,
প্রতিটি আয়াতে মেলে উপদেশ শিক্ষা।
শব্দে শব্দে পাঠক পায় দশটি করে নেকী,
পড় বোঝ, জীবন গড়, এই তো ক'দিন বাকী।
কুরআন শুধু পড়ে, তাকের উপরে তুলে রাখার নয়
কুরআন দিয়ে জীবন, সমাজ, জাতি গড়তে হয়।
মানবে না যে কুরআন-হাদীছ হবে সে উন্মাদ,
পাবে না সে জান্নাতের নে'মতের স্বাদ।
জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানবে যে কুরআন
সেই পাবে পরকালে পূর্ণ পরিত্রাণ।

পড়াশোনার প্রয়োজন

-মুনতাহিম ছিফাত
বাগাতিপাড়া, নাটোর

পড়াশোনা আলো
জীবন পথের দিশা
পড়াশোনা কাটিয়ে দেয়
সকল হতাশা।
পড়াশোনা শিক্ষা
কাটায় অন্ধকার
মানুষের মাঝে গড়ে তোলে
বুদ্ধি চমৎকার।
পড়াশোনা শক্তি
মৌলিক অধিকার
সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে
এটি খুব দরকার।
পড়াশোনা সম্পদ
যার কোন ক্ষয় নেই
যতই বিতরণ করা হয়
ততই বেড়ে যায়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

স্বদেশ

মোবারকগঞ্জ সরকারী চিনিকলে প্রতি কেজি চিনির উৎপাদন ব্যয় ৫৪২ টাকা!

দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ চিনিকল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতি কেজি চিনিতে ৪১৭ টাকা লোকসান দিয়েছে। গত মাড়াই মৌসুমে সরকারী ভ্যাট ও ব্যাংকের সূদ দিয়ে মিলটির প্রতি কেজি চিনি উৎপাদন ব্যয় ছিল ৫৪২ টাকা। গত মাড়াই মৌসুমে চিনি আহরণের হার ছিল সর্বকালের নীচে। গত বছরে সব মিলিয়ে ৭০ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা এবং ৩৫০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ মাথায় নিয়ে সম্প্রতি মিলটি চলতি মাড়াই মৌসুম শুরু করেছে।

অবিশ্বাস্য চিনির উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে এর কারণ সম্পর্কে মিলটির জিএম জানান, ১৯৬৫ সালে স্থাপিত সেই পুরানো যন্ত্রপাতি দিয়ে চিনি উৎপাদন করা হচ্ছে। মিলটিতে কোন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এ কারণে প্রতি বছর লোকসানের বোঝা বাড়ছে। এলাকার কৃষকদের অভিযোগ, মিলের কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতাদের লাগামহীন দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে মিলটির ঐতিহ্য হারাচ্ছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অতিরিক্ত অদক্ষ জনবল নিয়োগের ফলে মিলকে প্রতি বছর বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয়।

এদিকে মিল সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, মোচিক বন্ধ থাকলে কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ বছরে ৮ কোটি টাকা আর উৎপাদন অব্যাহত রাখলে ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত লোকসান হয়। ফলে চালানোর থেকে না চালানো সরকারের জন্য ভালো।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরসংলগ্ন এলাকায় ১৯৬৫ সালে ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০৮ একর নিজস্ব জমির ওপর নেদারল্যান্ডস সরকারের সহযোগিতায় চিনিকলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিদেশ

যে গ্রামে গালি-গালাজ করলেই জরিমানা গুনতে হয়

ভারতের মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম সোন্ডাল। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সোন্ডালে গ্রামের ১৮০০ মানুষের বাস। এই গ্রামের মানুষ শপথ নিয়েছেন- যা কিছু হয়ে যাক, যেমন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কখনও মুখ থেকে খারাপ শব্দ ব্যবহার করবেন না তারা। যদি কেউ এই প্রতিশ্রুতি ভাঙেন, সেক্ষেত্রে ৫০০ রুপি জরিমানা দিতে হবে। গ্রামের প্রধান শরদ আরগড়ে বলেন, 'আমাদের এই গ্রামের অন্যতম সমস্যা ছিল এই গালিগালাজ। কারও সঙ্গে ঝগড়া হ'লে মা-বোনকে উদ্দেশ্য করে ঘৃণ্য গালি দেওয়া হ'ত। অথচ এরা ভুলে যান অন্যের মা-বোনকে গালি দিয়ে নিজের পরিবারকেও অসম্মান করছেন তারা। এই ঘটনার লাগাম টানতেই আমরা সকল গ্রামবাসী মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যেখানে সকলে শপথ নেন তারা কখনও বাজে শব্দ ব্যবহার করবেন না। এমনটা করলে ৫০০ রুপি জরিমানা দিতে হবে। এরপর থেকেই গ্রামে গালিগালাজ দেওয়ার ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে'।

[আমরা এই শুভ উদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। কেননা আমাদের নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল এবং অসভ্য হয় না' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৭)। উল্লেখ্য যে, নাটোরের একটি বাজারকে নাম মুক্তবাজার নামকরণ এজন্য হয়েছে যে, এখানকার সমাজ ব্যবস্থার কারণে এই বাজারটি চোরমুক্ত, মাদকমুক্ত ও অত্যাচারমুক্ত। কেউ কোন অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয় (রিপোর্ট দ্র. আত-তাহরীক, জুন ২০২৩, পৃ. ৪৩ (স.স.)]

বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চে খাদ্যপণ্যের দাম

বিশ্বজুড়ে খাদ্য-পণ্যের দাম বেড়েছে। প্রায় দুই বছর কম-বেশী স্থিতিশীল থাকার পর ফের উর্ধ্বগতি খাদ্য-পণ্যের দামে। শুক্রবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তা বিষয়ক অঙ্গসংস্থা এফএও এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে সার্বিকভাবে বিশ্বে খাদ্য-পণ্যের দাম বেড়েছে ২ শতাংশ। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বে খাদ্য-পণ্যের যে দাম ছিল, তার তুলনায় চলতি ২০২৪ সালের অক্টোবরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এফএওর তথ্য অনুযায়ী, গোশত ব্যতীত প্রায় সবধরনের খাদ্য-পণ্যের দাম বেড়েছে। সবচেয়ে বেশী বেড়েছে ভোজ্য তেলের দাম। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অক্টোবরে ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যা গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ, যা শতকরা হিসাবে ২০২৩ সালের অক্টোবরের তুলনায় ২১ দশমিক ৪ শতাংশ বেশী, চিনির দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং সিরিয়ালের দাম বেড়েছে দশমিক ৮ শতাংশ। বিপরীতভাবে গোশতের দাম কমেছে গত অক্টোবরে। এফএওর খাদ্য সূচক বলছে, সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবর মাসে বৈশ্বিক বাজারে গোশতের দাম হ্রাস পেয়েছে ০.৩%।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সফল উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক পরতেন পুরাতন পোষাক, ঘুমাতেন গ্যারেজে

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী ও সফল উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক-এর শৈশব কেটেছে দারুন অর্থকষ্টে। এক সময় দ্বিতীয় স্যুট কেনার অর্থ তার ছিল না। ঘুমাতেন মেঝেতে মাদুর পেতে। কখনো গ্যারেজেও ঘুমাতে হয়েছে। অথচ সেই ইলন মাস্ক এখন প্রায় ৪৩০ বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী।

শৈশবকাল হ'তে ইলন মাস্ক বই পড়তে ভালবাসতেন। ১০ বছর বয়সে কমোডর ভিআইসি-২০ কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে কম্পিউটারের উপর তাঁর আগ্রহ জন্মে। তিনি একটি ব্যবহার নির্দেশিকা ব্যবহার করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখেন। ১২ বছর বয়সে তিনি বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে একটি ভিডিও গেম তৈরী করেন।, যার নাম ছিল ব্লাস্টার। এই গেমটি ৫০০ ডলারে তিনি পিসি এন্ড অফিস টেকনোলজি ম্যাগাজিনের কাছে বিক্রি করে দেন। ১৯৯৫ সালে ইলন মাস্ক, তার ভাই কিম্বল এবং গ্রেগ কৌরি এঞ্জেল ইনভেস্টরস এর তহবিল দিয়ে ওয়েব সফটওয়্যার সংস্থা জিপ-২ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কমপ্যাক ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিপ-২ নগদ ৩০৭ মিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। মাস্ক বিক্রয় থেকে তার ৭ শতাংশ শেয়ারের জন্য ২২ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। এরপর থেকে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি *(উইকি)*।

মুসলিম জাহান

সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের পতন

সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের পতন ঘটেছে। তিনি পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। দীর্ঘ ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের আপাত অবসান ঘটেছে বিদ্রোহীদের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছে ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হাইআতু তাহরীরিশ শাম (এইচটিএস)। সিরিয়ায় টানা ৫৪ বছর স্বৈরশাসন চলেছে হাফেয আল-আসাদ ও তার পরিবারের। যিনি ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় এসে আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০০০ সালে তার পুত্র বাশার আল-আসাদ প্রেসিডেন্ট হন। তিনি পিতার মতই ঘাতক, নির্যাতক, মানবতাবৈরী, একনায়ক ও যালেম হিসাবে

কুখ্যাত ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে সিরিয়া কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর অর্থনীতি, অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সাড়ে ৭ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। ২ কোটি ২০ লাখ অধিবাসীর অর্ধেক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

যুলুম নির্যাতনের কিছু চিত্র : সরকার পতনের পরই খুলে দেওয়া হয়েছে ৫০টিরও অধিক কারাগার ও টর্চার সেল। ফলে ছাড়া পেয়েছেন বছরের পর বছর ধরে বন্দী হয়ে থাকা বিরোধী মতের মযলূম কারাবন্দীরা। এসব আটক কেন্দ্রে অগণিত বন্দীর বিরুদ্ধে ৭২টিরও বেশি ভিন্নধর্মী নির্যাতন পদ্ধতি ব্যবহার হ'ত বলে জানিয়েছে সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস। সিরিয়ার দামেস্কের কাছে অবস্থিত সেদনায়া কারাগারকে বলা হ'ত মানব কসাইখানা। এখানে প্রতিদিন বন্দীদের উপর চালানো হ'ত এমন অমানবিক অত্যাচার, যা কল্পনাতেও আনা সম্ভব নয়।

নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সেই সাথে ছিল যৌন নির্যাতন এবং ছোট কক্ষে একাকী বন্দিত্ব। বন্দীদের শরীরে ফুটন্ত পানি ঢালা, ডুবিয়ে শ্বাসরোধ করা, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, নাইলন ব্যাগ পুড়িয়ে তা শরীরে প্রয়োগ করা, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, আঙুল ও চুলের গোড়া বা কানসহ সংবেদনশীল অংশ পোড়ানো এবং জোরপূর্বক চুল উপড়ে ফেলা বা ধারালো যন্ত্র দিয়ে অঙ্গহানি করা। বন্দি হওয়া নারীদের ওপর ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালাতো আসাদ সেনারা। এসব নারী বন্দিদের মুক্তি দেয়ার সময় অনেক শিশুকেও দেখা যায়। পিতৃ-পরিচয়হীন এসব শিশু জন্মের পর থেকেই বন্দি জীবন পার করে আসছিল মায়ের সাথেই।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে, সিরিয়ার বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকা ১ লাখ ৩৭ হাযারের অধিক মানুষ মুক্তি পেয়েছেন। বন্দীরা কেউ কেউ প্রথমে এটি বিশ্বাসই করতে পারেননি। অনেকেই ভুলে গেছেন নিজের নাম। অনেক বন্দী জানেনই না গত ২০ বছরে কি ঘটেছে পৃথিবীতে।

এক গণকবরেই ১ লাখ মানুষের লাশ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের বাইরে এক গণকবরে অন্তত এক লাখ লোককে কবর দেওয়া হয়েছে। সিরিয়া নিয়ে কাজ করা সংস্থা সিরিয়ান ইমার্জেন্সি টাস্কফোর্স এ দাবী করেছে। সংস্থাটির প্রধান মু'আয মুছতফা বলেন, গণকবরটি এ পর্যন্ত চিহ্নিত পাঁচটি গণকবরের একটি। তবে এই গণকবরে যে এক লাখ লোককে কবর দেওয়া হয়েছে, এটি কম অনুমান। এই সংখ্যা আরও অনেক অধিক হ'তে পারে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, তাদের চিহ্নিত পাঁচটি গণকবরের চেয়ে আরও অনেক গণকবর আছে।

[শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের 'আয়নাঘর' ও খালেদা জিয়ার আমলে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'-এর নির্যাতন কাহিনী পুরাপুরি প্রকাশ পেলে সিরিয়ার লোমহর্ষক নির্যাতনের কাছাকাছি হওয়াটাও বিচিত্র নয়। শেখ হাসিনা আশ্রয় নিয়েছেন তার মদদদাতা ভারতের নিকট। আর বাশার আল-আসাদ আশ্রয় নিয়েছেন তার মদদদাতা রাশিয়ার নিকট। এতে বুঝা যায়, এসব যুলুমের জন্য এদের মদদদাতারাও কম দায়ী নয়। আমরা তাদেরকেও ধিক্কার জানাই (স.স.)]

কারাগারে বসেই কুরআনের হাফেয হ'লেন ১৩ হাযার কারাবন্দী

আফ্রিকার দেশ মরক্কোতে কারাগারে বসেই পবিত্র কুরআনের হাফেয হয়েছেন ১৩ হাযার ৪৬৪ জন কারাবন্দী। দেশটির কারা কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন নিউজ এজেন্সি' ও 'মরক্কোর নিউজ এজেন্সি' এবিএনএ।

মরক্কোর কারাগার প্রশাসনের জেনারেল বোর্ডের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রশাসন দেশের আওকাফ এবং ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মরক্কোর কারাগারে খুৎবা এবং ইসলাম বিষয়ক নানা নির্দেশিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেই সঙ্গে পবিত্র কুরআন প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় দো'আ-দরূদ ও হাদীছ মুখস্থ করার মাধ্যমে বন্দীদের ইসলামী মূল্যবোধ শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে ২০২৪ সালে এখন পর্যন্ত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ১৩ হাযার ৪৬৪ জন বন্দী পবিত্র কুরআন হেফয করেছেন। মোট ৬৭ হাযার ৭৭২ জন বন্দী এ কর্মসূচী থেকে উপকৃত হয়েছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পাঁচ হাযার বছর ধরে চলবে যে ব্যাটারি

একদল বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এমন একটি ব্যাটারি তৈরি করেছেন, যা হাযার বছর ধরে শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যুক্তরাজ্যের আণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ ও ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই ব্যাটারি তৈরি করেছেন। বিজ্ঞানীরা এই ব্যাটারিকে বিশ্বের প্রথম কার্বন-১৪ ডায়মন্ড ব্যাটারী' হিসাবে দাবি করছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ব্যাটারি শ্রবণযন্ত্র ও পেসমেকারের মতো চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করা যাবে। এতে অনেক যন্ত্র প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে।

বিজ্ঞানী সারাহ ক্লার্ক বলেন, অবিচ্ছিন্ন শক্তি প্রদানের জন্য এই ব্যাটারি নিরাপদ ও টেকসই উপায়। এমন উদীয়মান প্রযুক্তিতে কার্বন-১৪ ব্যবহার করা হয়েছে যা কয়েক হাযার বছর পরেও তার অর্ধেক শক্তি ধরে রাখবে। ফলে মহাকাশ কিংবা পৃথিবীর যেকোন চরম পরিবেশে এই ব্যাটারি বেশ কাজে আসবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী টম স্কট বলেন, ক্ষুদ্র শক্তির উৎস হিসাবে নতুন প্রযুক্তির ব্যাটারি মহাকাশ প্রযুক্তি ও বিভিন্ন চিকিৎসাযন্ত্রে ব্যবহার করার সুযোগ আছে। এমন ব্যাটারি পারমাণবিক বর্জ্য মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ বিকল্প উপায় দিতে পারে। কিছু নিউক্লিয়ার ফিশন পাওয়ার প্ল্যান্টের গ্রাফাইট ব্লকে কার্বন-১৪ উৎপন্ন হয়। যুক্তরাজ্যে প্রায় ৯৫ হাযার টন গ্রাফাইট ব্লক রয়েছে। গ্রাফাইট ব্লক থেকে সহজে কার্বন-১৪ নিষ্কাশন করে এমন ব্যাটারি তৈরির বিশাল সুযোগ আছে।

বিশ্বের বৃহত্তম অ্যাপার্টমেন্ট চীনে

চীনের কিয়ানজিয়াং শহরে তৈরী হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আবাসিক ভবন। রিজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল নামে এই ভবনটি ৬৭৫ ফুট উঁচু। ইংরেজি অক্ষর এস-এর আকারের এই ভবনটি ১৪ লাখ ৭০ হাযার বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং এর ৩৯ তলা টাওয়ারে হাযার হাযার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। যেখানে ২০ হাযারেরও অধিক লোক বাস করে। প্রাথমিকভাবে একটি উচ্চশ্রেণীর হোটেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, পরে এটি একটি প্রশস্ত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তরিত হয়।

বিশাল এ বিল্ডিংটিকে একটি 'স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়'ও বলা হয়, যা বাসিন্দাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ফলে তাদের বিল্ডিংয়ের বাইরে পা রাখার প্রয়োজন হয় না। কমপ্লেক্সে শপিং সেন্টার, রেস্তোরাঁ, স্কুল, হাসপাতাল এবং বিনোদনমূলক সুবিধা সহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে, যা এটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। বাসিন্দাদের জন্য এখানে আরো রয়েছে অত্যাধুনিক ফিটনেস সেন্টার, ফুড কোর্ট, ইনডোর সুইমিং পুল, মুদি দোকান, নাপিতের দোকান এবং বিস্তৃত বাগান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৭. যেলা সম্মেলন : রাজশাহী-পূর্ব
ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার হেলিপ্যাড ময়দান, ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী-পূর্ব : অদ্য দুপুর ২-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ হেলিপ্যাড ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা ফাতিহার ৫ম আয়াত তেলাওলাত করে বলেন, ছিরাতে মুস্তাক্বীম সর্বদা সরল, সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। যুগ বা সমাজ তাকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং সেই-ই সবকিছুকে পরিবর্তন করে দেয় ও মানুষকে তার পথে পরিচালিত করে। তাই ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকল পর্যায়ের মানুষেরই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র হেদায়াত প্রয়োজন। যার শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, বাগমারা উপযেলা-পূর্ব-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহেল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন তাহেরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম। সম্মেলনে রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম ছাড়াও রাজশাহী-সদর, নওগাঁ, নাটোর প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

৮. যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা
শিরক বিমুক্ত তাওহীদের অনুসরণ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান, সাতক্ষীরা : অদ্য দুপুর ২-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত যেলা শহরের সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা কাহফের ১১০ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার লাভ করতে চায়, তাকে অবশ্যই দুনিয়া থেকে দু'টি আমল করে যেতে হবে। নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং বিদ'আত মুক্ত সৎকর্ম।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুযযামান ফারূক। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩১ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৬ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

সম্মেলনে সরকার ও জনগণের নিকট ১১ দফা দাবী পাঠ করেন যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুফলেহুর রহমান। যা সমস্বরে সমর্থিত হয়। (১) ৯২ শতাংশ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। (২) প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিল করে বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষাবান্ধব পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। (৩) মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার, জঙ্গীবাদ, চরমপন্থাসহ যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে আহলেহাদীছসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে। (৪) সকল কোটা বাতিল করে মেধা মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে নির্দলীয়ভাবে সকল যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। (৫) ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা ও সহকর্ম প্রথা বাতিল করতে হবে এবং মহিলার জন্য পৃথক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। (৬) অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে সরকারীভাবে একটি 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ' বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। (৭) অসাধু ব্যবসায়ী ও মওজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে। (৮) বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অবাধ প্রসার বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে শহরে-গ্রামে যত্রতত্র মদ, জুয়া এবং লটারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৯) আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিযবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহ প্রতিরোধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। (১০) বর্বর ইস্রাঈলী হামলার শিকার অসহায় ফিলিস্তীনী মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং ইস্রাঈলের মদদদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পাশ্চাত্যের পশু শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারকে সকল বিশ্বফোরামে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছে। সর্বোপরি দখলদার ইস্রাঈলকে প্রতিরোধে আল্লাহ্র গায়েবী মদদ কামনা করছে। (১১) প্রচলিত দলীয় শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে শূরা পদ্ধতির আলোকে ইমারত ও খেলাফত ভিত্তিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের পর দিন শুক্রবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলার সদর থানাধীন পুরানো সাতক্ষীরা দক্ষিণপাড়ার নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান

করেন। কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বুলারাটিস্থ আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী প্রতিষ্ঠিত ও আমীরে জামা'আত কর্তৃক পুনর্নির্মিত দোতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির আমীরে জামা'আত প্রতিষ্ঠিত আলীপুর বুড়িপুকুর কান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

শুক্রবার বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার কমনরুমে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ দেন।

৯. যেলা সম্মেলন : খুলনা

ঈমানের সাথে আমল সম্পাদন করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২৩শে নভেম্বর শনিবার চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসা ময়দান, রূপসা, খুলনা : অদ্য বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত যেলার রূপসা উপযেলাধীন চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' খুলনা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা নাহলের ৯৭ আয়াত পাঠ করে বলেন, সৎকর্ম মানুষকে পবিত্র জীবন দান করে। মানব জীবনে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ের প্রভাবই লক্ষণীয়। তিনি বলেন, সৎকর্ম কবুলের পূর্বশর্ত হ'ল ঈমান। কাফের দুনিয়াতে কোন ভালো কাজ করলে মানুষের প্রশংসা পাবে কিন্তু আখেরাতে কোন প্রতিদান পাবে না। তাই ঈমানের সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করুন!

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, যেলার সাধারণ সম্পাদক ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুফীযুল ইসলাম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শো'আয়েব, তেরখাদা উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফীরোয, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস, সাতক্ষীরা যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুল্লাহ। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪৫ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

১০. যেলা সম্মেলন : নরসিংদী

অহি-র বিধানই চূড়ান্ত

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার পাঁচদোনা, নরসিংদী : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ স্কুল এণ্ড কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মনগড়া কোন কথা বলেননি। যা বলেছেন অহি-র বাণী থেকেই বলেছেন। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশের মতই চূড়ান্ত এবং আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস, যা কখনোই সঠিক নয়। তাই সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম ও অহি-র বিধানের অনুসরণ ব্যতীত মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে নরসিংদী পৌঁছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পাঁচদোনা বাজার মোড় টিনশেড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। খুৎবায় তিনি সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীরা আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে নূরের সিংহাসনে বসবেন বলে হাদীছ উল্লেখ করেন। তিনি সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে হালাল রূযী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে ৮জন ৮টি স্থানে খুৎবা দেন। যেমন (১) কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম বাগহাটা খন্দকার বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, (২) প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন দক্ষিণ শিলমান্দী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে, (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বাগহাটা মিরাপাড়া জামে মসজিদে, (৪) কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন চৌয়া বড়টেক জামে মসজিদে, (৫) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম কেন্দুয়া মধ্যপাড়া বাজার জামে মসজিদে, (৬) সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট) কান্দাইল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, (৭) আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান বাগহাট আল-আকছা জামে মসজিদে ও (৮) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র উপদেষ্টা মাওলানা তাসলীম সরকার চৌয়া ইসলাম পাড়া আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সেক্রেটারী ও বর্তমান ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র উপদেষ্টা মাওলানা তাসলীম সরকার, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক হেমায়েত হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, আল-'আওনের সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। সম্মেলনে বিপুল জনসমাগম হয়। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৫০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২২ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

১১. যেলা সম্মেলন : কুমিল্লা

অন্ধকার থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৭ই ডিসেম্বর শনিবার টাউন হল, কুমিল্লা : অদ্য বেলা ৩-টায় যেলা

শহরের টাউন হল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা আন'আমের ১২২ আয়াত পাঠ করে বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র পথই আলোর পথ। এর বিপরীতে যত পথ আছে সবই অন্ধকারের পথ। নবী-রাসূলগণ সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ত আলোর পথেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনীতি এবং দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব ও নির্বাচন ব্যবস্থা দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তাই এ পথ ছেড়ে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ শূরা ভিত্তিক ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমে এগিয়ে আসুন!

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, নারায়ণগঞ্জ যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, নারায়ণগঞ্জের প্রিন্সিপাল ড. ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমান। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে **১১** জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৫ জন 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

১২. আঞ্চলিক সম্মেলন : রাজশাহী

বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৩ই ডিসেম্বর শুক্রবার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, রাজশাহী : অদ্য বেলা আড়াইটা থেকে রাত সাড়ে ৯-টা পর্যন্ত মহানগরীর ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজশাহী-সদর, রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সমূহের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক মহা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা জুম'আর ২য় আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের জন্যই আল্লাহ তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামের মাধ্যমেই তিনি অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ছিল ইসলাম। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ হ'তে পারেনি। অথচ আড়াই হাযার মাইল দূরত্বের উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একত্রিত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর স্বাধীন 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটে। তিনি বলেন, ইসলামই হচ্ছে এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। অতএব বাংলাদেশের সংবিধান হবে ইসলাম।

রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, নাটোর যেলার সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর যেলার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলার সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল করীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, রাজশাহী-পশ্চিম যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক ইয়াসীন আলী। এছাড়াও পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলন উপলক্ষে এই দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় মারকাযী জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন। এছাড়াও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শহরের বিভিন্ন মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। যেমন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (২) গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ছোট হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (৩) ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার নওহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (৪) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ হড়গ্রাম শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪৬ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প : সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মোট ৬৩ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২৫ জনের ব্লাড প্রেসার, ৮ জনের ডায়বেটিস পরীক্ষা এবং ৩০ জনের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন রাজশাহী মেডিকেলের ডা. মহীদুল হাসান মা'রূফ, ডা. মেহেদী হাসান মুন'ইম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র হাবীবুর রহমান।

১৩. যেলা সম্মেলন : সিরাজগঞ্জ
ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী ধর্ম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৪ই ডিসেম্বর শনিবার রসূলপুর হাইস্কুল ময়দান, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ : অদ্য বেলা ২-টায় যেলার কামারখন্দ উপযেলাধীন রসূলপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা ছফ-এর ৯ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্যই শেষনবীর আগমন ঘটেছিল। এ বিজয় দ্বারা কেবল রাজনৈতিক বিজয় নয় বরং সার্বিক জীবনে যথার্থ বিজয় বুঝানো হয়েছে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সোহেল, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, নাটোর যেলা 'যুবসংঘে'র বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, যেলা সভাপতি আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক ও 'আন্দোলনে'র সুধী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রাযযাক। এছাড়া পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৫৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪০ জন 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

মারকায সংবাদ

দাওরায়ে হাদীছের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

২৭শে নভেম্বর বুধবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে দাওরায়ে হাদীছ ১০ম ব্যাচ-এর শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সমাপনী দরস প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার দরসে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ৫ লক্ষ হাদীছ বাছাই করি। অতঃপর তার মধ্য থেকে আহকাম বিষয়ক ৪ হাযার ৮ শত হাদীছ জমা করি। যুহদ ও ফাযায়েল বিষয়ে কোন হাদীছ জমা করিনি। কেননা আমি মনে করি, দ্বীনের জন্য কেবল চারটি হাদীছই যথেষ্ট। (১) 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। (২) 'সুন্দর ইসলাম হ'ল অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা'। (৩) 'মুমিন কখনো প্রকৃত মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য ঐ বস্তু পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'। (৪) 'হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট' *(মুক্বাদ্দামা আবূদাঊদ)*।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও মারকাযের পরিচালনা কমিটি সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মারকাযের শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও নামোপাড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (৫৫) হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ যোহর নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে তার ১ম জানাযায় ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর একই দিন রাত সাড়ে ৯-টায় পবা উপযেলাধীন নামোপাড়া দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে তার ২য় জানাযায় ইমামতি করেন তার একমাত্র পুত্র মা'রূফ বিল্লাহ। সেখানেও বিপুল সংখ্যক মুছল্লীর সমাবেশ ঘটে। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

স্মৃতি : মাওলানা আবুবকর ছিলেন আমীরে জামা'আতের অত্যন্ত স্নেহাস্পদ। তিনি ছিলেন সদাহাস্য ও নিরহংকার ব্যক্তি। প্রতি বছর বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় তিনি 'শেষ রাতের বক্তা' হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং এজন্য রসিকতা করে নিজেকে প্রধান বক্তা বলে পরিচয় দিতে তিনি গর্ব বোধ করতেন। মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন পূর্বে ১৮ই নভেম্বর সোমবার কাকনহাট সেরাপাড়া ইসলামী সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি করুণ কণ্ঠে যে জাগরণী গেয়েছিলেন, সেটাই তার জীবনে ফলে গেল মাত্র ১০দিন পর ২৮শে নভেম্বরে তার মৃত্যুবরণের মাধ্যমে। জাগরণীটি ছিল, (১) 'হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না এ ভুবনে চিরদিন'। 'হারিয়ে যাবে একদিন তুমি, রবে না এই দুনিয়ায় চিরদিন'। (২) বাঁশবাগানে বা গোরস্থানে হয়তো দেবে মোরে কবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে রাখবেনা জানি কোন খবর। (৩) পড়বে কি মনে আমার কথা, ফেলবে কি অশ্রু কোন দিন? (৪) ছোট্ট মাটির ঘরে আমার দেহ নিথর হয়ে পড়ে রবে, আঁধার কবরে আলোর প্রদীপ কভু নাহি কেহ জ্বালবে। (৫) থাকব পড়ে আমি একা একা, রবে না আমার পাশে কোন দিন। 'হারিয়ে যাব একদিন...। আল্লাহ তার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন! (স.স.)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : আমাদের মাদ্রাসায় শিক্ষকগণ ক্লাসে উপস্থিত হ'লে শিক্ষার্থীরা সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন সম্মেলনে দেখা যায় প্রধান অতিথির আগমনে স্টেজে বসা মানুষেরা দাঁড়িয়ে তাকে গ্রহণ করেন এবং সালাম বিনিময় করেন। এটা জায়েয কি?

-মঈনুদ্দীন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে সালাম দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। বরং শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন বা শিক্ষার্থীরা বসে থেকেই শিক্ষককে সালাম দিবে *(বুখারী হা/৬২৩১; মিশকাত হা/৪৬৩৩)* এবং একে অপরের সালামের উত্তর দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল *(তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন কেউই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী হা/২৭৫৪; ছহীহাহ হা/৩৫৮; মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

তবে দূর থেকে নতুন কেউ আগমন করলে বা কাউকে অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে বা মুছাফাহার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ করলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর তওবা কবুল হ'লে তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তালহা (রাঃ) রাসূলের মজলিস থেকে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে অভিবাদন জানালেন। অনুরূপভাবে বনু কুরাইযা গোত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) আগমন করলে রাসূলের নির্দেশে সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে সালাম দেয় এবং তাঁকে বাহন থেকে নামানোর ব্যবস্থা করেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়িতে যেতেন তখন ফাতেমা বাড়ি থেকে বের হয়ে রাসূলকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাঁকে নিজ গৃহে সাথে করে নিয়ে যেতেন। ফাতেমা (রাঃ) রাসূলের বাড়িতে গেলে রাসূল (ছাঃ)ও তাঁর সাথে অনুরূপ করতেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৫৩; মিশকাত হা/৩৯৬৩)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : মেয়ে তার পিতা-মাতার সম্মতিতে স্বামীর পরিবারের অজ্ঞাতসারে বিয়ে করেছে। সে এখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী। কিন্তু ছেলের পিতা-মাতা জানার পর সন্তান নষ্ট করতে এবং স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছে। তাদের কথা না শুনলে ত্যাজ্যপুত্র করবে। উল্লেখ্য, উভয় পরিবারের সামাজিক অবস্থানে পার্থক্য অনেক। এমতাবস্থায় ছেলেটির করণীয় কি?

-ফায়ছাল, কক্সবাজার।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে। সুতরাং পিতা-মাতার কথায় গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিবে না। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য নয়। ইবনু আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, 'আমি তোমাকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারছি না, আবার পিতা-মাতার অবাধ্যতা করারও আদেশ দিতে পারছিনা। প্রশ্নকারী বললেন, তাহ'লে আমি এই নারীর ব্যাপারে কি করব? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (স্ত্রীকে রেখেই) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯০৫৯, ১৯০৬০; হাকেম হা/২৭৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৮৬)*। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিচ্ছেন। (আমি কি করব?) তিনি বললেন, তুমি তালাক দিয়ো না। বর্ণনাকারী বলল, ওমর (রাঃ) কি স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেননি? তিনি বললেন, তোমার পিতা কি ওমরের মত'? *(মুহাম্মাদ ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ১/৪৪৭)*। অর্থাৎ সব পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। একদিন প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা (রহঃ)-কে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার স্ত্রী ও মা রয়েছেন। আর তার মা তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি বললেন, 'সে যেন তার মায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে'। তাকে বলা হ'ল, সে কি স্ত্রীকে তালাক দিবে? তিনি বললেন, না। তাকে বলা হ'ল, মা যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ব্যতীত খুশি নন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন। স্ত্রী তার হাতে রয়েছে, সে যদি তালাক দেয় তাতেও কোন দোষ নেই। আর না দিলেও কোন দোষ নেই' *(মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৫৮, সনদ হাসান)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে মায়ের কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'তার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হালাল হবে না। বরং তার জন্য আবশ্যক হ'ল মায়ের সাথে সদাচরণ করা। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১১২)*। অতএব স্পষ্ট শারঈ কারণ ছাড়া পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, কোন সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা শরী'আত সম্মত কোন পন্থা নয়।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : পোষা বিড়ালকে নিউটার-স্প্রে তথা প্রজনন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে নষ্ট করা হ'লে তার আক্রমণাত্মক আচরণ কমে, শান্ত হয় এবং বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা পেয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে। এটা করা কি জায়েয হবে?

-আলী আহাদ তানভীর, মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : মানব কল্যাণে বিড়ালকে নির্বংশ করা যায়। কারণ শরী'আতের বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য নয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/৫৯৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/১৬৩)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) নির্বংশ হওয়া ছাগল দ্বারা কুরবানী করেছেন *(আহমাদ, ইরওয়া হা/১১৪৭)*। তবে কোন প্রাণী যদি ক্ষতিকর প্রমাণিত না হয় তাহ'লে তাকে নির্বংশ করা থেকে বিরত থাকা ভালো। কারণ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোড়া ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীকে খাসি বা নির্বংশ করতে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৯৫৬)*। মোটকথা মানুষের কল্যাণের স্বার্থে বিড়ালকে নির্বংশ করা যায়।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : আমি রাশিয়া যেতে চাচ্ছি। সেখানে কাজ হ'ল শূকরের ফার্মে শূকর পালন করা। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে শূকর পালন করে টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : মুসলমানদের জন্য শূকর পালন করা বা শূকর পালনে সহায়তা করা জায়েয নয়। কারণ শূকর জন্মগতভাবে হারাম। আর এই হারাম প্রাণী পালন করা বা পালনে সহায়তা করা জায়েয নয় *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/৪৯১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৫/১২৩)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর সাথে আমার স্ত্রীর দেখা দেয়া জায়েয হবে কি?

-নাঈমুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : জায়েয নয়। কারণ মায়ের দ্বিতীয় স্বামী উক্ত নারীর মাহরাম নয়। অতএব তার সাথে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে *(নিসা ৪/২৩-২৪; নূর ২৪/৩১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৪৪৫)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : সূদের টাকায় কি ট্যাক্স দেয়া যাবে? যেহেতু হারাম গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনগণের টাকা জোরপূর্বক আদায় করে নিজ স্বার্থ হাছিল ও জনসাধারণকে সুবিধাবঞ্চিত করা হয়।

-যুবায়ের আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : সূদ সর্বাবস্থায় হারাম এবং এর দ্বারা কোনভাবেই উপকার গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষণে সূদের টাকা দিয়ে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স প্রদান করা সূদের টাকা থেকে উপকার গ্রহণ করার শামিল, যা হারাম। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স প্রদান করা শরী'আত বিরোধী নয়। সুতরাং জনগণ রাষ্ট্রের হক রাষ্ট্রকে দিবে এবং রাষ্ট্র জনগণকে তাদের হক বুঝিয়ে দিবে। রাষ্ট্র যুলুম করলে তাকে হিসাব দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত হা/২৯২৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পসন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাহ'লে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাইবে *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাকে গ্রামের লোকজন বাড়ি করে দিয়েছে। আমি কি এখন আমার বিধর্মী বাবার সম্পত্তি নিতে পারব?

-মুহাম্মাদ কাওছার আলী, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না' *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। তবে কতিপয় ছাহাবীসহ একদল বিদ্বান মনে করেন যে, কাফেররা মুসলমানের উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে না। কিন্তু মুসলমানরা কাফের আত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে। এদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত ওমর, মু'আয, মু'আবিয়া (রাঃ) এবং তাবেঈগণের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু আলী, আলী ইবনুল হুসাইন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, মাসরূক, নাখঈসহ অনেকে। আর আলেমগণের মধ্যে ইবনু তায়মিয়াহসহ একদল বিদ্বান এপক্ষে মত দিয়েছেন। তারা বলেন, হাদীছে কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত কাফের। সাধারণ কাফের নয়। অতএব অন্যান্য যিম্মী বা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত কাফেরদের সম্পত্তিতে মুসলমান আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৭/২১০, ৩১/৩৭২, ৩২/৩৬; আল-ঈমান ১৬৭ পৃ.; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১২/৫০; ইবনুল ক্বাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৮৫৩)*। অতএব কোন অমুসলিম মুসলমান হ'লে সে তার কাফের আত্মীয়দের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : এক ব্যক্তি এক বিধবা মহিলাকে তার সন্তানসহ বিবাহ করেছে। এখন ঐ ব্যক্তি কি সে বিধবা মহিলার সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারবে? সন্তানও কি তাকে পিতা হিসাবে পরিচয় দিতে পারবে?

-সাইফুল ইসলাম, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তানকে সাধারণভাবে সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে বাধা নেই। তবে বিস্তারিত পরিচয় দানকালে অন্যের পিতাকে নিজ পিতা হিসাবে এবং অন্যের সন্তানকে নিজ সন্তান হিসাবে পরিচয় দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের 'পুত্র' করেননি। এগুলি তোমাদের মুখের কথা মাত্র। বস্তুত আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। সেটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহ'লে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু। আর পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে *(আহযাব ৩৩/৪-৫)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : বুধবার যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ কবুল করা হয় এই মর্মে হাদীছটি কি আমলযোগ্য? শায়েখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বললেও অন্য মুহাক্কিকগণ যঈফ বলেছেন। এক্ষণে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি?

-আশরাফুল আলম, বগুড়া।

উত্তর : প্রতি বুধবারের যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়টুকু দো'আ কবুলের সময় বলে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদুল ফাৎহ (বিজয়ের মসজিদ)-এ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার দো'আ করলেন এবং বুধবার ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দো'আ কবুল হ'ল। জাবের (রাঃ) বলেন, যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ উপস্থিত হয়েছে, তখনই আমি উক্ত সময়ে (যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে) প্রার্থনার ইচ্ছা করেছি এবং বুধবার এই সময়ে দো'আ করেছি। অতঃপর তা যে কবুল হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭০৪; আহমাদ হা/১৪৬০৩, সনদ হাসান)*। বর্ণনাটি অনেক মুহাদ্দিছ যঈফ বললেও শায়েখ আলবানী এর সনদকে হাসান বলেছেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১১৮৫)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা দো'আ কবুলের সময়ের কথা প্রমাণিত হয়, কোন স্থান নয়। আমাদের সাথী একদল বিদ্বান এই হাদীছের উপর আমল করে উক্ত সময়ে প্রার্থনা করেন *(ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম ২/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : হাঁচির সময় করণীয় কি? মুখ ঢাকা কি মুস্তাহাব?

-আব্দুল্লাহ রাদমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : হাঁচির সময় দুই হাতের তালু বা রুমাল দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকবে এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। হাঁচি শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে *(বুখারী হা/৬২২৪; মিশকাত হা/৪৭৩৩)*। এছাড়া হাদীছে 'আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' *(আবুদাউদ হা/৫০৩৩; তিরমিযী হা/২৭৩৮)* এবং 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' বলার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে *(তিরমিযী হা/২৭৪০; মিশকাত হা/৪৭৪১)*। আর এসময় মুখ ঢাকা মুস্তাহাব। কেননা নবী করীম (ছাঃ) যখন হাঁচি দিতেন, তখন তাঁর হাত কিংবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর আওয়াজ নীচু করতেন *(তিরমিযী হা/২৭৪৫; মিশকাত হা/৪৭৩৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ছালাতের সময় ব্যক্তির ছায়া দেখা গেলে তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-হোসাইন আল-মাহমূদ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মানুষের ছায়া পরিলক্ষিত হ'লে ছালাতের ক্ষতি হয় না। নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রাতে উঠে ছালাতে দাঁড়াতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর পরিজনদের বিছানায় শুয়ে থাকতাম *(বুখারী হা/৫১৫)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছেদ করতে পারে কি? কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে এড়িয়ে চললে কি তা উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মুরতাযা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : দম্ভভরে কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কারণ সম্পর্ক ছিন্ন করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয় যে, তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আবুদাউদ হা/৪৯১৪; মিশকাত হা/৫০৩৫, সনদ ছহীহ)*। তবে শারঈ কারণে বা কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কারো সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলে গুনাহ হবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম শারঈ কারণে কা'ব বিন মালেক ও তার দুই সাথীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/২০৬১,সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) তার কতিপয় স্ত্রীর সাথে এক মাস সম্পর্ক ছিন্ন রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) একটি মাসআলার ভুল ব্যাখ্যার কারণে মৃত্যু অবধি তার ছেলের সাথে কথা বলেননি *(আহমাদ হা/৪৯৩৩; মিশকাত হা/১০৮৪, সনদ ছহীহ)*। সেজন্য বিদ্বানগণ মনে করেন, শারঈ কারণে কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৪৯৭; ইবনু তায়মিয়াহ, ২৮/২০৪-০৫)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : জনৈক যুবক-যুবতীর অবৈধ সম্পর্ক থাকার এক পর্যায়ে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে উভয়ের পিতা-মাতার অগোচরে এবং তাদের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে কোন মোহরানা ছিল না, নির্ধারিত কোন কাযীও ছিল না। কেবল এক বন্ধু তাদের বিবাহের কবুল পড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে কোন শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াই তাদের সম্পর্ক শেষ হয়। বর্তমানে তারা পৃথকভাবে বিবাহিত এবং স্বামী-সন্তানসহ সংসার করছে। এক্ষণে আগের বিবাহ হয়েছিল কি?

-উম্মে সাহির, ঢাকা।

উত্তর : আগের বিবাহ হয়নি। কারণ বিবাহের জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি থাকা। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করেছে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল... *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১, হাদীছ ছহীহ)*। তাছাড়া দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকা আবশ্যক। কোন বিবাহে সাক্ষী না থাকলে বিবাহ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওলী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না এবং দুই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন হবে না' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; ইরওয়া হা/১৮৬০)*। অতএব যেহেতু পূর্বের বিবাহ হয়নি সেজন্য খালেছভাবে

তওবা করতে হবে। কিন্তু উক্ত ঘটনার কারণে বর্তমান বিবাহে কোন প্রভাব পড়বে না।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে অন্যত্র গিয়ে হোয়াটস এ্যাপে ৩ তালাক লিখে পাঠানোর আধা ঘন্টা পর ভুল বুঝে ম্যাসেজ ডিলিট করে দেয়। ম্যাসেজটি স্ত্রী দেখেওনি। এতে তালাক পতিত হবে কি?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : উক্ত তালাক পতিত হয়েছে এবং একই সময়ে বা একই তোহরে হওয়ায় তা এক তালাকে রাজঈ হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। কাজেই এমতাবস্থায় সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৯৮৬, সনদ হাসান; ইবনু কুদামাহ, মুগণী ৮/১২৭)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : হানাফী মসজিদে ফজরের ছালাত কিছুটা বিলম্বে আদায় করা হয়। এক্ষণে আমি উক্ত ছালাত বাড়িতে আদায় করব কি?

-আব্দুর রাকীব, ঢাকা।

উত্তর : না। বরং মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং কোন ওযর ছাড়াই জামা'আতে উপস্থিত হ'ল না, তার ছালাত নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭)*। জনৈক অন্ধ ব্যক্তি তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত লোক না থাকার ওযর পেশ করার পরেও রাসূল (ছাঃ) তাকে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেননি *(মুসলিম হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১০৫৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করল সে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করল। আর যে ব্যক্তি নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে পথভ্রষ্ট হ'ল *(আবুদাঊদ হা/৫৫০)*। তবে যদি অধিক বিলম্ব করে, তাহ'লে আউয়াল ওয়াক্তে বাড়িতে ছালাত আদায় করে পরবর্তীতে মসজিদে জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : আমি ওলী ছাড়া বিয়ে করেছি। পরে জানতে পারলাম যে ওলী ছাড়া বিবাহ বাতিল। তাই পরবর্তীতে আমি স্ত্রীকে তিন বারে তিন তালাক প্রদান করেছি। এক্ষণে বিবাহ বাতিল হওয়ায় মোহরানা পরিশোধ করতে হবে কি?

-বাপ্পি, আসাম, ভারত।*
*[*আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে কেউ বিবাহ করে থাকলে তা শিবহে নিকাহ হয়েছে। এরূপ বিবাহ ভাঙ্গার জন্য শারঈ পদ্ধতিতে যেমন তালাক দিতে হবে, তেমনি মোহর বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। ইবনু কুদামা বলেন, মতপার্থক্যপূর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ *(আল-মুক্বনি' ফী ফিক্বহে ইমাম আহমাদ ১/৩৩৪; ইবনুল মুফলেহ, আল-মুবদী' ৬/২৯৯)*। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তালাক হয়ে যাবে। অতএব অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা না হ'লে ফিরিয়ে নিতে পারবে না *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ২/৩৩৮, মাসআলা নং ৯৭৫)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)ও অনুরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন *(মাজমূঊল ফাতাওয়া ৩২/৯৯-১০০)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : এলার্জি থেকে সুস্থতা লাভের জন্য রূপার চেইন ব্যবহার করা যাবে কি?

-নাজমুল হাসান, বগুড়া।

উত্তর : শুধু রূপা নয়, যে কোন প্রকার হার বা চেইন পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ এতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য হবে। আর ইসলামী শরী'আতে পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সাদৃশ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষকে অভিসম্পাৎ করেছেন, যে মহিলার পোষাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাৎ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে *(আবুদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯, সনদ ছহীহ)*। অতএব চেইন, বালা, চুড়ি ইত্যাদি নারীদের পরিধেয় বস্তুর মধ্যে গণ্য। আর এই পরিধেয় বস্তুগুলো যেই ধাতবেরই হৌক, তা কেবল নারীদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয, পুরুষের জন্য নয়।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : সরকারী প্রশাসনিক ক্যাডার পর্যায়ে চাকুরী করলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কিছু অবদান রাখা সহজ হয়। পুলিশ প্রশাসনে গেলে সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে দিন দিন ধার্মিক মানুষের সংখ্যা কমছেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের এদিকে এগিয়ে যাওয়া যরূরী কি? না কি দ্বীনী জ্ঞান বিতরণের পথেই থাকা যরূরী?

-হাবীবুল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : জ্ঞান বিতরণ মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে হ'তে পারে। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে থেকেও জ্ঞান বিতরণসহ দাওয়াতী কাজ করা যায়। সেজন্য বৈধ পন্থায় সরকারী চাকুরীতে গিয়ে দাওয়াতী কাজ করা কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন, ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত *(ফুছছিলাত ৪১/৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে

পৌঁছে দাও *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয় *(বুখারী হা/১০৫; মুসলিম হা/১৬৭৯)*। এ হাদীছে মানুষের সাথে মিশে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মুমিন জনগণের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে সে যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না, তার চেয়ে উত্তম' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; ছহীহাহ হা/৯৩৯)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : কোন শিশু হাঁচি দিলে তার জওয়াবে কি বলতে হবে? কেউ কেউ বলেন, 'বারাকাল্লাহু ফীক' বলতে হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

ডা. আব্দুল মতীন,
নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তর : শিশুর জন্য শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য নয়। এক্ষণে শিশুর হাঁচির জওয়াবে অভিভাবকের 'বারাকাল্লাহু ফীক' বলা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা 'মুনকার'। সুতরাং এটাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলা যাবে না। বরং কেউ চাইলে সাধারণ ভাবে শিশুর জন্য দো'আ হিসাবে 'বারাকাল্লাহ ফীক' সহ যেকোন কল্যাণমূলক দো'আ পাঠ করতে পারে। যেমন আলহামদুলিল্লাহি 'আলা কুল্লে হাল' *(তিরমিযী হা/২৭৩৮, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ মনে করেন শিশুর পক্ষ থেকে তার মা বা আত্মীয়রা আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে। কিন্তু এর পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ প্রথমত শিশুর উপর কোন ইবাদত প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত কেবল শারীরিক ইবাদতে বদলীর বিধান নেই। সুতরাং শিশুর কল্যাণের জন্য যেকোন দো'আ পাঠ করতে পারে *(ইবনুল মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ২/৩৪৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : সেবার উদ্দেশ্য মসজিদের মাইকে টিকা বা রক্তদানের ঘোষণা দেয়া জায়েয হবে কি?

-আমীর হোসাইন, গোয়াইন ঘাট, সিলেট।

উত্তর : জনকল্যাণমূলক যেকোন ঘোষণা মসজিদের মাইকে দেওয়া যাবে। কারণ এগুলোতে মানুষের উপকারিতা রয়েছে। যেটা নিষেধ সেটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য বা হারানো বস্তু তালাশ করা। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ঘোষণাদানে অন্য মুছল্লীদের ক্ষতি না হয় *(উছায়মীন, শরহু মানযুমাতিল কাওয়াইদিল ফিক্বহিয়া ৫২ পৃ.; লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৫১/১০)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : আমি বাংলাদেশ ডাক বিভাগে 'ডাক জীবন বীমা' সেক্টরে চাকরি করছি। যদিও আমি কাউকে বীমা করাই না বা করতে বলিও না। আমার কাজ কেবলই অফিসিয়াল। ৪/৫ বছর কাজ করার পর আমি সেক্টর পরিবর্তন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। এক্ষণে এ চাকুরী আমার জন্য হালাল হবে কি?

-পাপ্পু হোসাইন, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।*
*[*আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : জীবন বীমা সেক্টরে চাকুরী করা যাবে না। কারণ এর কার্যক্রম সূদী। আর পাঁচ বছর পরে সেক্টর পরিবর্তনের বিষয়টি ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর জীবনকে ভবিষ্যতের সাথে জড়িয়ে হারামে প্রবেশ করা সঠিক নয়। কারণ মৃত্যু যেকোন সময় চলে আসতে পারে। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : বিবাহের পর বাসরপূর্ব যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় তা জামা'আতে আদায় করা যাবে কি? এখানে তেলাওয়াত সশব্দে করতে হবে কি?

-কামরুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : বাসরপূর্ব দুই রাক'আত ছালাত স্বামী-স্ত্রী জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারবে। তবে পাশাপাশি দাঁড়াবে না। বরং স্বামী সামনে ও স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭১৫৬; আলবানী, আদাবুয যিফাফ হা/৯৬ পৃ.)*। আর ছালাত রাতে হ'লে সরবে, আর দিনে হ'লে নীরবে তেলাওয়াত করাই উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৫৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৬)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : আমি একটু খাটো হওয়ায় স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বাসার ভিতরে বা বাইরে হাই হিল জাতীয় একটু উঁচু জুতা ব্যবহার করতে চাই। এতে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-জান্নাতুল ফেরদাউস, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এতে স্বামীর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কোন কারণ নেই। তবুও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহ'লে করা যাবে। তবে দু'টি বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। ১. এতে যেন পরপুরুষের সামনে গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ না পায় *(নূর ২৪/৩১)*। ২. যেন শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ১৬৭৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : ইসলামী ব্যাংকগুলো বছর শেষে যে মুনাফা দেয় তা গ্রহণ করা হালাল হবে কি?

-শিপন, নাটোর।*
*[*আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : দেশে প্রচলিত সাধারণ বা ইসলামী কোন ব্যাংকই পূর্ণভাবে সূদমুক্ত নয়। সুতরাং কোন ব্যাংকেই লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করা এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলি ঝুঁকি থাকার কারণে ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি মুশারাকা ও মুযারাবা বলতে গেলে পরিত্যাগ করে মুরাবাহা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ফলে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীরা ঝুঁকিহীনভাবে কেবল মুনাফাই পাচ্ছে। অন্যদিকে 'মুরাবাহা'র ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লাভের চুক্তিতে ঋণগ্রহীতারা সময়মত লাভের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার বিপরীতে জরিমানার নামে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ পরিশোধ

করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এগুলি যুলুম ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। তবে পূর্ব থেকে কোন ব্যাংকে টাকা রাখা থাকলে এবং মুনাফা বা লভ্যাংশ পেলে তা নিজে ভোগ না করে ছওয়াবের প্রত্যাশা ছাড়াই যেকোন জনকল্যাণমূলক খাতে দান করে দিবে।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : ঘুম বা ভুলে যাওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া ছালাতের ক্বাযা আদায়ের ক্ষেত্রে কি বলে নিয়ত করতে হবে? এছাড়া পূর্বের ওয়াক্তের ছালাত আদায়ের আগেই পরের ওয়াক্তে ছালাতের আযান হয়ে গেলে কোন ওয়াক্ত আগে আদায় করতে হবে?

-মামূন, রমনা, ঢাকা।

উত্তর : ঘুম বা ভুলে যাওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া ছালাত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করলে সেই ছালাত আদায়ের নিয়ত করে ছালাত আদায় করবে। কারণ ওয়াক্ত এখনো অবশিষ্ট। আর ওয়াক্ত অতিক্রম করলে ক্বাযা ছালাত আদায় করার নিয়ত করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৫৭; মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩১২)*। আর পরবর্তী ওয়াক্তের আযান হয়ে গেলেও পূর্বের ওয়াক্তের ছালাতের ক্বাযা আদায় করে নিবে। অতঃপর জামা'আতে বর্তমান ওয়াক্তের ছালাত আদায় করবে। কিন্তু জামা'আত শুরু হয়ে গেলে উক্ত ওয়াক্তের ছালাত আগে পড়ে নেবে এবং জামা'আত শেষে পূর্ববর্তী ছালাতের ক্বাযা আদায় করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪২/৮৪-৮৬)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : মসজিদের সিঁড়ির নীচে অথবা মসজিদের কোন এক পাশে বা কোণায় ইমাম ও মুওয়াযযিনের জন্য ঘর করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ সাঈদ, চাঁদপুর।

উত্তর : বাধা নেই। কারণ মসজিদ নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষ যে নিয়তে যে ঘর নির্মাণ করবে সেটাই বিবেচ্য। এক্ষণে মসজিদ নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষ কোন ঘরকে ইমাম ও মুওয়াযযিনের জন্য নির্ধারণ করলে তারা সেখানে অবস্থান করতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই *(রুহায়বানী, মাতালিব উলিন নুহা-৪/৩৭৬; বিন বায; উছায়মীন, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৩০)*। অনুরূপভাবে পরবর্তীতেও কর্তৃপক্ষ চাইলে মূল ভবনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে ইমাম বা মুওয়াযযিনের ঘর নির্মাণ করতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ. মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/৩১; মাতালিবু উলিন নুহা ৪/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : জুম'আর দিনে ইমাম ছাহেবকে খুৎবা দেয়ার জন্য এসে তাহিইয়াতুল মসজিদ বা জুম'আ পূর্ব সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-শরীফ মোল্লা, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : ইমাম ছাহেব মসজিদে আসার পর পর্যাপ্ত সময় থাকলে তাহিয়াতুল মসজিদ ও সাধারণ নফল ছালাত আদায় করতে পারেন। নইলে সরাসরি খুৎবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সময়াভাবে সরাসরি খুৎবার মিম্বারে এসে বসতেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৪০১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২৩/৩০৯)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : কোন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভের সন্তান নষ্ট করলে এই পাপ থেকে মুক্তির জন্য কোন আমল বা করণীয় আছে কি?

-রহমতুল্লাহ, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : এজন্য কোন আমল নেই। তবে গর্ভের সন্তানের বয়স ১২০ দিন হওয়ার পূর্বে নষ্ট করলে অনুতপ্ত হয়ে খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে এবং ১২০ দিনের পরে নষ্ট করে থাকলে তওবার পাশাপাশি রক্তপণ ও কাফফারা উভয়টি দিতে হবে। গর্ভের সন্তান নষ্ট করার রক্তপণ হচ্ছে গুর্রাহ বা ৫টি উট অথবা সমমূল্যের অর্থ, যা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। তবে তারা যদি মাফ করে দেয়, তাহ'লে রক্তপণ লাগবে না। আর কাফফারা হচ্ছে একজন দাস মুক্ত করা। এতে অক্ষম হ'লে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে *(বুখারী হা/৬৯১০; মুসলিম হা/১৬৮১; আল-মুগনী ৮/৩২৭; ফাতাওয়া লাজানা দায়েমাহ ২১/২৫৫, ৩১৬, ৪৩৪-৪৫০)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন বিদ্বান মনে করেন যে, প্রথম চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর কেউ গর্ভের সন্তান নষ্ট করলে তাকে কাফফারা ও গুর্রাহ উভয়টি প্রদান করতে হবে *(মুসলিম হা/২৬৪৫)*। তবে প্রথম অভিমতটিই অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলে সরকারী ট্যাক্স-এর ক্ষেত্রে অনেক ছাড় পাওয়া যায়। এক্ষণে এথেকে প্রাপ্ত সূদের টাকা গরীবদের মাঝে দান করে দেয়ার নিয়তে উক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাবে কি?

-ইশতিয়াক, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা শরী'আতসম্মত নয়। কারণ এটি সরাসরি সূদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। সূদের টাকা গ্রহণের নিয়তে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করাও জায়েয নয়। এক্ষণে কেউ যদি অতীতে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে তাহ'লে সূদ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য প্রাপ্ত লভ্যাংশ ছওয়াবের প্রত্যাশা ছাড়াই জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩৫২, ১৬/৫৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করে, সে তাতে ছওয়াব পাবে না এবং এর পাপ তার উপরই বর্তাবে' *(শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৭৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৬, ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : পরপর ৪টি সিজার হওয়ার পর চিকিৎসক আর সন্তান নেয়া মায়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলেছেন। তাই স্বামীর অজান্তে স্ত্রী স্থায়ীভাবে সন্তান গ্রহণ না করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এক্ষণে স্বামীর করণীয় কি?

-রূহুল কুদ্দূস, মুগদা, ঢাকা।

উত্তর : বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জন্মদাত্রী মায়ের সামগ্রিক কল্যাণে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশনা দিলে তা গ্রহণে দোষ

নেই। কারণ জীবিত ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা ভবিষ্যতে অনাগত সন্তানের জীবনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২১/৩৮৯; ফাতাওয়াল মারাতিল মুসলিমা ৫/১২৭, ৫/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : শীতের কারণে মাফলার বা চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মু'আয, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যেকোন সময় ছালাত আদায়কালে মুখ বা মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৬৪৩; ইবনু মাজাহ হা/৯৬৬, সনদ ছহীহ)*। তবে কারণবশত সাময়িকভাবে মুখমণ্ডলের কিছু অংশ আবৃত করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইনছাফ; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১১৪)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : আমার বিয়ের পর স্বামী বিদেশ চলে যায়। তারপর ঐখানে বসে আমাকে এক তালাক দেয়। আমি যতদূর জানি বিয়ের পর যদি স্বামীর সাথে কোন সহবাস না হয়। আর তখন যদি তালাক দেয়, তাহ'লে নাকি এক সাথে থাকতে চাইলে নতুন করে বিবাহ করতে হয়। আমরা এক সঙ্গে এক রাতও থাকিনি। কিন্তু আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা হোটেলে একান্ত সময় কাটাই। আমার তখন মাসিক ছিল বলে মিলন হয়নি। কিন্তু মিলন ব্যতীত সবকিছু হয়েছিল এবং আমার স্বামীর উপর গোসল ফরয হয়েছিল। এ অবস্থায় আমার স্বামী কর্তৃক তালাক কি কার্যকর হয়েছে? আমরা সংসার করতে চাইলে করণীয় কি?

-রাশেদুল আলম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মিলন ব্যতীত কেবল নির্জনবাস হওয়ার পর স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বিদ্বান মনে করেন, তালাকে রাজঈ কার্যকর হবে এবং স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আরেক দল বিদ্বান মনে করেন, তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং স্বামী চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। উভয় অভিমতের মধ্যে প্রথম অভিমতটিই অগ্রগণ্য। অতএব এমতাবস্থায় নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই, বরং তা এক তালাক গণ্য করে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/২৪৮-৫০)*। উল্লেখ্য, বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে মিলন বা নির্জনবাসের পূর্বে স্বামী তালাক দিলে তালাকে বায়েন হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তাদেরকে কিছু সম্পদ দিবে ও সুন্দরভাবে বিদায় করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : মেয়ে দেখতে যাওয়ার সময় কি মা, বোন এর সাথে ছেলের পিতা দেখতে পারবে? বর্তমান সমাজে শুধু মহিলাদের দিয়ে মেয়ে পসন্দ করাটা অনেক কঠিন। সেক্ষেত্রে ছেলের পিতার জন্য বিষয়টা কি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে?

-আবু সাঈদ ছাকিব
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর : কেবল বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবকারী ছেলে এবং মহিলা আত্মীয়-স্বজনরা প্রস্তাবিত মেয়েকে দেখতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের দোষ-ত্রুটি থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮, বিবাহ অধ্যায় পাত্রীকে দেখা অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন তাকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে' *(আবুদাউদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*। তবে ছেলের পিতা পাত্রীকে দেখবে না, বরং পাত্রীর পরিবার সম্পর্কে বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিবেন এবং অভিভাবক মহলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন। কারণ ছেলের পিতা উক্ত মেয়ের মাহরাম নয়। স্মর্তব্য যে, বিবাহের পর স্ত্রীকে স্বামীর ভাই, চাচা, মামা, ভগ্নিপতিসহ অন্যান্য গায়ের মাহরাম পুরুষ থেকে পর্দা করতে হবে *(নূর ২৪/৩১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১০২)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : ছালাতে ক্বিয়ামরত অবস্থায় পায়ের সাথে পা বা টাখনুর সাথে টাখনু লাগানোর সঠিক নিয়ম জানতে চাই।

-এম ওমর ফারূক, দিনাজপুর।

উত্তর : মুছল্লীদের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো ছালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ *(বুখারী হা/৭২৩; মুসলিম হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১০৮৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্য থেকে একজন পরস্পরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন'। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি মুছল্লীদের পরস্পরের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু ও গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে দিচ্ছেন' *(আবুদাউদ হা/৬৬২ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯৪)*। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে- 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো অনুচ্ছেদ' *(বুখারী হা/৭২৫, ফাৎহুল বারী, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৭৬)*।

এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দেওয়া। যাতে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে ভালভাবে (কাঁধ ও পা) মিলাও' *(বুখারী হা/৭১৯, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৭২; ঐ, মিশকাত হা/১০৮৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪)*। আবুদাউদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কাঁধগুলি সমান কর ও ফাঁকা বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন জায়গা ছেড়ো না'। 'কেননা আমি

দেখি যে, শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় তোমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৬-৬৭; মিশকাত হা/১১০২, ১০৯৩, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, নু'মান বিন বাশীরের বর্ণনার শেষাংশে كَعْبِهِ بِكَعْبِهِ 'গোড়ালির সাথে গোড়ালি' কথাটি এসেছে। এর দ্বারা পায়ের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে, পায়ের পিছন অংশ নয়, যেমন অনেকে ধারণা করেন' *(আবুদাঊদ হা/৬৬২; বুখারী হা/৭২৫; ফাৎহুল বারী, 'আযান' অধ্যায়-১০)*। এখানে মুখ্য বিষয় হ'ল দু'টি—কাতার সোজা করা ও ফাঁকা বন্ধ করা। অতএব পায়ের সম্মুখভাগ সমান্তরাল রেখে পাশাপাশি মিলানোই উত্তম *(বিস্তারিত, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪৮ পৃ. দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে কেউ পায়ের সাথে পা মিলানোর পদ্ধতি বুঝতে না পারলে সুন্নাতপন্থী আলেমের নিকট থেকে তা জেনে নিবে।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : আমার দাদা ও নানা আমার স্ত্রীকে পর্দাবিহীন অবস্থায় দেখতে পারবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম, জামালপুর।

উত্তর : স্বামীর দাদা বা নানা মহিলার জন্য মাহরাম। সুতরাং অন্যান্য মাহরামের সামনে যেমন শালীন পোষাকে যেতে পারে, তেমনি স্বামীর দাদা বা নানার সামনেও যেতে পারবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৩/১৫৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর... ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩৩)*। দাদা ও নানা শ্বশুর উক্ত আয়াতে বর্ণিত শ্বশুরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় তারা মাহরাম হিসাবে গণ্য *(তাফসীরে কুরতুবী ৭/৩২)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : আমার মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর একাধিক সন্তান হয়। এক্ষণে ২য় স্বামীর নিকট থেকে তিনি যে সম্পদের অংশ পেয়েছেন তা থেকে তার প্রথম পক্ষের ছেলে কোন অংশ পাবে কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : সম্পদ যেখান থেকেই উপার্জিত বা প্রাপ্ত হৌক নারীর সকল সন্তানই শারঈ পদ্ধতিতে মীরাছের অধিকারী হবে। আল্লাহ বলেন, আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তোমরা সিকি পাবে, তাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১২)*। অর্থাৎ সম্পদের উৎস যাই হোক না কেন কোন নারী বা পুরুষ মারা গেলে তার সম্পত্তিতে সকল বৈধ সন্তান উত্তরাধিকারী হবে।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি পালন করা যাবে কি?

-মুহসিন, যশোর।

উত্তর : অমুসলিমদের অনুকরণে এসব দিবস পালিত হয়। যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এগুলি স্রেফ জাহেলিয়াত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এসব অনুষ্ঠান সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রসারের অন্যতম মাধ্যম। আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন *(আন'আম ৬/১৫১)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : 'শতফুল বাংলাদেশ' এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে চাকুরীরত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি?

-আতাউর রহমান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সূদ সংশ্লিষ্ট নয়। সেজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে। আর উক্ত স্কুলে চাকুরীরত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করাও জায়েয। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা থেকে বিরত থাকাই অধিক তাক্বওয়ার পরিচায়ক *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২০০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪১)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : আমার পিতা আমার তেমন কোন দায়িত্ব পালন করেন না। অন্যদিকে বহুদিন যাবৎ মায়ের মাথায় সমস্যা। আমি বিবাহ উপযুক্ত মেয়ে। উপযুক্ত পাত্র নিজে খুঁজে নিয়ে বিবাহ করা আমার জন্য বৈধ হবে কি?

-রোকসানা আখতার, ঢাকা।

উত্তর : পিতার জীবদ্দশায় পিতাই হবেন মেয়ের অভিভাবক। নারী উপযুক্ত পাত্র খুঁজে নিতে পারে, কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পিতার অভিভাবকত্ব যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ওলী ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০, সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, 'কোন নারী অলী ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'কোন নারী অপর নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে নিজে বিবাহ করতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব এভাবে নিজে নিজে বিবাহ করা যাবে না, বরং পিতাকে বুঝিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পিতা স্বেচ্ছায় সন্তান পালনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : টিকা গ্রহণ করার মাধ্যমে রোগ হওয়ার পূর্বেই প্রতিষেধক নেয়া হয়। অতি সম্প্রতি জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকা দেয়া হচ্ছে। এটা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আমীর হামযাহ, খুলনা।

উত্তর : যাবতীয় কল্যাণ বা অকল্যাণ সংঘটিত হয় আল্লাহ্র হুকুমে। এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যাবতীয় হালাল চিকিৎসা বা প্রতিষেধক গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ৪/৪২৭, ৬/২১)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগ বা ব্যাধির পূর্বে খেজুর খেয়ে তা প্রতিহত করার পরামর্শ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৪৪৫; মিশকাত হা/৪১৯০)*। উপরোক্ত টিকাগুলি যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

দরসে কুরআন সিরিজ-১

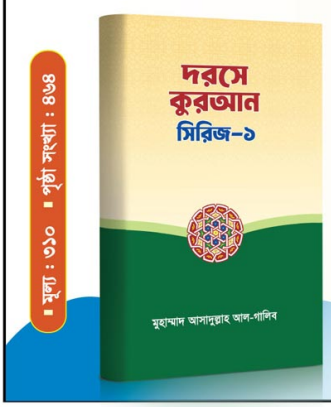

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক-এর সূচনা থেকে অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে 'দরসে কুরআন' প্রকাশিত হয়ে আসছে। যা অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ ও পাঠকনন্দিত। এ সকল দরসের মাধ্যমে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসহ মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যেভাবে অহিভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যকে বুনিয়াদী রূপ দান করেছেন, তা পাঠদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। সাথে সাথে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে করেছে বেগবান। বইটিতে মোট ৩০টি দরস সংকলিত হয়েছে। যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, ইমাম-খত্বীবসহ সুধী পাঠকদের প্রভূত কল্যাণে আসবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 4, January 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com, E-mail: tahreek@ymail.com

2025

১৪৪৬-৪৭ হিজরী
১৪৩১-৩২ বঙ্গাব্দ

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

JANUARY — পৌষ-মাঘ — জুমাঃ আখেরাহ-রজব

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				০১ ১৭ ৩০	০২ ১৮ ০১ রজব	০৩ ১৯ ০২
০৪ ২০ ০৩	০৫ ২১ ০৪	০৬ ২২ ০৫	০৭ ২৩ ০৬	০৮ ২৪ ০৭	০৯ ২৫ ০৮	১০ ২৬ ০৯
১১ ২৭ ১০	১২ ২৮ ১১	১৩ ২৯ ১২	১৪ ৩০ ১৩	১৫ মাঘ ০১ ১৪	১৬ ০২ ১৫	১৭ ০৩ ১৬
১৮ ০৪ ১৭	১৯ ০৫ ১৮	২০ ০৬ ১৯	২১ ০৭ ২০	২২ ০৮ ২১	২৩ ০৯ ২২	২৪ ১০ ২৩
২৫ ১১ ২৪	২৬ ১২ ২৫	২৭ ১৩ ২৬	২৮ ১৪ ২৭	২৯ ১৫ ২৮	৩০ ১৬ ২৯	৩১ ১৭ ৩০

FEBRUARY — মাঘ-ফাল্গুন — শা'বান

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
০১ ১৮ ০১ শা'বান	০২ ১৯ ০২	০৩ ২০ ০৩	০৪ ২১ ০৪	০৫ ২২ ০৫	০৬ ২৩ ০৬	০৭ ২৪ ০৭
০৮ ২৫ ০৮	০৯ ২৬ ০৯	১০ ২৭ ১০	১১ ২৮ ১১	১২ ২৯ ১২	১৩ ৩০ ১৩	১৪ ফাল্গুন ০১ ১৪
১৫ ০২ ১৫	১৬ ০৩ ১৬	১৭ ০৪ ১৭	১৮ ০৫ ১৮	১৯ ০৬ ১৯	২০ ০৭ ২০	২১ ০৮ ২১
২২ ০৯ ২২	২৩ ১০ ২৩	২৪ ১১ ২৪	২৫ ১২ ২৫	২৬ ১৩ ২৬	২৭ ১৪ ২৭	২৮ ১৫ ২৮

● প্রতিষ্ঠাকাল : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮।

MARCH — ফাল্গুন-চৈত্র — শা'বান-রামাযান-শাওয়াল

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
০১ ১৬ ২৯	০২ ১৭ ০১ রামাযান	০৩ ১৮ ০২	০৪ ১৯ ০৩	০৫ ২০ ০৪	০৬ ২১ ০৫	০৭ ২২ ০৬
০৮ ২৩ ০৭	০৯ ২৪ ০৮	১০ ২৫ ০৯	১১ ২৬ ১০	১২ ২৭ ১১	১৩ ২৮ ১২	১৪ ২৯ ১৩
১৫ চৈত্র ০১ ১৪	১৬ ০২ ১৫	১৭ ০৩ ১৬	১৮ ০৪ ১৭	১৯ ০৫ ১৮	২০ ০৬ ১৯	২১ ০৭ ২০
২২ ০৮ ২১	২৩ ০৯ ২২	২৪ ১০ ২৩	২৫ ১১ ২৪	২৬ ১২ ২৫	২৭ ১৩ ২৬	২৮ ১৪ ২৭
২৯ ১৫ ২৮	৩০ ১৬ ২৯	৩১ ১৭ ০১ শাওয়াল				

APRIL — চৈত্র-বৈশাখ — শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			০১ ১৮ ০২	০২ ১৯ ০৩	০৩ ২০ ০৪	০৪ ২১ ০৫
০৫ ২২ ০৬	০৬ ২৩ ০৭	০৭ ২৪ ০৮	০৮ ২৫ ০৯	০৯ ২৬ ১০	১০ ২৭ ১১	১১ ২৮ ১২
১২ ২৯ ১৩	১৩ ৩০ ১৪	১৪ বৈশাখ ০১ ১৫	১৫ ০২ ১৬	১৬ ০৩ ১৭	১৭ ০৪ ১৮	১৮ ০৫ ১৯
১৯ ০৬ ২০	২০ ০৭ ২১	২১ ০৮ ২২	২২ ০৯ ২৩	২৩ ১০ ২৪	২৪ ১১ ২৫	২৫ ১২ ২৬
২৬ ১৩ ২৭	২৭ ১৪ ২৮	২৮ ১৫ ২৯	২৯ ১৬ ৩০	৩০ ১৭ ০১ যুলক্বা'দাহ		

MAY — বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ — যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩১ ১৭ ০৩					০১ ১৮ ০২	০২ ১৯ ০৩
০৩ ২০ ০৪	০৪ ২১ ০৫	০৫ ২২ ০৬	০৬ ২৩ ০৭	০৭ ২৪ ০৮	০৮ ২৫ ০৯	০৯ ২৬ ১০
১০ ২৭ ১১	১১ ২৮ ১২	১২ ২৯ ১৩	১৩ ৩০ ১৪	১৪ ০১ ১৫	১৫ জ্যৈষ্ঠ ০১ ১৬	১৬ ০২ ১৭
১৭ ০৩ ১৮	১৮ ০৪ ১৯	১৯ ০৫ ২০	২০ ০৬ ২১	২১ ০৭ ২২	২২ ০৮ ২৩	২৩ ০৯ ২৪
২৪ ১০ ২৫	২৫ ১১ ২৬	২৬ ১২ ২৭	২৭ ১৩ ২৮	২৮ ১৪ ২৯	২৯ ১৫ ৩০ যুলহিজ্জাহ	৩০ ১৬ ০২

JUNE — জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় — যুলহিজ্জাহ-মুহাররম

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	০১ ১৮ ০৪	০২ ১৯ ০৫	০৩ ২০ ০৬	০৪ ২১ ০৭	০৫ ২২ ০৮	০৬ ২৩ ০৯
০৭ ২৪ ১০	০৮ ২৫ ১১	০৯ ২৬ ১২	১০ ২৭ ১৩	১১ ২৮ ১৪	১২ ২৯ ১৫	১৩ ৩০ ১৬
১৪ ৩১ ১৭	১৫ আষাঢ় ০১ ১৮	১৬ ০২ ১৯	১৭ ০৩ ২০	১৮ ০৪ ২১	১৯ ০৫ ২২	২০ ০৬ ২৩
২১ ০৭ ২৪	২২ ০৮ ২৫	২৩ ০৯ ২৬	২৪ ১০ ২৭	২৫ ১১ ২৮	২৬ ১২ ২৯	২৭ ১৩ ০১ মুহাররম
২৮ ১৪ ০২	২৯ ১৫ ০৩	৩০ ১৬ ০৪	● প্রতিষ্ঠাকাল : আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, ৭ই জুন ১৯৮১।			

JULY — আষাঢ়-শ্রাবণ — মুহাররম-ছফর

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			০১ ১৭ ০৫	০২ ১৮ ০৬	০৩ ১৯ ০৭	০৪ ২০ ০৮
০৫ ২১ ০৯	০৬ ২২ ১০	০৭ ২৩ ১১	০৮ ২৪ ১২	০৯ ২৫ ১৩	১০ ২৬ ১৪	১১ ২৭ ১৫
১২ ২৮ ১৬	১৩ ২৯ ১৭	১৪ ৩০ ১৮	১৫ ৩১ ১৯	১৬ শ্রাবণ ০১ ২০	১৭ ০২ ২১	১৮ ০৩ ২২
১৯ ০৪ ২৩	২০ ০৫ ২৪	২১ ০৬ ২৫	২২ ০৭ ২৬	২৩ ০৮ ২৭	২৪ ০৯ ২৮	২৫ ১০ ২৯
২৬ ১১ ৩০	২৭ ১২ ০১ ছফর	২৮ ১৩ ০২	২৯ ১৪ ০৩	৩০ ১৫ ০৪	৩১ ১৬ ০৫	

AUGUST — শ্রাবণ-ভাদ্র — ছফর-রবীঃ আউঃ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩০ ১৫ ০৬	৩১ ১৬ ০৭					০১ ১৭ ০৬
০২ ১৮ ০৭	০৩ ১৯ ০৮	০৪ ২০ ০৯	০৫ ২১ ১০	০৬ ২২ ১১	০৭ ২৩ ১২	০৮ ২৪ ১৩
০৯ ২৫ ১৪	১০ ২৬ ১৫	১১ ২৭ ১৬	১২ ২৮ ১৭	১৩ ২৯ ১৮	১৪ ৩০ ১৯	১৫ ৩১ ২০
১৬ ০১ ২১	১৭ ০২ ২২	১৮ ০৩ ২৩	১৯ ০৪ ২৪	২০ ০৫ ২৫	২১ ০৬ ২৬	২২ ০৭ ২৭
২৩ ০৮ ২৮	২৪ ০৯ ২৯	২৫ ১০ ভাদ্র আউঃ	২৬ ১১ ০২	২৭ ১২ ০৩	২৮ ১৩ ০৪	২৯ ১৪ ০৫

SEPTEMBER — ভাদ্র-আশ্বিন — রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		০১ ১৭ ০৮	০২ ১৮ ০৯	০৩ ১৯ ১০	০৪ ২০ ১১	০৫ ২১ ১২
০৬ ২২ ১৩	০৭ ২৩ ১৪	০৮ ২৪ ১৫	০৯ ২৫ ১৬	১০ ২৬ ১৭	১১ ২৭ ১৮	১২ ২৮ ১৯
১৩ ২৯ ২০	১৪ ৩০ ২১	১৫ ৩১ ২২	১৬ আশ্বিন ০১ ২৩	১৭ ০২ ২৪	১৮ ০৩ ২৫	১৯ ০৪ ২৬
২০ ০৫ ২৭	২১ ০৬ ২৮	২২ ০৭ ২৯	২৩ ০৮ ৩০	২৪ ০৯ ০১ রবীঃ আখের	২৫ ১০ ০২	২৬ ১১ ০৩
২৭ ১২ ০৪	২৮ ১৩ ০৫	২৯ ১৪ ০৬	৩০ ১৫ ০৭			

● প্রতিষ্ঠাকাল : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও সোনামণি, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

OCTOBER — আশ্বিন-কার্তিক — রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				০১ ১৬ ০৮	০২ ১৭ ০৯	০৩ ১৮ ১০
০৪ ১৯ ১১	০৫ ২০ ১২	০৬ ২১ ১৩	০৭ ২২ ১৪	০৮ ২৩ ১৫	০৯ ২৪ ১৬	১০ ২৫ ১৭
১১ ২৬ ১৮	১২ ২৭ ১৯	১৩ ২৮ ২০	১৪ ২৯ ২১	১৫ ৩০ ২২	১৬ ৩১ ২৩	১৭ কার্তিক ০১ ২৪
১৮ ০২ ২৫	১৯ ০৩ ২৬	২০ ০৪ ২৭	২১ ০৫ ২৮	২২ ০৬ ২৯	২৩ ০৭ ৩০	২৪ ০৮ ০১ মুজাঃ উলাঃ
২৫ ০৯ ০২	২৬ ১০ ০৩	২৭ ১১ ০৪	২৮ ১২ ০৫	২৯ ১৩ ০৬	৩০ ১৪ ০৭	৩১ ১৫ ০৮

NOVEMBER — কার্তিক-অগ্রহায়ণ — জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
০১ ১৬ ০৯	০২ ১৭ ১০	০৩ ১৮ ১১	০৪ ১৯ ১২	০৫ ২০ ১৩	০৬ ২১ ১৪	০৭ ২২ ১৫
০৮ ২৩ ১৬	০৯ ২৪ ১৭	১০ ২৫ ১৮	১১ ২৬ ১৯	১২ ২৭ ২০	১৩ ২৮ ২১	১৪ ২৯ ২২
১৫ ৩০ ২৩	১৬ আগ্রহায়ণ ০১ ২৪	১৭ ০২ ২৫	১৮ ০৩ ২৬	১৯ ০৪ ২৭	২০ ০৫ ২৮	২১ ০৬ ২৯
২২ ০৭ ৩০	২৩ ০৮ ০১ মুজাঃ আখেরাহ	২৪ ০৯ ০২	২৫ ১০ ০৩	২৬ ১১ ০৪	২৭ ১২ ০৫	২৮ ১৩ ০৬
২৯ ১৪ ০৭	৩০ ১৫ ০৮					

DECEMBER — অগ্রহায়ণ-পৌষ — জুমাঃ আখেরাহ-রজব

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		০১ ১৬ ০৯	০২ ১৭ ১০	০৩ ১৮ ১১	০৪ ১৯ ১২	০৫ ২০ ১৩
০৬ ২১ ১৪	০৭ ২২ ১৫	০৮ ২৩ ১৬	০৯ ২৪ ১৭	১০ ২৫ ১৮	১১ ২৬ ১৯	১২ ২৭ ২০
১৩ ২৮ ২১	১৪ ২৯ ২২	১৫ ৩০ ২৩	১৬ পৌষ ০১ ২৪	১৭ ০২ ২৫	১৮ ০৩ ২৬	১৯ ০৪ ২৭
২০ ০৫ ২৮	২১ ০৬ ২৯	২২ ০৭ রজব	২৩ ০৮ ০২	২৪ ০৯ ০৩	২৫ ১০ ০৪	২৬ ১১ ০৫
২৭ ১২ ০৬	২৮ ১৩ ০৭	২৯ ১৪ ০৮	৩০ ১৫ ০৯	৩১ ১৬ ১০		

আরবী তারিখ চন্দ্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল

কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭৭০-৮০০৯০০